ইসলাম ও সঙ্গীত

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খোল মিল্লাতে অদ্দীন হাদিয়ে জামান
এমামোল হোদা সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ সুফি

মোহাম্মদ আবুবকর মরহুম ছাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—বশিরহাট নিবাসী
খাদেমুল-ইছলাম—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস হইতে
মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৪৭।

মূল্য ৮৴০ আনা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

ইস্‌লাম ও সঙ্গীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় ছুরা নজমের আয়ত

আয়তটী এই ;—

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
وَ أَنْتُمْ سَامِدُونَ ❋

"তোমরা কি এই কথার (কোর-আনের) উপর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ ও হাস্য করিতেছ এবং ক্রন্দন করিতেছ না, অথচ তোমরা সঙ্গীত করিতেছ ?"

এই আয়তটী নাজেল হওয়ার কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয় তফছির এবনে জরির, ২৭শ খণ্ড, ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা।—

عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله سامدون قال هو الغناء كانوا اذا اسمعوا القرآن تغنوا و لعبوا وهى لغة اهل اليمن ❋

"কাতাদা একরামা হইতে, তিনি (হজরত) এবনে আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, سامدون 'ছামেদুন' (ছমুদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)। উহার অর্থ সঙ্গীত, যখন কাফেরেরা কোর-আন শ্রবণ করিত, সঙ্গীত করিত ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইত, ইহা এমনবাসিদিগের ভাষা।"

তফছিরে দোরের্মনছুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা,—

اخرج عبد الرزاق و الفريابي و ابو عبيد و عبد بن حميد و ابن ابي الدنيا و البزاز و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله و انتم سامدون قال الغناء باليمانية كانوا اذا سمعوا القرآن تغنوا و لعبوا *

"আবদুর রজ্জাক' ফারইয়াবি, আবু-ওবাএদ, আব্দ-বেনে-হোমাএদ, এবনো-আবিদ্দুনইয়া, বাজ্জাজ, এবনো-জরির, এবনোল-মোঞ্জের, এবনো-আবিহাতেম এবং বয়হকি আল্লাহ-তায়ালার কালাম و انتم سامدون অ-আন্তুম ছামেদুন" এর (ব্যাখ্যায়) হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, এমনবাসিদিগের ভাষায় (ছমুদ শব্দের) অর্থ সঙ্গীত। যখন কাফেরেরা কোর-আন শ্রবণ করিত, সঙ্গীত ও ক্রীড়া-কৌতুক করিত।"

এইরূপ তফছিরে ফৎহোল বায়ানের ৯ম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ লিখিত হইয়াছে। এবনো-জরির, ২৭শ খণ্ড, ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা।

و انتم سامدون يقول و انتم لاهون عما فيه من العبر و الذكر معرضون عن آياته يقال للرجل دع منك سمودك يراد به دع عنا لهوك و بنحو الذي قلنا في ذلك قال

اهل التاويل واختلفت الفاظهم فقال بعضهم غافلون و قال بعضهم مغنون و قال بعضهم مبرطمون *

و انتم سامدون "অ-আন্তুম ছামেদুন, এর অর্থ—অথচ তোমরা কোর-আনে যে উপদেশাবলী ও জেকর আছে, উহার উপর ক্রীড়া করিতেছ এবং উহার আয়ত সমূহ হইতে বিমুখ হইতেছ। কেন লোককে বলা হইয়া থাকে, دع عنك سمودك ইহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তুমি তোমা হইতে তোমার ক্রীড়া ত্যাগ কর।

আমি এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তফছির কারকগণ তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহাদের শব্দ এবারতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে ;— কেহ বলিয়াছেন, বিমুখ হইয়াছ। কেহ বলিয়াছেন, সঙ্গীত করিতেছ। আর অন্যে বলিয়াছেন, অহঙ্কার বশতঃ মস্তক উন্নত করিতেছ।"

তৎপরে উক্ত এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন :—

عن عكرمة عن ابن عباس قال السامدون المغنون بالحميرية *

"একরামা-এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, হেমইয়ারিয়া ভাষাতে السامدون এর অর্থ সঙ্গীত-কারিগণ।"

এবনো-আব্বাছ আরও উহার অর্থে বলিয়াছেন ;—

قوله سامدون يقول لاهون

'ছামেদুন'এর অর্থ ক্রীড়াকারিগণ।

তিনি আরও উহার অর্থে বলিয়াছেন ;—

قال كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه و سلم شامخين *

"কাফেরগণ নবি (ছাঃ) এর নিকট মস্তক উন্নত করিয়া গমন করিত।

মোজাহেদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

قال هى البرطمة

"উহার অর্থ অহঙ্কার বশতঃ মস্তক উন্নত করা।"

হাছান বাছারি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

قال غافلون উহার অর্থ উদাসীন ও বিমুখ।

জোহাক হইতে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

السمود اللهو و اللعب 'ছমুদ' এর অর্থ ক্রীড়া কৌতুক।"

তফছির দোরে-মনছুর, ৬।১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা ;—

হজরত এবনো আব্বাছ উহার তিন প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন, প্রথম ক্রীড়াকারী বিমুখ, দ্বিতীয় সঙ্গীতকারী, তৃতীয় মস্তক উন্নতকারী।

একরামা উহার অর্থ সঙ্গীতকারী বলিয়াছেন।

কাতাদা উহার অর্থ উদাসীন বলিয়াছেন।

ফৎহোল বায়ান, ৯।১৪৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن العربي السمود اللهو يقال للقينة اسمدينا اى الهينا بالغناء *

এবনো আরাবি বলিয়াছেন, 'ছমুদ'এর অর্থ ক্রীড়া করা। গায়িকাকে বলা হয়, اسمدينا আমাদিগকে সঙ্গীতে বিমুগ্ধ কর।

قال ابن عباس لاهون معرضون عنه و عنه قال هو الغناء باليمانية *

"এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, উহার অর্থ ক্রীড়াকারী বিমুখ। আরও তিনি বলিয়াছেন, এমনবাসিদিগের ভাষাতে উহার অর্থ সঙ্গীত।"

قال ابو عبيدة السمود الغناء بلغة حمير يقولون يا جارية اسمدي لنا اي غنى *

আবু-ওবায়দা বলিয়াছেন, হেনইয়ার ভাষাতে 'ছমুদ'এর অর্থ সঙ্গীত, তাহারা বলিতেন, হে দাসী, আমাদের জন্য সঙ্গীত কর।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত আয়ত সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহা ছাহাবা প্রবর হজরত এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, আর ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কোন ছাহাবা আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ উল্লেখ করিলে, উহা হুক্‌মি মরফু' হাদিছ বলিয়া গণ্য হয়; কাজেই ইহা হজরতের কথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ছমুদ' শব্দের অন্য কোন অর্থ থাকিলেও এস্থলে সঙ্গীত অর্থ হওয়াতে এবং উহা নিষিদ্ধ হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই; এই হেতু হজরত এবনো-আব্বাছ, আবু-ওবায়দাও একবাক্যে উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হজরত এবনো আব্বাছ, উহার লাজেমি অর্থ লইয়া ক্রীড়াকারী অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু সঙ্গীত ক্রীড়া-বিশেষ।

আরও তিনি উহার অন্য লাজেমি অর্থ লইয়া অহঙ্কার বশতঃ মস্তক উন্নত করা অর্থাৎ এনকার করা লইয়াছেন; যেহেতু কোর-আন পাঠ-কালে সঙ্গীত, ক্রীড়া-কৌতুক করিলে, এনকার করা বুঝা যায়।

হাছান ও কাতাদা উহার লাজেমি অর্থ উদাসীনতা ও অবহেলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু কোর-আন পাঠ কালে সঙ্গীত ও ক্রীড়া করিলে, উদাসীনতা ও অবহেলা করা বুঝা যায়।

মূলকথা, উক্ত আয়াতের শানে-নজুলের হিসাবে সঙ্গীত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং উহার লাজেমি অর্থের হিসাবে অন্যান্য বিষয় গুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। গাঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলে, উপরোক্ত তফছির-কারকগণের মধ্যে এস্থলে প্রকৃত মতান্তর নাই বলিয়া জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত হইবে।

খাঁ ছাহেব এই তফছির-তত্ব বুঝিতে না পারিয়া আবল তাবল কত কিছু বকাবকি করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৮ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় কলম;—"আয়তে আছে ছামেছুন, উহার এক বচন ছামেদ, অর্থ গাফেল। (কবির-৭-৭৭৯) এবনো-যওজী ও তাঁহার সম মতাবলম্বীরা বলিতেছেন ছামেদ শব্দের অর্থ সঙ্গীত কারী, কারণ এবনে-আব্বাছ বলিয়াছেন, উহা আরবী ভাষার শব্দ নহে হেময়ারী ভাষায় উহার অর্থ সঙ্গীত। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, হজরত এবনে-আব্বাছ ঐরূপ কথা বলেন নাই, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। নাফে-এবনল-আজরকের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং এবনে-আব্বাছ হোজায়লার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া উহার আরবী ভাষার শব্দ হওয়া দৃঢ়তার সহিত সমপ্রমাণ করিতেছেন (দুররে মুনছুর ৭—১৩২) এঅবস্থায় তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, উহা বিদেশী ভাষার শব্দ।

ধোকা ভঞ্জন ;—

এস্থলে খাঁ ছাহেব মস্ত একটা ভুল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি হেমইয়ারি ও এমনি ভাষাকে বিদেশী (গর-আরবি ভাষা বলিয়া) দাবি করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বিদেশী ভাষা নহে, বরং আরবি ভাষা। আরবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে। কোরাএশ এক সম্প্রদায়ের নাম, এইরূপ বহু সম্প্রদায় আছে। হেজাজ বলিলে মক্কা, মদিনা ও তায়েফ বুঝা যায়, আরব বলিলে, সমস্ত আরবিয়া উপদ্বীপের অধিবাসিগণ বুঝাযায়, এমন আরবের একাংশ এমনের এক সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষের নাম হেমইয়ার, উক্ত সম্প্রদায় হেমইয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছে। ছোরাহ দ্রষ্টব্য।

খাঁ ছাহেব যদি আরবের মানচিত্র খানা দেখিয়া লইতেন, তবে এমনি ও হেমাইয়ারি ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলিতে সাহসী

হইতেন না। তিনি এই রূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উপর নির্ভর করিয়া বৃথা কথা কাটা-কাটি করিয়াছেন।

তফছির এৎকান, ১৩৬ পৃষ্ঠা;—

قال ابن عبد البر فی التمهید قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي الاغلب لان غيرلغة قريش موجودة فی جمیع القرا آت ❋

"এবনো আবদুল বার্‌-'তমহিদ' কেতাবে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, কোর-আন কোরাএশ দিগের ভাষায় নাজেল হইয়াছে, আমার মতে উক্ত কথার মর্ম্ম এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরাএশদের ভাষায় নাজেল হইয়াছে, কেননা বিবিধ প্রকার কেরাতে কোরাএশ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

قال ابوبكر الواسطی فی كتابه الارشاد فی القرا آت العشر فی القرآن من اللغات خمسون لغة قريش و هذيل وكنانة و خثعم و الخزرج و اشعر و نمير و قيس غيلان و جرهم و اليمن وازد شنوءة و كندة و تميم و حمير و مدين ولخم و سعد العشيرة و حضرموت وسدوس و العمالقة و انمار وغسان و مذجج وخزاعة و غطفان وسبا وعمان و بنوحنيفة وثعلب وطی وعامر بن صعصعة واوس و مزينة وثقيف وجذام و بلی عذرة وهوازن و النمر و اليمامة ومن غير العربية الفرس و الروم و النبط و الحبشة و البربر و السريانية و العبرانية و القبط ❋

"আবুবকর ওয়াছেতি الارشاد فی القرآت আল-এরশাদ-ফিল-কেরায়াত' কেতাবে বলিয়াছেন, কোর-আন শরিফে ৫০টী সম্প্রদায়ের

ভাষা আছে—কোরাএশের ভাষা, হোজাএল, কেনানা, খাছয়াম, খাজরাজ, আশয়ার, নোমাএর, কয়েছ গিলান, জোরহোম, এমন, আজ্‌দ-শানুয়া, কেন্দা, তমিমা, হেমইয়ার, মাদ্‌ইয়ান, লাখ্‌ম, ছা'-দোল-আ'শিরা, হাজরা মাওত, ছাত্বছ, আমালেকা, আনমার, গাছ্যান, মাজহেজ, খোজায়া, গাতাফান, ছাবা, ওমান বনু-হানিফা, ছা'লাব, তাই, আ'মের বেনে ছা'ছায়া, আওছ, মোজায়না, ছোকাএফ, জোজাম, বালি, ওজ্‌রা, হাওয়াজোন, নামের এবং ইয়ামামার ভাষা। আর গর-আরবিদিগের মধ্যে পারশ্য, রুম, নাবত, হাবাশা, বারবার, ছুরইয়ানিয়া, এবরানিয়া এবং কেবতি সম্প্রদায়দিগের ভাষাও আছে।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হেমইয়ারি ও এমনি ভাষা আরবি ভাষা, ইহা-বিদেশী (গর-আরবি) ভাষা নহে।

এৎকান, ১৩৪—১৩৬ পৃষ্ঠা;—

হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, وانتم سامدون এর ('ছমুদে' এর) অর্থ সঙ্গীত, ইহা এমনি ভাষা। একরামা বলিয়াছেন, ইহা হেমইয়ারি ভাষা। হাছান বাছারি বলিয়াছেন الارائك এমনি ভাষা। জোহাক বলিয়াছেন, معاذيره এমনিদিগের ভাষা। একরামা বলিয়াছেন, زوجناهم بحور এমনি ভাষা। হাছান বাছারি বলিয়াছেন, لو اردنا ان نتخذ لهوا এর اللهو শব্দের অর্থ স্ত্রী, ইহা এমনি ভাষা। জোহাক বলিয়াছেন' اعصر خمرا এর خمر শব্দের অর্থ মদ, ইহা ওমানবাসিদের ভাষা। এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, اتدعون بعلا এর بعل শব্দ এমনি ভাষা। কাতাদা বলিয়াছেন, আজাদ-শানুয়াদিগের ভাষাতে মালিক অর্থে بعل শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। মোজাহেদ বলিয়াছেন, صواع এমনি ভাষা। এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, يفتنكم এর অর্থ يضلكم ইহা হাওয়াজোন-দিগের ভাষা।

فنقبوا এর অর্থ هلكى ইহা ওমানবাসিদিগের ভাষা। بورا এর অর্থ هربوا ইহা এমন বাসিদিগের ভাষা। لا يلتكم এর অর্থ لا ينقصكم ইহা বানি আব্বাছ সম্প্রদায়ের ভাষা। مراغما এর অর্থ منفسخا ইহা হোজাএল সম্প্রদায়ের ভাষা।

আমর বেনে শোরাহবিল বলিয়াছেন, سيل العرم এর العرم শব্দের অর্থ المسناة, ইহা এমনি ভাষা। এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, مسطورا শব্দের অর্থ مكتوبا, ইহা হেমইয়ারি ভাষা।

আবুল-কাছেম বলিয়াছেন, السفهاء এর অর্থ الجهال, خاسئين এর অর্থ صاغرين, شطره এর অর্থ تلقاء, لا خلاق এর অর্থ لا نصيب, ملوكا এর অর্থ احرارا, قبيلا শব্দের অর্থ عيانا, معجزين শব্দের অর্থ سابقين এর অর্থ يغيب, تركنوا শব্দের অর্থ تميلوا, فجوة শব্দের অর্থ يعزب এর অর্থ ناحية, موئلا শব্দের অর্থ ملجأ, مبلسون শব্দের অর্থ آيسون, دحورا শব্দের অর্থ طردا, الخراصون শব্দের অর্থ الكذابون, اسفارا শব্দের অর্থ كتبا, اقتنت শব্দের অর্থ جمعت, كنود শব্দের অর্থ كفور للنعم এই সমস্তশব্দ কানানা সম্প্রদায়ের ভাষা।

تفشلا শব্দের অর্থ تجبنا, عثر শব্দের অর্থ اطلع, سفاهة শব্দের অর্থ جنونا, زيلنا শব্দের অর্থ ميزنا, مرجوا শব্দের অর্থ حقيرا, السقاية শব্দের অর্থ الاناء, مسنون শব্দের অর্থ منتن, امام শব্দের অর্থ كتاب, عتيا শব্দের অর্থ نحولا, مآرب শব্দের অর্থ حاجات, خرجا শব্দের অর্থ جعلا, غراسا শব্দের অর্থ بلاء, الصرح শব্দের অর্থ البيت, انكر الاصوات এর অর্থ اقبحها, يتركم শব্দের অর্থ ينقصكم, مدينين শব্দের অর্থ محاسبين, رابية শব্দের অর্থ شديدة, وبيلا শব্দের অর্থ شديد এই শব্দগুলি হেমইয়ারি ভাষা।

এইরূপে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষাগুলির নজির পেশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, হেমইয়ারি আরবি ভাষা। তৎপরে খাঁ ছাহেব তফছিরে দোরে মনছুর হইতে যে হোজায়লার কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, উহার সম্পূর্ণ অংশ এই ;—

—২

اخرج الطستی و الطبرانی عن ابن عباس ان نافع ابن الازرق سأله عن قوله سامدون قال السمود اللهو و الباطل قال هل تعرف العرب ذلك قال نعم اما سمعت قول هزيلة بنت بكروهي تبكى قوم عاد ليت عادا قبلوا الحق ولم يبدوا جحودا - قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك سمودا *

"তাস্তি ও তেবরানি এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়াছেন—নিশ্চয় নাফে' বেনেল-আজরক তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালার কালাম سامدون সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, (ইহাতে) তিনি বলিয়াছিলেন, السمود শব্দের অর্থ ক্রীড়া ও বাতীলকার্য্য। নাফে বলিলেন, আরবেরা উক্ত শব্দ জানেন কি? উক্ত ছাহাবা বলিলেন, হাঁ, তুমি কি বাকারের কন্যা হোজায়লার কথা শ্রবন কর নাই, সে আ'দা সম্প্রদায়ের উপর ক্রন্দন করিয়া (বলিয়াছিল) 'আফছোছ যদি আ'দ সম্প্রদায় সত্য গ্রহণ করিত এবং অবজ্ঞা প্রকাশ না করিত, বলা হইল, তুমি দণ্ডায়মান হও, তৎপরে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, অবশেষে তোমা হইতে ক্রীড়া ত্যাগ কর।"

পাঠক ইহাতে দুইটী কথা বুঝা গেল, প্রথম ইহা আরবি কথা, দ্বিতীয় উহার অর্থ ক্রীড়া।

উক্ত হজরত অন্য রেওয়াএতে উহা হেমইয়ারি কিম্বা এমনি সম্প্রদায়ের ভাষা বলিয়াছেন, আর ইহাও আরবি ভাষা।

আর তিনি অন্য রেওয়াএতে উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়াছেন, সঙ্গীত ও ক্রীড়া বিশেষ, কাজেই উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন বৈষম্য ভাব থাকিল না।

এক্ষণে আমি খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি سامدون এর

অর্থ গাফেল লিখিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে ত তাহা সপ্রমান হইল না বরং আপনার মতের বিপরীত সপ্রমান হইল, ইহাতে সঙ্গীত করাও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হইল, বোধ হয় এই হেতু খাঁ ছাহেব হোজায়লার কবিতাটীর নাম লইয়া উহা উল্লেখ না করিয়া বে-মালুম হজম করিয়া যাইতে ছিলেন।

আরও খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, হজরত এবনো-আব্বাছ উক্ত আয়ত সঙ্গীত নিসিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে নাজেল হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই হেতু তিনি উহার অর্থ সঙ্গীতকারী কিম্বা ক্রীড়াকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে দলিল হইল না, আর হাছান বাছারি ও কাতাদা উহার অর্থ গাফেল লিখিয়াছেন, আর তাঁহারা উভয়ে তাবেয়ি ছিলেন তাবেয়ির কথা আপনার পক্ষে কোন হিসাবে দলিল হইবে, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

খাঁ ছাহেব যতক্ষণ হজরতের হাদিছ হইতে উহার অর্থ গাফেল প্রমান করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার কথা অগ্রাহ্য হইবে না কেন? তিনি ত বারম্বার বলেন, কোন আলেমের কথা মানিতে বাধ্য নহি, এখন আবার নিজের দাবি বিপরীতে কার্য্য করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না ত?

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম ও ৭১৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলম,—

"তাহার পর কোর-আনে বিদেশী ভাষার কোন শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া আধিকাংশ এমাম ও আলেমগণ স্বীকার করেন না।"

ধোকাভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব হেমইয়ারি ভাষাকে বিদেশী ভাষা বুঝিয়াছিলেন, অথচ উহা বিদেশী নহে, বরং আরবি ভাষা বিশেষ। কাজেই উপরোক্ত কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন হইলে ও উক্ত মতের সত্যতা সম্বন্ধে আলচোনা করা যাউক।

তফছির-এৎকান, ১।১৩৬—১৪১ পৃষ্ঠা ;—

"যে বিদেশী শব্দ আরবি করিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাকে মোয়ার্‌রাব বলা হয়), এইরূপ বিদেশী শব্দ কোর-আন শরিফে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম শাফেয়ি, এবনো-জরির, আবু-ওবায়দা, কাজি আবুবকর ও এবনো-ফারেছ;ও অধিকাংশ বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ শব্দ কোর-আন শরিফে ব্যবহৃত হয় নাই, কেন না আল্লাহ বলিয়াছেন, قرآنا عربيا 'কোর-য়ানান আরাবিয়া ;—

و لو جعلناه قرآنا عجميا لقالو لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي *

"অ-লাও জায়া'লনাহো কোর-য়ানান আ'জামিয়ান লাকালু লাওলা ফোছ্‌ছেলাৎ আয়াতোহু আ-আজামিয়োন ও আরাবিয়োন—ইহাতে বুঝা যায় যে, কোর-আন আরবি ভাষায় নাজেল হইয়াছে, বিদেশী ভাষায় নাজেল হয় নাই।

(এমাম) শাফেয়ি—যে ব্যক্তি কোর-আনে বিদেশী ভাষা থাকার ধারণা করিয়াছে তাহার উপর কঠিন এনকার করিয়াছেন। আবু-ওবায়দা বলিয়াছেন, স্পষ্ট আরবি ভাষায় কোর-আন নাজেল হইয়াছে, যে ব্যক্তি ধারণা করিয়াছে যে, উহাতে বিদেশী শব্দ আছে, সে ব্যক্তি মস্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। এবনো-আওছ বলিয়াছেন, যদি কোর-আনে কোন বিদেশী ভাষা থাকিত, তবে কোন কল্পনাকারী এইরূপ কল্পনা করিত যে, আরবেরা তত্তুল্য কোন আরাবি শব্দ আনয়ন করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এইহেতু অপরিচিত ভাষা সমুহ ব্যবহার করিয়াছেন।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ প্রভৃতি তফছির কারকগণ কোর-আনের শব্দ সমূহের তফছির বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, এই শব্দগুলি ফার্ছি, হাবশি, কিম্বা-নাবতি ইত্যাদি,

ইহার মর্ম্ম এই যে, তৎসমস্ত ভাষাতে একই শব্দ একই মর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই হেতু আরবেরা, পারশ্যবাসিরা ও হাবশিরা একই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্য কেহ বলিয়াছেন, যে খাঁটী আরবদিগের ভাষায় কোর-আন নাজেল হইয়াছে, তাঁহারা বিদেশে অন্যান্য ভাষা ভাষিদিগের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহাদের কতক শব্দ নিজদের ভাষার সহিত সংযোগ করিয়া লন, কতক শব্দের কোন কোন অক্ষর হ্রাস করিয়া নিজদের কবিতাবলী ও বাক্যাবলীতে ব্যবহার করিয়া লইলেন, এমন কি উক্ত শব্দ গুলি প্রাঞ্জল আরবিতে পরিণত হইয়া যায়, এই হেতু কোর-আন উক্ত ভাষায় নাজেল হইয়াছে। অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, এই সমস্ত শব্দ বিশুদ্ধ আরাবি; কিন্তু আরবি ভাষা নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, ইহা অসম্ভব নহে যে, তাহাদের প্রাচীনগণ উক্ত শব্দগুলি অনবগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এমাম শাফেয়ি 'রেছালা' কেতাবে বলিয়াছেন, নবি ব্যতীত অন্য কেহ ভাষার সমস্ত শব্দ আয়ত্ব করিতে পারে না।

অন্য একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, কোর-আন শরিফে বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি ফার্ছি কবিতাবলীতে একটী আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে উহা ফার্ছি বলিয়া অভিহিত হওয়ায় কোন আপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ আরবি কোর-আনে সামান্য কতিপয় বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইলে, উহা আরবি নামে অভিহিত হওয়ায় কোন আপত্তি হইতে পারে না, এই হেতু আরবি-কোর-আন বলা হইয়াছে।

এই দল দলিল স্বরূপে পেশ করিয়াছেন যে, نحو 'নহ্‌য়ো' তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ابراهيم শব্দের غير منصوف গায়ের মোনছারেফ' হওয়ার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহা علم বিশিষ্টনাম, দ্বিতীয় বিদেশী শব্দ। (ইহাতে বুঝাযায় যে, কোর-আনে বিদেশী শব্দ আছে)। প্রতিপক্ষগণ বলেন, বিদেশী নাম

যে কোর-আনে আছে, ইহা লইয়া কোন তর্ক নাই, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শব্দ লইয়া মতভেদ হইয়াছে।

দ্বিতীয় দল বলেন, যখন বিদেশী নাম কোর-আনে ব্যবহৃত হইতে পারে। তখন অন্যান্য বিদেশী শব্দ উহাতে ব্যবহৃত হইবে, ইহাতে কেন আপত্তি হইবে ?

এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি বলিয়াছেন, কোর-আনে যে বিদেশী শব্দ আছে, ইহার প্রবল প্রমান এই যে, প্রবীন তাবেয়ি আবু-মায়-ছারা, ছইদ বেনে-জোবাএর ও ওহাব বেনে-মোনাব্বাহ বলিয়াছেন কোর-আনে প্রত্যেক ভাষা আছে।

এবনো-জরির ছহিহ প্রমানে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই আমার মনোনীত মত। এইরূপ শব্দগুলি কোর-আনে থাকার কারন এই যে, উহাতে প্রাচীন দিগের ও পরবর্ত্তিগণের এল্‌ম এবং প্রত্যেক বিষয়ের সংবাদ নিহিত রহিয়াছে, কাজেই উহাতে বিবিধ প্রকার ভাষার ইঙ্গিত থাকা কর্ত্তব্য।

এই হেতু প্রত্যেক ভাষার সমধিক শ্রুতিমধুর, সহজ ও সমধিক ব্যবহার্য্য শব্দ গুলি আরবদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে।

এবনো-নকিব এইরূপ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, অন্যান্য আছমানি কেতাব গুলি যে সম্প্রদায়ের জন্য নাজেল করা হইয়াছিল, কেবল তাহাদের ভাষাতে নাজেল হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা নাই, পক্ষান্তরে কোর-আনের বিশেষত্ব এইযে, উহাতে আরবের সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাষা সন্নিবেশিত হইয়াছে, অধিকন্তু বিদেশী রুমি, ফার্ছি ও হাবশি বহু শব্দ উহাতে নাজেল করা হইয়াছে। এমাম ছাইউতি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) সমস্ত সম্প্রদায়ের রাছুল রূপে প্রেরিত হইয়াছেন, আর আল্লাহ বলিয়াছেন, وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه "এবং আমি কোন রাছুলকে তাঁহার সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।"

এইহেতু যদি ও কোর-আন মূলে আরবদের ভাষায় নাজেল হইয়াছে, তথাচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা উহাতে সন্নিবেশিত থাকা জরুরি।

আবুওবাএদ কাছেম বেনে-ছালাম বলিয়াছেন, আরবি বিদ্বান-গণ কোর-আনে বিদেশী ভাষা থাকা অস্বীকার করিয়াছেন, আর ফকিহগণ উহা স্বীকার করিয়াছেন, আমার মতে উভয় মত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, কেননা এই শব্দগুলির মূল বৈদেশিক। যেরূপ ফকিহগণ বলিয়াছেন, কিন্তু যখন তৎসমুদয় আরব দিগের কর্ত্তৃক ব্যবহৃৎ হইল, তখন তাঁহারা উক্ত শব্দগুলিকে বিদেশী শব্দের ভাব হইতে আরবি শব্দের ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন, ইহাতে তৎসমস্ত আরবি শব্দে পরিনত হইল, তৎপরে কোর-আন উক্ত শব্দে নাজেল হইল। এস্থত্রে যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, উক্ত শব্দগুলি আরবি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। আর যিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত শব্দগুলি বিদেশী, তিনি ও সত্য বলিয়াছেন। জওয়ালিকি, এবনোল-যওজি ও অন্যান্য আলেমগণ এইমত সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি কোর-আনের কতক গুলি শব্দ উদ্ধৃত করিব-যাহা বিদ্বানগণের মতে বৈদেশিক বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে।

বিদ্বান্‌গণের নাম	শব্দগুলি	ভাষাগুলির নাম
ছায়ালেবি ও জাওয়ালিকি	اباریق	ফার্ছি
অহাব বেনে মোনাব্বাহ	ابلعی	হাবশি
ওয়াস্তি	اخلد	এবরানি
এবনোল-যওজি	الا رائک	হাবশি
জোহাক	استبرق	বিদেশী
ওয়াস্তি	اسفار	ছুরইয়ানি
আবুল কাছেম	اصر	নেবতি

বিদ্বান্‌গণের নাম	শব্দগুলি	ভাষাগুলির নাম
এবনোল-যওজি	اكواب	নেবতি
এবনো-জিন্নি	ال	নেবতি
এবনোল-যওজি	اليم	জঞ্জি
শায়দালা	اناه	মগরেবি
মোজাহেদ ও একরামা	اواه	হাবশি
আমর বেনে শোরাহবিল	ابواب	হাবশি
শায়দালা	بطائنها	কিবতি
জওয়ালিকি ও ছায়ালিবি	تنور	ফার্ছি
একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর	الجبت	হাবশি
এবনো-আব্বাছ	عصب	জাঞ্জি
জোহাক	حواريون	নেবতি
এবনো আব্বাছ	حرب	হাবশি
শায়দলা ও আবুল কাছেম	دري	হাবশি
জাওয়ালিকি	دينار	ফার্ছি
এবনো-আব্বাছ	راعنا	য়িহুদী
কাছেম	ربانيون	ছুরইয়ানি
কেরমানি	الرس	বিদেশী
শায়দলা	الرقيم	রুমি
ওয়াস্তি	رمزا	এবরাণি
আবুল-কাছেম	رهوا	নেবতি
জওয়ালিকি	الروم	আজামি
জওয়ালিকি ও ছায়ালিবি	زنجبيل	ফার্ছি
মোজাহেদ	سجيل	ফার্ছি
আবু হাতেম	سجين	বিদেশী
জাওয়ালিকি	سرادق	ফার্ছি

বিদ্বান্‌গণের নাম	শব্দগুলি	ভাষাগুলির নাম
এবনো-আব্বাছ	سفرة	নবতি
জাওয়ালিকি	سقر	বিদেশী
এবনো-আব্বাছ	سكرا	হাবশি
জাওয়ালিকি	سلسبيل	আজামি
"	سندس	ফাছি
ওয়াস্তি	سيدها	কিবতি
মোজাহেদ	طور	ছুরইয়ানি
কা'ব	عدن	ছুরইয়ানি
মোজাহেদ	العرم	হাবশি
জাওয়ালিকি ও ওয়াস্তি	غساق	তুর্কি
মোজাহেদ	فردوس	রুমি
ওয়াস্তি	فوم	এবরানি
মোজাহেদ	القسط	রুমি
"	قسطاس	রুমি
এবনো-আব্বাছ	قسورة	হাবশি
ওয়াস্তি	قمل	এবরাণি ও ছুরয়ানি
ছায়ালেবি, খলিল, এবনো-কোতায়বা প্রভৃতি	قنطار	রুমি, ছুরইয়ানি, বরবরি কিম্বা আফরিকি
ওয়াস্তি	القيوم	ছুরইয়ানি
জাওয়ালিকি	كافور	ফাছি
এবনোল-যওজি	كفرعنا	নেবতি
আবুমুছা-আশয়ারি	كفلين	হাবশি
জাওয়ালিকি	كنز	ফাছি
ছইদ বেনে-জোবাএর	كورت	ফাছি

বিদ্বানগণের নাম	শব্দগুলি	ভাষাগুলির নাম
কলবি	لينة	য়িহুদী
ছালমা-বেনে তাম্মাম	متكا	হাবশি
জাওয়ালিকি	مجوس	আজামি
„	مرجان	„
ছায়ালেবি	مسك	ফাছি
মোজাহেদ	مشكاة	হাবশি
„	مقاليد	ফাছি
ওয়াস্তি	مرقوم	এবরাণি
„	مزجاة	বিদেশী
একরামা	ملكوت	নেবতি
আবুল কাছেম	مناص	„
ছোদি	منسأة	হাবশি
শায়দালা ও আবুল কাছেম	مهل	মগরেবি কিম্বা বারবারি
এবনো-মছউদ	ناشئة	হাবশি
শায়দলা	هدنا	এবরাণি
জাওয়ালিকি	هود و يهود	আজামি
ময়মুন বেনে মোহরাণ ও জোহাক	هون	ছুরইয়ানি
জাওয়ালিকি	وردة - وراء	বিদেশী
জাওয়ালিকি, ছায়ালেবি	ياقوت	ফাছি
দাউদ বেনে হেন্দ	يحور	হাবশি
শায়দলা	يصهر	মগরেবি

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, বহু ছাহাবা, তাবেয়ি ও অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ কোর-আনে বিদেশী ভাষা থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন, কাজেই খাঁ ছাহেবের কোর-আনে বিদেশী ভাষা না থাকার দাবি একেবারে বাতীল হইয়া গেল।

যদি খাঁ ছাহেব তফছিরে-এৎকানের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিয়া শেষাংশ বে-মা'লুম হজম না করিতেন, তবে উপরোক্ত দাবি করিতেন না।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৯ পৃষ্ঠা, প্রথম কলম ;—

"পক্ষান্তরে আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন আছে। 'একদা হজরত আলী মছজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মুছল্লীরা তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে হজরত আলী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—مالي اراكم سامدين আমি তোমাদিগকে 'ছামেদীন' প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি ? (কন্‌জুল-ওম্মাল ৪—২৫০)। অর্থাৎ বসিয়া জেকের ফেকের ও ধ্যান ধারণায় মশগুল থাকিবে—তাহার প্রতি গফলত করিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া আছ, ইহার কারণ কি ?

অন্য পক্ষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এখানে এই হাদিছের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে :—মুছল্লীরা হজরত আলীর অপেক্ষায় মছজিদে দাঁড়াইয়াছিলেন—এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তোমাদের সকলকে গান গাহিতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি ?

ধোকা-ভঞ্জন ;—

এস্থলে আমি হজরত আলির কথা উদ্ধৃত করিয়া খাঁ ছাহেবের দাবির অসারতা প্রকাশ করিতেছি ;—

তফছিরে দোর্রে'ল মনছুর, ৬।১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা ;—

قال خرج علي بن ابى طالب علينا و قد اقيمت الصلوة و نحن قيام ننتظره ليتقدم فقال مالكم سامدون لا انتم فى الصلوة و لا انتم جلوس منتظرون ✱

"ওয়ালেবি বলিয়াছেন, আলি বেনে-আবি তালেব এমতাবস্থায় আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন যে, নামাজের একামত দেওয়া

হইয়াছিল, আর আমরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আগমন করার অপেক্ষা করিতেছিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা 'ছামেদুন' অবস্থায় আছ ? অর্থাৎ তোমরা না নামাজে আছ, না উপবিষ্ট আছ, (বরং দাঁড়াইয়া) অপেক্ষা কবিতেছ।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, 'ছামেদুন' বহু অর্থবাচক শব্দ, হজরত আলি (রাঃ) উপরোক্ত স্থলে 'দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

এইরূপ সরল কথার যে অর্থ খাঁ ছাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ পাঠককে তৎপ্রতি অনুধাবন করিতে বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"অর্থাৎ বসিয়া জেকের ফেকের ও ধ্যান ধারণায় মশগুল থাকিবে—তাহার প্রতি গফলত করিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া আছ, ইহার কারণ কি ? খাঁ ছাহেব 'দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা" স্থলে এত গণ্ডা কথা কোথা হইতে জন্ম দিলেন ?

আরও খাঁ ছাহেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় জেকর ও ফেকরের প্রতি তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন আবার দেখি যে, তিনি কোন জেকর ও ফেকরকারী দরবেশের নিকট মুরিদ হইয়াছেন, নচেৎ তিনি জেকর ও ফেকরের এত ভক্ত হইয়া পড়িলেন কেন ?

বহুরূপী হওয়া কাহারও পক্ষে শোভনীয় নহে। এক শব্দের একাধিক অর্থ হইয়া থাকে, তাই বলিয়া কি সমস্ত অর্থ এক স্থানে প্রযুজ্য হইবে ?

যদি হজরত আলির হাদিছের গৃহীত অর্থ ছুরা নজমে গৃহীত হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে ;—

"তোমরা এই কথায় (কোর-আন পাঠে) আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ, হাস্য করিতেছ এবং ক্রন্দন করিতেছ ? অথচ তোমরা এমামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছ ?" ইহা একেবারে অর্থশূন্য কথা।

মূলকথা, سمود শব্দের যে অর্থ ছুরা নজমে আছে, হজরত আলির হাদিছে উক্ত অর্থ হইবে না. আর হজরত আলির হাদিছে سمود শব্দের যে অর্থ হইবে, ছুরা নজমের আয়তে সেই অর্থ হইবে না।

তফছির দোরে-মনছুর, ৬।১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা ;—

قال سعيد و كان قتادة يكره ان يقوم لمجئ الامام و لا يفسر هذه الاية على ذا ❋

"ছইদ বলিয়াছেন, কাতাদা এমামের আগমনের জন্য দাঁড়ান মকরুহ জানিতেন, কিন্তু তিনি উক্ত আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না।"

ইহাতেই খাঁ ছাহেবের বাতীল ব্যাখা ধরা পড়িয়া গেল।

তফছিরে-এৎকান, ১।১৪৩ পৃষ্ঠা :—

الصلوة تاتى على اوجه الصلوات الخمس يقيمون الصلوة - و صلوة الجمعة اذا نودي للصلوة - و الجنازة و لا تصل على احد منهم و الدعاء وصل عليهم و الدين اصلواتك تامرك و القرأة و لا تجهر بصلوتك و الرحمة و الاستغفار ان الله و ملائكة يصلون على النبي و مواضع الصلاة و صلوات و مساجد لاتقربوا الصلوة ❋

الصلوة আরবি 'আছ-ছালাৎ' শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ আছে—يقيمون الصلوة এস্থলে উহার অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। اذا نودي للصلوة এস্থলে উহার অর্থ জুমার নামাজ। و لا تصل على احد منهم এস্থলে উহার অর্থ জানাজা। وصل عليهم এস্থলে উহার অর্থ দোয়া। اصلواتك تأمرك এস্থলে উহার অর্থ দীন। و لا تجهر بصلوتك এস্থলে উহার অর্থ কোর-আন পাঠ। ان الله و ملائكة يصلون على النبي এস্থলে উহার অর্থ রহমত ও

এস্তেগফার। صلوات এস্থলে উহার অর্থ নামাজের স্থান সকল। لا تقربو الصلوة এই স্থলে উহার অর্থ মছজিদ ইত্যাদি।

যখন খাঁ ছাহেব ছুরা নজমের سامدون 'ছামেদুন' শব্দে উহার সমস্ত অর্থ লইতে চাহেন, তখন তিনি কোর-আনের اقيموا الصلوة আয়তের 'আছ-ছালাত' শব্দে উহার সমস্ত প্রকার অর্থ লইয়া শরিয়তকে ছারখার করিয়া দিবেন কি?

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ১।৯৯ পৃষ্ঠা ;—

و الصلوة فى الاصل عند بعض بمعنى الدعاء و منه قوله اذا دعى احدكم الى طعام فليجب و ان كان صائما فليصل - قال ابو على و رجحه السهيلى الصلوة من الصلوين لعرقين فى الظهر و قيل من صليت العصا اذا قومتها بالصلى *

"কতক বিদ্বানের মতে মূলে 'আছ-ছালাত' শব্দের অর্থ দোয়া ছিল। এই অর্থের হিসাবে হজরতের এই হাদিছ কথিত হইয়াছে—"যদি তোমাদের কেহ খাদ্য সামগ্রীর দিকে আহুত হয়, তবে যেন সে উহা কবুল করে। আর যদি সে ব্যক্তি রোজাদার হয়, তবে যেন দোয়া করে।"

আবু-আলি বলিয়াছেন এবং ছোহায়লী ইহা প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, الصلوة 'আছ-ছালাত' الصلوين 'আছ-ছালাওয়ান' হইতে গৃহীত হইয়াছে, الصلوين 'আছ-ছালাওয়াএন' পৃষ্ঠদেশের দুইটী শীরাকে বলা হয়। একদল বলেন, صليت العصا 'ছাল্লায়তাল-আছা' হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহার অর্থ অগ্নি দ্বারা যষ্ঠিকে সোজা করিয়া লওয়া।

কোর-আন শরিফের অনেক স্থলে 'ছালাত' নামাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলে খাঁ ছাহেব নামাজ সমস্যার সমাধান করিয়া বলিতে পারেন যে, 'ছালাত' শব্দের অর্থ দোয়া, পৃষ্ঠের

শীরাদ্বয় ও অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ সোজা করা আছে, কাজেই কোর-আনের কোন আয়তে নামাজ ফরজ হয় নাই।

এইরূপ খাঁ ছাহেব زكوة জাকাত শব্দের অর্থ 'পাকি', صوم শব্দের অর্থ 'বিরত থাকা' ও حج শব্দের অর্থ 'ইচ্ছা করা' গ্রহণ করতঃ জাকাত, রোজা ও হজ্জ সমস্যার সমাধান করিয়া চিরতরে উক্ত বিষয়গুলিকে দুন্‌ইয়া হইতে লোপ করিয়া দিতে পারেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৯ পৃষ্ঠা ;—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছমদ শব্দের অর্থ যে সঙ্গীত, হজরত এবনে-আব্বাছ এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণ করা যায় না। এই রেওয়াএতটী নির্ভর করিতেছে একরামার বর্ণনার উপর। এই একরামার মত অবিশ্বস্ত রাবী খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এবনে আব্বাছের নামে বহু মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করার ফলে স্বয়ং তাঁহার পুত্র আলী অবশেষে একরামাকে থামের গায়ে বাঁধিয়া রাখেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে আলী বলেন—ان هذا الخبيث يكذب على ابي এই খবিছটা আমার পিতার নামে মিথ্যা রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া থাকে। একরামা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মীজান্নুল-এ'তেদাল ২-১৮৬-৮৯ ও চরিত অভিধান সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব এস্থলে দুইটী ভুল করিয়াছেন,—প্রথম এই যে, তিনি দাবি করিয়াছেন, এই রেওয়াএতটী নির্ভর করিতেছে একরামার বর্ণনার উপর। ইহা বাতীল দাবী।

তফছিরে-এবনো-কছির, ৯।৩৩৯ পৃষ্ঠা ;—

وانتم سامدون قال سفيان الثوري عن ابيه عن ابن عباس قال الغناء هي يمانية اسمد لنا غن لنا *

و انتم سامدون 'অ-আন্তম-ছামেদুন' সম্বন্ধে ছুফ্‌ইয়ান ছওরি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, উহার অর্থ সঙ্গীত, ইহা এমনি ভাষা, বলা হইয়া থাকে اسمدلنا ইহার অর্থ—'আমাদের জন্য সঙ্গীত কর।'

এই রেওয়াএতের প্রথম রাবি ছুফইয়ান ছওরি, ইনি মোহাদ্দেছগণের অগ্রণী ও অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। দ্বিতীয় রাবি তাহার পিতা ছইদ বেনে মছরুক ছওরি।

তহজিবোওহজিব, খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা ;—

سعيد بن مسروق الثوری قال ابن معين و ابو حاتم و العجلی و النسائی ثقة و ذکره ابن حبان فی الثقات و نقل ابن خلفون توثيقه من ابن المدينی *

"ছইদ বেনে মছরুক ছওরি, এবনো-মইন, আবু হাতেম, আ'জালি ও নাছায়ি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এবনো-হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজনদিগের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এবনো-খলফুন (আলি) বেনে মদিনি হইতে তাঁহার বিশ্বস্ত হওয়ার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, 'ছমুদ' শব্দের অর্থ সঙ্গীত, ইহা এবনো-আব্বাছের কথা বলিয়া কেবল একরামা বর্ণনা করেন নাই, বরং ছইদ বেনে মছরুক উহা বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত ছহিহ প্রমাণিত হইল।

খাঁ ছাহেব কোন বিষয়ের আদ্যান্ত অবগত না হইয়া এইরূপ উদ্ভট দাবি করিয়া থাকেন, আবার দাবি করিয়া থাকেন যে, দুন্‌ইয়ার সমস্ত কেতাব তদন্ত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় তিনি হজরত একরামার উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা প্রকৃত সত্য কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

চরিত কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার উপর মিথ্যা বলার দোষারোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় তাঁহার উপর বেদয়াতি হওয়ার দোষারোপ করা হইয়াছে।

প্রথম হজরত এবনো-ওমার, দ্বিতীয় ছইদ বেনে মোছাইয়েব, তৃতীয় হজরত এবনো-আব্বাছের পুত্র তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। মিজানোল-এ'তেদালে ২।২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তিনি খারেজি, ছোফরিয়া, এবাজিয়া ও হরুরিয়ার মত ধারণ করিতেন।

এমাম এবনো-হাজার তহজিবোত্তহজিবে লিখিয়াছেন ;—

قال العجلى ثقة برى مما يرميه الناس من الحرورية

"আজালি বলিয়াছেন, একরামা বিশ্বাসভাজন ছিলেন, লোকে তাঁহার উপর যে হরুরিয়া হওয়ার অপবাদ করিয়াছেন, তিনি উক্ত দোষ হইতে পবিত্র ছিলেন।"

আরও আল্লামা এবনো-হাজার 'তকরিবোত্ত-হজিব' কেতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لا يثبت عنه بدعة "একরামার বেদয়াতি হওয়া ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই।"

ইহাতে বুঝা গেল, শত্রুরা বিদ্বেষ বশতঃ হজরত একরামাকে বেদয়াতি বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি বেদয়াতি ছিলেন না।

তহজিবত্তহজিব, ৭।২৬৬ পৃষ্ঠা ;—

ابن عمر يقول لنافع اتق الله و يحك يا نافع و لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس *

"এবনো-ওমার নাফে'কে বলিতেছিলেন, হে নাফে' তোমার প্রতি ধিক্! তুমি খোদাকে ভয় কর এবং আমার নামে মিথ্যাকথা

প্রচার করিও না, যেরূপ একরামা এবনো-আব্বাছের নামেমিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

سالت مالك بن انس ابلغك ان ابن عمر قال لنافع لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس قال لا و لكن بلغنى ان سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه *

"আমি মালেক বেনে-আনাছকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, নিশ্চয় এবনো-ওমার নাফে'কে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিও না, যেরূপ একরামা এবনো-আব্বাছের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, না, কিন্তু আমি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, নিশ্চয় ছইদ বেনে-মোছাইয়েব তাঁহার মুক্ত দাস বার্দকে উহা বলিয়াছিলেন।"

তকরিবোত্তহজিব, ২৬৮ পৃষ্ঠা ;—

عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر *

"একরামা বিশ্বাসী, মহা-বিশ্বাসভাজন, তফছির-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, এবনো-ওমারের তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলা সত্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, শত্রুরা বিদ্বেষ বশতঃ হজরত এবনো-ওমারের নাম লইয়া হজরত একরামার উপর যে দোষারোপ করিয়াছে, তাহা একেবারে ভিত্তিহীন কথা।

মিজানোল-এ'তেদাল, ২।২০৮ পৃষ্ঠা ;—

عن وهيب شهدت يحيى بن سعيد الانصاري و ايوب فذكرا عكرمة فقال يحيى كذاب و قال ايوب لم يكن بكذاب *

"ওহাএব বলিয়াছেন, আমি এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি ও আইউবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তাঁহারা উভয়ে একরামার সমালোচনা করিতে লাগিলেন, ইহাতে এহইয়া বলিলেন, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন, আর আইউব বলিলেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না।"

আমাদের অছুলের নিয়ম অনুসারে اذا تعارضا تساقطا যদি দুইটী বিপরীত বিপরীত মত বা প্রমাণ উপস্থিত হয়, তবে উভয়টি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে, এই সূত্র অনুসারে একরামার মিথ্যাবাদী হওয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। বাকি থাকিল ছইদ বেনে-মোছাইয়েবের কথা, তদুত্তরে আমরা বলি,—

তহজিবোওহজিবের, ৭।২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن فقال لاتسئلني عن القرآن و سل عنه من يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة *

"এক ব্যক্তি (ছইদ) বেনেল মোছাইয়েবের নিকট কোর-আনের একটী আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নিকট কোর-আন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না, বরং তৎসম্বন্ধে এরূপ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা কর—যিনি ধারণা করেন যে, তাঁহার পক্ষে উক্ত কোর-আনের কোন বিষয় অব্যক্ত নাই—অর্থাৎ একরামার নিকট (জিজ্ঞাসা কর)।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, ছইদ বেনে মোছাইয়েবের নামে একরামার উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছে, উহা ভিত্তিহীন কথা, নচেৎ তিনি নিজে লোককে উক্ত একরামার নিকট কোর-আনের তফছির শিক্ষা করিতে উপদেশ দিবেন কেন?

তহজিবোওহজিব, ৭।২৬৬ পৃষ্ঠা ;—

قال عكرمة رأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي افلا يكذبوني في وجهي فاذا كذبوني في وجهي فقد و الله كذبوني ✱

"একরামা বলিয়াছেন, তুমি এই লোকদিগকে দেখিয়া থাক যে, তাহারা আমার অসাক্ষাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকেন, ইহারা কেন আমার সাক্ষাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন না ? যদি ইহারা আমার সাক্ষাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারিতেন, তবে খোদার কছম, (আমি বুঝিতাম যে), নিশ্চয় ইহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকেরা তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে সকলেই বোবা হইয়া থাকিত. এইরূপ বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকদের কথায় কি একজন মহা বিদ্বানের উপর দোষারোপ করা ইমানদারের কার্য্য হইতে পারে ?

পাঠক, এক্ষণে আসুন, খাঁ ছাহেবের উদ্ধৃত দোষারোপের সমালোচনা করা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"এবনে-আব্বাছের নামে বহু মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করার ফলে স্বয়ং তাঁহার পুত্র আলী অবশেষে একরামাকে থামের গায়ে বাঁধিয়া রাখেন ; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করা হইলে আলী বলেন,

ان هذ الخبيث يكذب على ابي ,

এই খবিছটা আমার পিতার নামে মিথ্যা রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া থাকে।"

আমরা বলি, তহজি-বোত্তহজিবের ৭।২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

جاء عكرمة فقال يا ابا امامة اذكرك الله هل سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فانه لم يكذب علي فقال ابو امامة نعم *

"একরামা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আবু-ওমামা, তোমাকে খোদার শপথ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি এবনো-আব্বাছের নিকট ইহা বলিতে শ্রবণ করিয়াছ যে, একরামা তোমাদের নিকট আমার নামে যে হাদিছ বর্ণনা করে, তোমারা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও, কেননা সে আমার নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে না। ইহাতে আবু-ওমামা বলিলেন, হাঁ।"

পাঠক, যখন নিজে হজরত এবনো-অব্বাছ হজরত একরামাকে সত্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেম, তখন তাঁহার পুত্র আলীর দোষারোপ কিরূপে গ্রাহ্য হইবে? তহজিবোওহজিব, ৭।২৬৬ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن لهيعة عن ابي الاسود كان عكرمة قد سمع الحديث من رجلين و كان اذا سئل حدث به عن رجل ثم يسئل عنه بعد ذلك فيحدث به عن الآخر فكانوا يقولون ما اكذبه *

"এবনো-লাহইয়া, আবুল আছওয়াদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, একরামা একটী হাদিছ দুইজন লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, আর যখন তিনি (উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইতেন, তখন একজনের রেওয়াএতে বর্ণনা করিতেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির রেওয়াএতে উহা বর্ণনা করিতেন, ইহাতে লোকে বলিত, তিনি বড় মিথ্যাবাদী।"

ইহাতে, বুঝা যাইতেছে যে, হজরত একরামা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, কিন্তু লোকেরা ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ধারণা

করিত। এহইয়া বেনে-ছইদ এবং হজরত এবনো-আব্বাছের পুত্র আলী উপরোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়া পদস্খলিত হইয়াছেন, এই হেতু বিদ্বান্-জগত তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেব যে মিনাজোল এ'তেদালের বরাত দিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৮। ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

قد وثقه جماعة و اعتمده البخاري وروى له قليلا مقرونا بغيره *

"একদল বিদ্বান্ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন এবং (এমাম) বোখারি তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আর অন্যের সহযোগিতায় তাঁহার অল্প হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

عن عمرو بن دينار قال رفع الى جابر بن زيد مسائل سأل عنها عكرمة فجعل جابر بن زيد يقول مولى ابن عباس هذا البحر فاسئلوه *

"আমর বেনে দিনার বলিয়াছেন, (হজরত) জাবের বেনে জএদের নিকট কতিপয় মছলা উত্থাপন করা হইয়াছিল, যে সমুদয়ের সম্বন্ধে একরামা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে জাবের বেনে জএদ বলিতে লাগিলেন, এই এবনো-আব্বাছের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম (বিদ্যার) সাগর, অতএব তোমারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর।"

عن شهر بن حوشب قال عكرمة حبر هذه الامة

"শহর বেনে হুশাব বলিয়াছেন, একরামা এই উম্মতের মহা বিদ্বান্।"

قيل لسعيد بن جبير هل تعلم احدا اعلم منك قال نعم عكرمة *

"ছইদ বেনে জোবাএরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কোন লোককে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান্ বলিয়া জানেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ একরামাকে শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান্ জানি।"

قيل لايوب اكان عكرمة يتهم فسكت ساعة ثم قال اما انا فلم اكن اتهمة ❋

"আইউবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, একরামার উপর কি দোষারোপ করা হইত? ইহাতে তিনি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন, তৎপরে বলিলেন, আমি কিন্তু তাঁহার উপর দোষারোপ করি না।"

الشعبي يقول مابقي احد اعلم بكتاب الله من عكرمة و قال قتادة عكرمة اعلم الناس بالتفسير ❋

শা'বি বলিতেন, একরামার তুল্য শ্রেষ্ঠতম কোর-আন তত্ত্ববিদ্ আলেম অন্য কেহ জীবিত নাই।"

কাতাদা বলিয়াছেন, একরামাই লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তফছির তত্ত্ববিদ্ আলেম ছিলেন।"

আল্লামা-এবনো-হাজার 'তহজিবোত্তহজিব' কেতাবের ৭।২৬৬—২৬৯ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন '—

قال المروزی قلت لاحمد يحتج بحديث عكرمة فقال نعم يحتج به ❋

"মারুজি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আহমদকে বলিলাম, একরামার হাদিছ প্রামাণ্য হইবে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ, উহা প্রামাণ্য হইবে।"

قال عثمان الدارمی قلت لابن معين فعكرمة احب اليك عن ابن عباس او عبيد الله فقال كلاهما و لم يخير

قلت فعكرمة او سعيد بن جبير قال ثقة و ثقة و لم يخير قال فسألته عن عكرمة بن خالد هواصح حديثا او عكرمة مولي ابن عباس فقال كلاهما ثقة - عن ابن معين اذا رأيت انسانا يقع في عكرمة و في حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام *

"ওছমান দারমি বলিয়াছেন, আমি এবনো-মইনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নিকট এবনো-আব্বাছের 'রাবী' একরামা সমধিক মনোনীত, কিম্বা ওবায়দুল্লাহ ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উভয়ই (মনোনীত), উভয়ের মধ্যে কাহাকেও তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, একরামা কিম্বা ছইদ বেনে জোবাএর (এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট সমধিক প্রীতিভাজন ?) তিনি বলিলেন, উভয়েই বিশ্বাস-ভাজন। তিনি উভয়ের মধ্যে কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন না। তিনি বলিয়াছেন, তৎপরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একরামা-বেনে খালেদের হাদিছ সমধিক ছহিহ, কিম্বা এবনো-আব্বাছের মুক্তি গোলাম একরামার হাদিছ ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উভয়েই বিশ্বাসভাজন।

এবনো-মইন বলিয়াছেন, যখন তুমি কোন মনুষ্যকে একরামা ও হাম্মাদ বেনে ছালামার নিন্দাবাদ করিতে দেখ, তখন তুমি তাহার ইছলামের (দীনের) উপর দোষারোপ করিও।"

قال احمد بن زهير عكرمة اثبت الناس فيما يروى قال خالد الحذاء كل ما قال ابن سيرين نبئت عن ابن عباس فقد سمعه عن عكرمة *

"আহমদ বেনে জোহাএর বলিয়াছেন, হাদিছ রেওএয়াএত সম্বন্ধে লোকদের মধ্যে একরামাই শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন।

খালেদ হাজ্জা বলিয়াছেন, এবনো-ছিরিন যে কোন হাদিছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমি এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, নিশ্চয় তিনি তাহা একরামার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।"

عن ابن المديني لم يكن في موالى ابن عباس اغزر من عكرمة كان عكرمة من اهل العلم *

(আলি) বেনে মদিনি বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছের মুক্ত গোলামদিগের মধ্যে একরামার তুল্য শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ কেহই ছিল না, একরামা-আলেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

قال البخاري ليس احد من اصحابنا الا و هو يحتج بعكرمة وقال النسائي ثقة و قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن عكرمة كيف هو قال ثقة قلت يحتج بحديثه قال نعم اذا روى عنه الثقات *

বোখারি বলিয়াছেন, আমাদের মোহাদ্দেছগণের মধ্যে সকলেই একরামাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নাছায়ি বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আবুহাতেমের পুত্র বলিয়াছেন, আমি আমার পিতার নিকট একরামা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কিরূপ ছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, (একরামা) বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। আমি বলিলাম, তাঁহার হাদিছ প্রামাণ্য হইবে কিনা? তিনি বলিলেন, হাঁ, যখন তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বাসভাজনগণ রেওয়াএত করেন, (তখন উহা প্রামাণ্য হইবে)।

لم اخرج هونا من حديثه شيأ لان الثقات اذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث و لم يمتنع الائمة من الرواية عنه و اصحاب الصحاح ادخلوا احاديثه في صحاحهم

وهو اشهر من ان احتاج ان اخرج له شيأ من حديثه وهو لا بأس به - قال الحاكم ابو احمد احتج بحديثه الائمة القدماء ❋

আবুহাতেম বলিয়াছেন, আমি এস্থলে উক্ত একরামার হাদিছের কোন অংশ রেওয়াএত করি নাই, কেননা যখন বিশ্বাসভাজন বিদ্বানগণ তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তখন তাঁহার হাদিছ ছহিহ। আর এমামগণ তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ছেহাহ-লেখকগণ তাঁহার হাদিছগুলি নিজেদের ছহিহ গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে, আমার পক্ষে তাঁহার কোন হাদিছের রেওয়াএত করার আবশ্যক হয় না, তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন।

আবুআহমদ হাকেম বলিয়াছেন, প্রাচীন এমামগণ উক্ত একরামার হাদিছ প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন।'

قال يحيى بن ايوب المصري سألني ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة قلت لا قال فاتكم ثلثا العلم - قال حماد بن زيد عن ايوب لو لم يكن عندي ثقة لم اكتب عنه - عن حبيب بن ابي ثابت مر عكرمة بعطاء و سعيد بن جبير فحدثهم فلما قام قلت لهما تنكران مما حدث شيأ قالا لا ❋

"এহইয়া বেনে আইউব মিছরি বলিয়াছেন, এবনো-জোরাএজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কি একরামার রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করিয়াছ? আমি বলিলাম, না। (ইহাতে) তিনি বলিলেন, তোমরা এলমের দুই তৃতীয়াংশ হইতে বঞ্চিত হইলে। হাম্মাদ বেনে জয়েদ, আইউব হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যদি

উক্ত একরামা আমার নিকট বিশ্বাস-পরায়ণ না হইতেন, তবে আমি তাঁহার রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করিতাম না।

হবিব বেনে আবি ছাবেত রেওয়াএত করিয়াছেন, একরামা, আতা, ও ছইদ বেনে-জোবাএরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তৎপরে তিনি তাঁহাদের নিকট হাদিছ বর্ণনা করিলেন। যখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, তখন আমি তাঁহাদের উভয়কে বলিলাম, তিনি যাহা বর্ণনা করিলেন, আপনারা উহার প্রতি দোষারোপ করেন কি? উভয়েই বলিলেন, না।

عن قتادة كان اعلم التابعين اربعة عطاء وسعيد بن جبير و عكرمة و الحسن و اعلمهم بالتفسير عكرمة ❋

"কাতাদা বলিয়াছেন, তাবেয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিজন সর্ব্বপ্রধান আলেম ছিলেন—আতা, ছইদ বেনে জোবাএর, একরামা ও হাছান (বাছারি)। তাঁহাদের মধ্যে একরামা শ্রেষ্ঠতম তফছির তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।"

قال حبيب بن ابي ثابت اجتمع عندي خمسة طاؤس و مجاهد وسعيد بن جبير و عكرمة و عطاء فاقبل مجاهد و سعيد بن جبير يلقيان علي عكرمة التفسير فلم يسأله عن آية الافسرها لهما فلما نفد ما عندهما جعل يقول انزلت آية كذا في كذا و انزلت آية كذا في كذا ❋

"হবিব-বেনে আবিছাবেত বলিয়াছেন, আমার নিকট তাউছ, মোজাহেদ, ছইদ বেনে জোবাএর, একরামা ও আতা এই পাঁচজন সমবেত হইলেন, তখন মোজাহেদ ও ছইদ বেনে-জোবাএর অগ্রগমন করতঃ একরামার নিকট তফছির পেশ করিতে লাগিলেন, উভয়ে তাঁহার নিকট যে কোন আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাদের নিকট উহার ব্যাখা প্রকাশ করিলেন।

উভয়ের নিকট যে এলম ছিল, উহা নিঃশেষিত হইয়া গেলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, অমুক আয়ত অমুক স্থানে, অমুক আয়ত অমুক স্থানে নাজেল করা হইয়াছে।"

قال ابن عيينة سمعت ايوب يقول لو قلت لك ان الحسن ترك كثيرا من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت *

"এবনো-ওয়ায়না বলিয়াছেন, আমি আইউবকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যদি আমি তোমাকে বলি যে, একরামা বাসোরা দেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া যতক্ষণ (না) তথা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন, ততক্ষণ হাছান (বাছারি) বহু তফছির ত্যাগ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি সত্যবাদী হইব।"

سمعت الثوري بالكوفة يقول خذوا التفسير عن اربعة فذكره فيهم *

"রাবি বলেন, আমি কুফাতে ছওরিকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা চারিজন লোকের নিকট হইতে তফছির শিক্ষা কর, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একরামার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

যখন এত বহু সংখ্যক মোহাদ্দেছ একরামাকে বিশ্বাসভাজন, মহা তফছির তত্ত্ববিদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এমাম বোখারি প্রভৃতি ছেহাহ লেখকগণ তাঁহার হাদিছ ছহিহ গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন খাঁ ছাহেবের উল্লিখিত আপত্তির কথা ভ্রম-সঙ্কুল না হইয়াই থাকিতে পারে না।

খাঁ ছাহেব যখন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ ছাহাবাগণের কথাও বিনা বিচারে মান্য করা অসঙ্গত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তখন তিনি এস্থলে বাদ বিচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন কেন?

আমাদের বোধ হয়, খাঁ ছাহেব সঙ্গীতের প্রেমে এত অধিক মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, কিম্বা সঙ্গীত প্রিয় বন্ধুগণের অনুরোধ উপরোধে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, হজরত একরামার দোষ গুণ বিচার করার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, তাঁহার পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দুন্‌ইয়ায় এরূপ কোন সাধক বা বিদ্বান জন্মগ্রহণ করেন নাই—যাহার উপর কেহই দোষারোপ করে নাই। লোকে কোন বোজর্গের উপর দোষারোপ করিলেই যদি তিনি পরিত্যাক্ত হন, তবে কাহারও হাদিছ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

(১) এমাম মোছলেম এমাম বোখারিকে জাল-মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন। এমাম আবু জোরয়া, আবুহাতেম, মোহম্মদ বেনে-এহইয়া তাঁহাকে 'জহমিয়া' বলিয়া তাঁহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন। নায়ছাপুর, বোখারা ও খোরাছানের বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। মোকাদ্দমায়-ছহিহ মোছলেম, ২১।২২।২৪ পৃঃ ও মোকাদ্দমায়-ফৎহোল-বারি, ৫৭৯, তহজিবোত্তহজিব, ৫।৫৪, এবনে-খাল্লেকান, ২।৯১।

(২) এমাম-মোছলেমের উপর 'জাহমিয়া' হওয়ার দোষারোপ করা হইয়াছে।—তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ৩।১১১।

(৩) এমাম দারকুৎনিকে শিয়া বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে।—তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ৩।২০০ পৃষ্ঠা।

(৪) এমাম নাছায়িকে শিয়া বলা হইয়াছে।—বোস্তানোল-মোহাদ্দেছিন, ১১১ পৃষ্ঠা।

(৫) এমাম তেরমেজিকে অপরিচিত (জইফ) বলা হইয়াছে।—মিজানোল-এ'তেদাল, ৩।১১৭।

(৬) এমাম মালেকের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।—জামেয়োল-এলম, ২০১।২০২।

(৭) এমাম শাফেয়ির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। জামেয়োল-এলম, ২০১। এবনো-খাল্লেকান, ১।৪৪৭।

(৮) এমাম আহমদকে গোমরাহ বেদয়াতি বলা হইয়াছে। —তাবাকাতে-কোবরায়-শা'রানিয়া, ২১১।

(৯) এমাম ছুফইয়ান ছওরিকে মূর্খ ও বেদয়াতি বলা হইয়াছে। তাবাকাতে-কোবরায়-শাফেয়িয়া, ১।৪২, এবনে-খাল্লেকান, ১।২১০ ও মায়া'রেফে-এবনে-কোতায়বা-দিন্নুরি, ২০৬।

(১০) এহইয়া কাত্তানকে শয়তান ও শিয়া বলা হইয়াছে। তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ১।২৭৬ ও মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা-দিন্নুরি, ২০৬।

(১১) আবুবকর বেনে আবিশায়বার প্রতি মহা দোষারোপ করা হইয়াছে।—লেছানোল-মিজান, ১।৪৫৮।

(১২) আলি-বেনে মদিনীকে শিয়া ও জহমিয়া বলা হইয়াছে।—তহজিবোত্তহজিব, ৭।৩৫৪।৩৫৫।

(১৩) আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে জইফ বলা হইয়াছে।—তাবাকাতে-কোবরায়-শাফেয়িয়া, ১।১৮৭ ও মিজানোল-এ'তেদাল, ১।৪৯।

(১৪) এহইয়া বেনে-মইনকে জহমিয়া বলা হইয়াছে।—তহজি-বোত্তহজিব, ১১।২৮৭।

(১৫) এমাম-আওজায়ি ও তাঁহার হাদিছকে জইফ বলা হইয়াছে।—তওজিবোত্তহজিব, ৬।২৪১, জামেয়োল-এলম, ২০১।

(১৬) এমাম জুহরির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—জামেয়োল-এলম, উক্ত পৃষ্ঠা।

(১৭) তাউছকে শিয়া বলা হইয়াছে।—জামেয়োল-এলম, উক্ত পৃষ্ঠা ও মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা, ২০৬।

(১৮) আতা বেনে আবিরাবাহের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—জামেয়োল-এলম, ১৭৬।

(১৯) মোজাহেদের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। উক্ত কেতাব. উক্ত পৃষ্ঠা।

(২০) আবু নইমের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ৩।২৯৫।

(২১) হাকেমকে রাফিজি বলা হইয়াছে। উক্ত খণ্ড, ১২৩।

(২২) তেবরানির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। উক্ত খণ্ড, ১৩০।

(২৩) এবনো-জরির তাবারির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ২।২৭৯।

(২৪) এবনো-হাব্বানের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ৩।১৩৪।

(২৫) আবু হাফছ আমর বেনে কাল্লাছের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—তহজিবোত্তহজিব, ৭।৩৫৫।৩৫৬।

(২৬) এজিদ বেনে হারুনের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। তহজিবোত্তহজিব, ১১।৩২৮।

(২৭) অকি বেনেল-জার্‌রাহকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজানোল-এ'তেদাল, ৩।২৭০ ও মায়ারেফে-এবনে কোতায়বা, ২০৬।

(২৮) আবদুর রাজ্জাককে শিয়া, মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত বলা হইয়াছে।—মিজানোল—এ'তেদাল, ২।১২৭।১২৮ ও মায়ারেফে-এবনো-কোতায়বা, ২০৬।

(২৯) এবনো-আবি হাতেমকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজানোল-এ'তেদাল, ২।১১৬।

(৩০) শো'বাকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজান, উক্ত পৃষ্ঠা ও মায়ারেফ, ২০৬।

(৩১) ফজল বেনে দোকাএনকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজান, ২।৩২৯ ও মায়ারেফ, ২০৬।

(৩২) ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়নার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—মিজান, ১।৩৯৭।

(৩৩) কাতাদার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে।—মিজান, ।২৩৪৫।

(৩৪) এমাম বাগাবির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।—মিজান, ২।৭২।

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আপনি বিনা বিচারে আত্মহারা হইয়া তাবেয়ি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম তফছির তত্ত্ববিদ্ হজরত একরামাকে খারিজ করিয়া দিয়াছেন, তখন উপরোক্ত মোহাদ্দেছ-গণকে খারিজ করিয়া দিবেন কি? ধন্য খাঁ ছাহেবের একদেশ-দর্শিতার উপর, শত ধন্য! খাঁ ছাহেবকে নিম্নোক্ত কথাগুলি স্মরণ করিতে বলি ;—

(১) আল্লামা এবনো হাজার, লেছানোল-মিজানের ১।২০১।২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

كلام الاقران بعضهم فى بعض لايعبأ به ولا سيما اذا لاح لك انه لعداوة او لمذهب او لحسد لا ينجو منه الامن عصم الله وما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك سوى النبيين و الصديقين ❋

"সমশ্রেণীদিগের মধ্যে একের অন্যের প্রতি দোষারোপ ধর্ত্তব্য হইবে না, বিশেষতঃ যদি উহা শত্রুতা, মজহাবি বিবাদ বা হিংসা বশতঃ হইয়াছে বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশিত হয়, (তবে উহা অগ্রাহ্য হইবেই)। আল্লাহতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত কেহই হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। নবিগণ ও ছিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন জামানার লোক দ্বেষ-হিংসা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বলিয়া জানি না।"

(২) এমাম এবনো-আবদুল বার্র 'জামেয়োল্‌-এলম'এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و الصحيح في هذا الباب ان من صحت عدالته وثبتت فى العلم امامته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول احد الا ان تاتي في جرحته بينة عادلة ❋

"এ সম্বন্ধে ছহিহ মত এই যে, যে ব্যক্তির দীনদারি সপ্রমাণ হইয়াছে, এলম সম্বন্ধে যাহার এমাম হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং এলম সম্বন্ধে যাহার বিশ্বস্ত হওয়া ও বিচক্ষণ হওয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও দোষারোপ গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু যদি তুমি তাহার দোষ সম্বন্ধে কোন সত্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, (তবে স্বতন্ত্র কথা) ।"

(৩) তদবিরোর রাবী, ২৬১ পৃষ্ঠা ;—

و الكامل لابن عدى الا انه ذكر كل من تكلم فيه و ان كان ثقة و تبعه على ذلك الذهبى فى الميزان ❋

"এবনো-আদির কামেলগ্রন্থ, কিন্তু তিনি এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, যাহার সম্বন্ধে দোষারোপ করা হইয়াছে যদিও তিনি বিশ্বাসভাজন হয়েন। (এমাম) জাহাবী 'মিজান' কেতাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা গেল, মিজানোল-এ'তেদালে কোন বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন প্রকার দোষারোপের কথা উল্লিখিত থাকিলে, উহা বিনা বিচারে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৯ পৃষ্ঠা, প্রথম কলম ;—

"এহেন একরামা এবনে-আব্বাছের নাম করিয়া যে রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহা তাঁহার অন্যান্য রেওয়াএতের বিপরীত, তাহা কোনমতেই গৃহীত হইতে পারে না।"

এমাম এবনে-যওজীর ন্যায় একজন মোহাদ্দেছ হালাল হারামের বিচার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর রেওয়াএতগুলিকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ রূপে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন, বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

ধোকা ভঞ্জন ;—

হজরত এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক سامدون 'ছামেদুন' শব্দের যে তিন প্রকার অর্থ রেওয়াএত করা হইয়াছে, উক্ত অর্থত্রয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য ভাব নাই, একটী আসল অর্থ, আর দুইটী লাজেমি অর্থ, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর হজরত একরামা যে মহা বিশ্বাসভাজন ও মহা তফছির তত্ত্ববিদ্‌ ছিলেন, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে, আরও উক্ত আয়তটী সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্যে নাজেল হইয়াছিল, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে, কাজেই হজরত একরামা হজরত এবনো-আব্বাছের রেওয়াএতে যে উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইবে, ইহাতে তিলবিন্দু সন্দেহ থাকিল না।

দ্বিতীয় খাঁ ছাহেব উহার অর্থ 'গাফেল' লিখিয়াছেন, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের মতের বিপরীত, কাজেই ইহা খাঁ ছাহেবের নিজের দাবি অনুসারে অগ্রাহ্য হইবে না কেন ?

তারপরে খাঁ সাহেব এবনো-যওজির সিদ্ধান্তের জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন, আমরা তাঁহার চিন্তা নিবারণ কল্পে বলিতেছি, হজরত জাবের বেনে জয়েদ, শাহর বেনে হুশাব, ছইদ বেনে জোবাএর, আইউব, শা'বি, কাতাদা, আহমদ, এবনো-মইন, আহমদ বেনে জোহাএর, খাদেল হাজ্জা, এবনো-ছিরিন, এবনো-জোরাএজ, আলি বেনে মদিনি, আতা, ছুফ্‌ইয়ান ছওরি, হাকেম,

আবুহাতেম, এমাম বোখারি, নাছায়ি প্রভৃতি ছেহাহ লেখকগণ হজরত একরামাকে বিশ্বাস-ভাজন বলিয়া তাঁহাব হাদিছ প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন এবং ছেহাহ-ছেত্তা কেতাবগুলিতে তাঁহার হাদিছ গৃহীত হইয়াছে, বিশেষতঃ এমাম বোখারির মতে সমস্ত মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদিছ প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, এইহেতু এবনো-যওজি হজরত একরামার রেওয়াএতের উপর নির্ভর করতঃ সঙ্গীত হারাম বলিয়াছেন।

তাঁহার জামানায় স্বরাজিদের অনুরোধ উপরোধ ছিল না এবং উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোর-আন বিকৃত করার রুচি ছিল না, এইহেতু এবনো-যওজি, সত্য ফৎওয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে খাঁ ছাহেবের ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করার দরকার কি?

সঙ্গীত সংক্রান্ত তৃতীয় আয়তের সমালোচনা।

কোর-আনের ছুরা বনি ইছরাইল :—

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

"এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পার নিজের শব্দ দ্বারা পদস্খলিত কর।"

শয়তান যে সময় বলিয়াছিল যে, আমি আদম-সন্তানদিগকে ভ্রান্ত করিতে সাধ্য-সাধনা করিব, সেই সময় খোদা উপরোক্ত কথা বলিয়াছিলেন, ইহার পরে খোদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিরা তোমার অনুসরণ করিবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত দোজখে নিক্ষেপ করিব।"

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, শয়তানের যে শব্দে লোকে দোজখে নিক্ষিপ্ত হয়, উক্ত শব্দ কি? শয়তানকে লোকে দেখিতে পায় না এবং তাহার শব্দ শুনিতে পায় না, কাজেই এস্থলে মনুষ্যের ন্যায় শব্দ অর্থ হইতে পারে না।

এস্থলে শয়তানের শব্দের অর্থ তাহার আহ্বান, শয়তানের আহ্বানের অতি নিম্নশ্রেণী 'অছওয়াছা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর উচ্চ শ্রেণীকে সঙ্গীত ও বাদ্য নামে অভিহিত করা হয়। বেশ্যা স্ত্রীলোক ও প্রত্যেক প্রকার ক্রীড়াকে শয়তানের আহ্বান বলা যাইতে পারে। যে মেলাতে বেশ্যা, সঙ্গীত বাদ্য ও প্রতিমা থাকে, উহাকে শয়তানের আহ্বান বলা যাইবে। যে জাল কবর, বৃক্ষ ও পুষ্করিণী ইত্যাদিতে লোকে মানসা করিয়া ইমান নষ্ট করিয়া থাকে, উহা এই পর্য্যায়ভুক্ত। বর্ত্তমানে যে আর্য্য ও খ্রীষ্টান প্রচারকের দল মুছলমানদিগকে মোরতাদ্দ করিয়া ফেলিতেছে, তাহারাও এই দলভুক্ত।

ছওগাতিদলের যে পত্রিকাতে খোদা ও রাছুলের নিন্দাবাদ ও শরিয়তের খেলাফ মত প্রকাশিত হইতেছে, উহা শয়তানের আহ্বান।

যে মাসিক মোহাম্মদীতে শরিয়তের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা হইতেছে এবং কোর-আন ও হাদিছ বিকৃত করিয়া সঙ্গীত ও বাদ্য হালাল করা হইতেছে, উহাও শয়তানের আহ্বান বলিয়া গণ্য হইবে।

যে পত্রিকাগুলিতে স্বরাজিদিগের অনুরোধ উপরোধে বা বা উৎকোচ গ্রহণ মূলে মুছলমানদিগের জাতীয় স্বার্থ পদদলিত করা হইতেছে, তৎসমুদয় শয়তানি আহ্বান বুঝিতে হইবে।

যে মৌলবিরা বেদয়াত মত প্রচার করতঃ লোকদিগকে জাহান্নামের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাও শয়তানের আহ্বান।

হজরত এবনো-আব্বাছ উহার ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আর এমাম মোজাহেদ ও জোহাক উহার শ্রেষ্ঠতম প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, সঙ্গীত ও বাদ্যকে শয়তানের শ্রেষ্ঠতম আহ্বান এই জন্য বলিতেছি যে, উহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বহু সহস্র লোক লিপ্ত হইয়া পড়ে, অন্যান্য শয়তানি আহ্বান অপেক্ষা ইহাই লোক-দিগকে সমধিক উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমি কতকগুলি তফছিরের কথা উল্লেখ করিয়া এই মতের সত্যতা প্রকাশ করিব।

তফছির এবনো-জরির, ১৫।৭৬ পৃষ্ঠা :—

عن مجاهد قوله و استفزز من استطعت منهم بصوتك قال باللهو و الغناء عن ابن عباس و استفزز من استطعت منهم بصوتك قال صوته كل داع دعا الى معصية الله - و اولى الاقوال فى ذلك بالصحة - فكل صوت كان دعاء اليه و الى عمله و طاعته و خلافا للدعاء الى طاعة الله فهو داخل فى معنى صوته *

"মোজাহেদ উক্ত আয়তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, শয়তানের শব্দের মর্ম্ম ক্রীড়া ও সঙ্গীত।

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, শয়তানের শব্দের মর্ম্ম যে কোন আহ্বানকারী আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচরণের দিকে আহ্বান করে। এই মতগুলির মধ্যে সমধিক ছহিহ এই যে, যে কোন শব্দে শয়তানের দিকে, উহার কার্য্যের ও আদেশ পালনের দিকে আহ্বান করা হয় এবং আল্লাহতায়ালার বন্দিগির আহ্বানের বিপরীত হয়, উহা শয়তানের শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত এবনো-আব্বাছ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সঙ্গীত ইহার অন্তর্গত। এবনো-জরির, এই ব্যাপক অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

তফছির-দোরে-মনছুর, ৫।১৯২ পৃষ্ঠা ;—

এবনো-জরির, এবনোল-মোঞ্জের ও এবনো-আবিহাতেম রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

عن ابن عباس رض قال صوتك كل داع دعا الى معصية الله

"এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন আহ্বানকারী আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচরণের দিকে আহ্বান করে, তাহাকেই শয়তানের শব্দ বলা হয়।"

ছইদ বেনে মনছুর, এবনো-আবিদ্দুনইয়া, এবনো-জবির, এবনোল-মোঞ্জের ও এবনো-আবিহাতেম বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن مجاهد رض قال بالغناء و المزامير و اللهو و الباطل

"মোজাহেদ বলিয়াছেন, সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্রসমূহ, ক্রীড়া ও বাতীল কার্য্য শয়তানের শব্দ।"

রুহোল-মায়ানি, ৪।৫৪৯ পৃষ্ঠা ;—

بصوتك اى بدعائك الى معصية الله تعالى و وسوستك - اخرج ابن المنذر و ابن جرير و غيرهما عن مجاهد تفسير بالغناء و المزامير و اللهو و الباطل و ذكر الغزنوي ان آدم عليه السلام اسكن و لد هابيل اعلى الجبل و ولد قابيل اسفله و فيهم بنات حسان فزمر الشيطان فلم يتمالكوا ان انحدروا و اقترنوا ٭

"আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচরণের দিকে শয়তানের আহ্বান ও উহার কুমন্ত্রনা প্রদানকে উহার শব্দ বলা হইয়াছে। এবনো-মোঞ্জের, এবনো-জরির প্রভৃতি মোজাহেদ কর্ত্তৃক উল্লেখ করিয়াছেন, শয়তানের শব্দের মর্ম্ম সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্রসমূহ, ক্রীড়া ও বাতীল কার্য্য। গজনবি উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় আদম (আঃ) হাবিলের সন্তানদিগের স্থান পর্ব্বতের উপরি অংশে এবং কাবিলের সন্তান-দিগের স্থান উহার নিম্নদেশে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের

মধ্যে রূপবতী কন্যাগণ ছিল, এমতাবস্থায় শয়তান সঙ্গীত করিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা (হাবিলের সন্তানগণ) ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া নিম্নে অবতরণ করিল এবং ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইল।”

তফছিরে-বাহরে-মুহিতের ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে।

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ২।৪৪১ পৃষ্ঠা;—

(بصوتک) بوسوستک و دعاءک الی الشر و المعصیة و کل داع الی معصیة الله فهو من حزب ابلیس و جنده و قال مجاهد بالغناء و المزامیر فالمغنون و الزامرون من جند ابلیس *

“শয়তানের শব্দের মর্ম্ম উহার কুমন্ত্রনা, অহিত ও গোনাহ কার্য্যের দিকে আহ্বান। যে কোন ব্যক্তি খোদার বিরুদ্ধাচরণ করার দিকে আহ্বানকারী হয়, সেই ব্যক্তি ইবলিছের দল ও সৈন্য ভুক্ত হইবে।

মোজাহেদ বলিয়াছেন, সঙ্গীত ও সঙ্গীতের যন্ত্রগুলিকে শয়তানের শব্দ বলা হইয়াছে। অতএব সঙ্গীতকারিগণ ও বাদ্যকারগণ ইবলিছের সৈন্য দলভুক্ত।”

তফছিরে-জালালএন, ২২৩ পৃষ্ঠা ;—

(بصوتک) بدعائک بالغناء و المزامیر و کل داع الی المعصیة *

“সঙ্গীত, সঙ্গীতের যন্ত্রগুলি এবং গোনাহ কার্য্যের প্রত্যেক আহ্বানকারিকে শয়তানের আহ্বান ও শব্দ বলা হইয়াছে।”

এমাম ওয়াহেদীর তফছির অজিজ, ১ম খণ্ড, ৫০৩পৃষ্ঠা ;—

(بصوتك) و هو الغناء و المزامير “শয়তানের শব্দের অর্থ সঙ্গীত ও সঙ্গীতের যন্ত্রগুলি।”

তফছিরে-মাদারেক, ১।৪৮৯পৃষ্ঠা ,—

(بصوتك) بالوسوسة او بالغناء او بالمزامير

"শয়তানের শব্দ ওছওয়াছা', কিম্বা সঙ্গীত, অথবা সঙ্গীতের যন্ত্রগুলি।"

এইরূপ তফছির-মায়ালেমোত্তঞ্জিলের ৪।১৩৬পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে-কবির, ৫।৪২৮পৃষ্ঠা;—

و صوته دعاؤ الى معصية الله تعالى و قيل اراد بصوتك الغناء و اللهو و اللعب *

"শয়তানের শব্দের অর্থ আল্লাহতায়ালার আবাধ্যতার দিকে আহ্বান। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, শয়তানের শব্দের অর্থ সঙ্গীত, ক্রীড়া ও কৌতুক।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, হজরত এবনো-আব্বাছের উল্লিখিত অর্থটী ব্যাপক, আর মোজাহেদের অর্থটি উহার প্রকার বিশেষ, কাজেই হজরত এবনো-আব্বাছের মতেও সঙ্গীত ও বাদ্য হারাম হওয়া প্রমাণিত হইল। এই হেতু বহু তফছিরে উভয় প্রকার মর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে।

তফছিরে-এৎকান, ১৯০ পৃষ্ঠা ;—

فمن المبرزين منهم مجاهد قال الفضل ابن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات اقف عند كل آية منه و اسأله عنها فيما نزلت و كيف كانت *

"তাবেয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে (এমাম) মোজাহেদ শ্রেষ্ঠতম তফছির কারকগণের অন্যতম। ফজল বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, আমি মোজাহেদকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি (হজরত) এবনো-আব্বাছের নিকট কোর-আন মজিদকে তিনবার পেশ করিয়াছি,

উহার প্রত্যেক আয়তের নিকট বিলম্ব করিয়াছি এবং উক্ত আয়তটী কোন্ সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল ও কিরূপ অবস্থায় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এমাম মোজাহেদ শয়তানের শব্দের অর্থ যে সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও হজরত এবনো-আব্বাছের বর্ণিত অর্থ। তিনি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করিয়া উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সঙ্গীত, ক্রীড়া ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত তফছির হইতে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ;—

"খোছাএক বলিয়াছেন, মোজাহেদ তাবেয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তফছির-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

নাবাবি বলিয়াছেন, যদি মোজাহেদ হইতে তোমার নিকট কোন তফছির উপস্থিত হয়, তবে, তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।

এই হেতু (এমাম) শাফেয়ি, বোখারি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ তাঁহার তফছিরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।"

এক্ষণে আমি বলি, যখন উপরোক্ত মোহাদ্দেছগণ এমাম মোজাহেদের তফছির মান্য করিয়াছেন, তখন তাঁহার তফছির কেন জগতের মুছলমানগণের নিকট গৃহীত হইবে না ?

খাঁ ছাহেবের উক্তি, ৭১৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় কলম ;—

"এমাম এবনে যওজী ও তাঁহার সম মতাবলম্বীরা বলিতেছেন, শয়তানের শব্দই হইতেছে সঙ্গীত, কারণ—মোজাহেদ ঐরূপ বলিয়াছেন ; এখানে কিন্তু তাঁহারা এবনে-আব্বাছের তফছিরকে উপেক্ষা করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন নাই।"

ধোকাভঞ্জন ;—

"শয়তানের শব্দের অর্থ যে সঙ্গীত, ইহা কেবল এমাম মোজাহেদের কথা নহে, বরং হজরত এবনো-আব্বাছেরও মত,

যথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আর ছাহাবাগণ হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট হইতে তফছির শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই উহা উক্ত হজরতের মত ধরিতে হইবে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, উক্ত কলম ;—

"মোজাহেদ বলিয়াছেন—ছওত শব্দের অর্থ সঙ্গীত, আর আরবী সাহিত্যের চিরাচরিত সিদ্ধান্তের এমন কি কোর-আনের ব্যবহারের বিপরীত তাহা সঙ্গীত হইয়া গেল, আর সেই ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া একটা হালালকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইল, ইহা অপেক্ষা অন্যায় ও অসম সাহসিকতার কথা আর কি হইতে পারে ?

ছুরা হোজরাতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে ;— তোমরা নিজেদের ছওৎকে নবীর ছওতের উপর উচ্চ করিও না। এখানে ছওৎ শব্দের অর্থ আওয়াজ, স্বর-সঙ্গীত ইহার অর্থ কখন হইতে পারে না।

ছুরা লোকমানে اغضض من صوتك বলা হইয়াছে, এখানে ছওৎ অর্থে সঙ্গীত কি কখনও হইতে পারে ?

ইহার পরে বলা হইয়াছে ;—

ان انكر الاصوات لصوت الحمير

ছওৎ শব্দের অর্থ সঙ্গীত হইলে এখানে আয়তের অনুবাদ হইবে—নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত সঙ্গীত হইতেছে গর্দ্দভের গান !

ধোকা ভঞ্জন ;—

পাঠক, আলোচ্য আয়তে শয়তানের শব্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আর খাঁ ছাহেব তিনটী আয়তের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

প্রথম আয়তে নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের শব্দের (আওয়াজের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আয়তের অর্থ—"তুমি নিজের শব্দ (কণ্ঠস্বর)কে নত কর।" এস্থলে হজরত লোকমানের পুত্রের কণ্ঠস্বরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় আয়তে গর্দ্দভের শব্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা এস্থলে খাঁ ছাহেবের কেয়াছ করার শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। খাঁ ছাহেবের মতে হজরত ও তাঁহার ছাহাবাগণের শব্দ (আওয়াজ) এবং শয়তানের শব্দ একই পর্য্যায়ভুক্ত হইল, এক্ষণে মোছলেম জগতকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি হজরত ও ছাহাবাগণের কথাকে শয়তানের শব্দের সহিত তুলনা দিয়া থাকেন? যাহার শরীরে ইছলামের রক্ত আছে, সে ব্যক্তি কখনও এরূপ অনৈছলামিক কথা মুখে আনিতে পারে না।

হজরতের মুখ নিঃসৃত বাণী হাদিছ নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ছাহাবাগণের কথা তাঁহার হাদিছের ব্যাখ্যা স্বরূপ, হজরতের কথা ও ছাহাবাগণের কথা বেহেশতের পথ প্রদর্শন করে, আর শয়তানের কথা দোজখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিবে, উভয় প্রকার শব্দের মধ্যে এত পার্থক্য থাকিতে খাঁ ছাহেব কি জন্য একটীকে অন্যের উপর কেয়াছ করিলেন?

মনুষ্যের কথা ও গর্দ্দভের শব্দ লোকে শুনিতে পায়, কিন্তু শয়তানের শব্দ লোকে শুনিতে পায় না, কাজেই একটীকে অন্যের সহিত কেয়াছ করা قياس مع الفارق বাতীল কেয়াছ নহে কি?

বলি, খাঁ ছাহেব মনুষ্যের কার্য্য ও শয়তানের কার্য্যকে কি সমান বলিয়া বিশ্বাস করেন?

মেশকাতের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

"এক ব্যক্তি খাদ্য ভক্ষণ করিতে বিছমিল্লাহ পড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, যখন ইহা স্মরণ হইয়া গেল, তখন সে بسم الله اوله و آخره

"বিছমিল্লাহে আউওয়ালাহু ও আখেরাহু" বলিল, ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) হাসিয়া ফেলিলেন, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিছমিল্লাহ ত্যাগ করায় শয়তান তাহার সহিত খাদ্য ভক্ষণ করিতে শরিক হইয়া গেল, কিন্তু যখন সে ব্যক্তি উহা পাঠ করিল, তখন শয়তান উহা বমন করিয়া ফেলিল।"

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, শয়তানের ভক্ষণ ও মনুষ্যের ভক্ষণ সমান কি ?

যদি সমান হয়, তবে খাদ্য-সামগ্রীর হ্রাস হওয়া বুঝা যায় না কেন ?

যদি জ্বেন শয়তান নিজ আকৃতিতে কোন স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করে, তবে খাঁ ছাহেবের মতে উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোছল ফরজ হইবে কি ?

পুনরায় খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি শয়তানের আওয়াজ শুনিয়াছেন কি ?

শয়তানের শব্দের অর্থ ছাহাবা ও তাবেয়ি কর্ত্তৃক যাহা বর্ণিত হইয়াছে, যদি তাহা সত্য না হয়, তবে উহার অর্থ কি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি ?

খাঁ ছাহেবের উক্তি, উক্ত পৃষ্ঠা, উক্ত কলম, ৭২০ পৃষ্ঠা ও প্রথম কলম ;—

অন্য পক্ষ বলিয়া থাকেন—ছওৎ শব্দের অর্থ যে স্বর শব্দ ও আওয়াজ, তাহা আমরাও জানি ; কিন্তু এখানে শয়তানের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ভাবার্থে উহার তাৎপর্য্য হইবে সঙ্গীত। কারণ শয়তান সঙ্গীত দ্বারাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু এই সব তাৎপর্য্য গ্রহণের এবং শয়তান সংক্রান্ত এই অনুমানের কোনও প্রমাণ তাঁহাদিগের নিকট নাই। সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্ক লইয়া যেখানে আলোচনা, সেখানে এই শ্রেণীর বাজে কথার অবতারনা হইতে দেখিলে দুঃখ হয়।"

ধোকা ভঞ্জন ;—

বেদয়াতি বা নাস্তিক সম্প্রদায়েরা ছাহাবা ও তাবেয়িদিগের কথাকে বাজে কথা বলিয়া থাকে।

হজরত নবি (ছাঃ) ৭২ ফেরকা দোজখি ও এক ফেরকা বেহেশতির চিহ্ন স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, যাহারা হজরত নবি(ছাঃ) ও ছাহাবাগণের পথের অনুসরণ করে, তাহারাই বেহেশতী সম্প্রদায়।

খাঁ ছাহেবের দল যখন ছাহবাগণের মত বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা দোজখী ফেরকা হইবেন না কেন?

তফছিরে-এৎকান, ১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا فى ذلك بل مبتدعا لانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله *

এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন ;—

"মুলকথা, যে ব্যক্তি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মজহাব ও তাঁহাদের তফছির ত্যাগ করতঃ উহার বিপরীত মতাবলম্বন করে, সে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবে, বরং বেদয়াতি হইবে, কেননা তাঁহারা উক্ত কোর-আনের তফছির ও অর্থ সমূহ সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যেরূপ তাঁহারা উক্ত সত্য সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন—যাহার সহিত খোদা নিজের রাছুলকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

আরও তিনি বলিয়াছেন ;—

فان الصحابة و التابعين و الائمة اذا كان لهم فى الاية تفسير و جاء قوم فسروا الاية بقول آخر لاجل مذهب

اعتقدوه و ذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة
و التابعين صار مشاركا للمعتزلة و غيرهم من اهل البدع *

যদি কোন আয়তে ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণের (উল্লিখিত) কোন তফছির থাকে এবং একদল লোক আগমন পূর্ব্বক তাহাদের গৃহীত মতের (বলবৎ করা) উদ্দেশ্যে উক্ত আয়তের অন্য প্রকার তফছির করে এবং উহা ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত না হয়, তবে সেই সম্প্রদায় মো'তাজেলা প্রভৃতি বেদয়াতিদলের অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

কোর-আন শরিফের মধ্যে বহু অর্থবাচক লক্ষ লক্ষ শব্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের কোন্ অর্থটী গ্রহণীয়, তাহার মীমাংসা ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মতের উপর নির্ভর করিতেছে। দুন্‌ইয়ার যাবতীয় এমাম, ফকিহ ও মোহাদ্দেছ তাঁহাদের মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া শরিয়তের হালাল ও হারাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যদি তাঁহাদের কথা মান্য করা না হয়, তবে কোর-আন শরিফ বুঝা একেবারে অসম্ভব হইবে।

খাঁ ছাহেব নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি যে কোন মছলা আমল করিতে চাহেন, তৎসমুদয় স্থলে তাঁহার নাস্তিক বন্ধুগণ বলিলেন, এই সমস্ত কথার প্রমাণ নাই, সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক লইয়া যেখানে আলোচনা, সেখানে এই শ্রেণীর বাজে কথার অবতারণা হইতে দেখিলে দুঃখ বোধ হয়। সেই সময় না জানি কি বলিয়া খাঁ ছাহেব তাহাদিগকে তৃপ্তি প্রদান করিবেন?

পাঠক দেখিলেন ত খাঁ ছাহেব শরিয়ত ধ্বংস করার কিরূপ ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন?

খাঁ ছাহেবের উক্তি, উক্ত কলম ;—

"সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ অন্য পক্ষ হইতে যে তিনটী আয়ত উপস্থাপিত হইয়াছে, উপরে তাহার আলোচনা

করিয়া দেখাইয়াছি যে, সঙ্গীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সহিত ঐ আয়তগুলির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব যে তিনটী আয়তের আলোচনা করিয়াছেন, তৎসমস্তের দ্বারা সঙ্গীত বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য ভাবে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি এবং তিনি যে সমস্ত স্থলে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, এক কথার অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কতক কথা বে-মালুম হজম করিয়াছেন, ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং অজ্ঞ লোকদিগকে দোজখের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্তই তন্ন তন্ন ভাবে দেখাইয়া দিয়াছি।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, উক্ত কলম ;—

"প্রথম আয়তের তাৎপর্য্যের পোষকতার জন্য তাঁহারা যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকর্ম্মণ্য রেওয়াএত, সেগুলিকে হজরতের হাদিছ বলিয়া দাবী করা নিতান্ত অন্যায়।

ধোকা ভঞ্জন ;—

আমি ইতিপূর্ব্বে এই উক্তির অসারতা প্রকাশ করিয়াছি। তৎপরে খাঁ ছাহেব আগামীতে অন্যান্য রেওয়াএতগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আগামীতে তাহা কিছু করেন নাই, যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার উত্তর যথাস্থলে প্রদত্ত হইবে।

তৎপরে খাঁ ছাহেব ৭২০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন, হজরতের বহু ছাহাবা সঙ্গীত-চর্চ্চা

করিতেন, চারি এমাম সঙ্গীতকে জায়েজ বলিয়াছেন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

এমাম এবনে-হাজম, এমাম শওকানি, শাহ আবছুল আজিজ, মোল্লা আলিকারি, কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতী, মাওলানা আবছুল হক প্রভৃতি শত শত এমাম ও মোহাদ্দেছ একবাক্যে সদ্ভাব পূর্ণ বা নির্দ্দোশ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে জায়েজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেব এই সমস্তই মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাঁহার এই বাতীল দাবীর অসারতা দ্বিতীয় সংখ্যার সমালোচনা কালে বুঝিতে পারিবেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, মাসিক মোহাম্মদী, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় কলম ও ২য় পৃষ্ঠা, প্রথম কলম ;—

সঙ্গীত হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ বিদ্যমান নাই—এ সম্বন্ধে কয়েকজন স্বনামখ্যাত মোহাদ্দেছের উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছে :—

এমাম নবভী ছহিহ মোছলেমের টীকায় বলিতেছেন—"গীত বাদ্যকে এমাম এবনে-হাজম মোবাহ বা নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" তিনি বলেন—"গীত বাদ্য হারাম হওয়ার অনুকূলে একটিও ছহিহ হাদিছ বিদ্যমান নাই।" নবভী ১-১২।

ধোকা ভঞ্জন ;—

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের মোকাদ্দমার ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ولم يصب ابو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا فى الصحة و استروح الى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الملاهى وزعمه انه لم يصح

في تحريمها حديث صحيحا عن حديث ابي عامر و ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلعم ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرير و الخمر و المعازف الى آخر الحديث فزعم انه و ان اخرجه البخاري فهو غير صحيح (الى) و هذا خطأ من ابن حزم من وجوه *

"আবু মোহাম্মদ এবনে-হাজম জাহেরী সত্য মতের অনুসরণ করেন নাই, যেহেতু তিনি এইরূপ বিষয়কে (হাদিছের) ছহিহ হওয়ার বিঘ্নজনক انقطاع 'এনকেতা' স্থির করিয়াছেন, তাঁহার বাতীল মতে ক্রীড়াজনক বিষয়গুলি হালাল এবং তাঁহার ধারণা এই যে, এই বিষয়গুলির হারাম সপ্রমাণ করা সম্বন্ধে কোন হাদিছ ছহিহ হয় নাই, এই বাতীল মত ও ধারণা বলবৎ করা উদ্দেশ্যে আবু-আমের কিম্বা আবু-মালেক আশয়ারি বর্ণিত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর হাদিছের উত্তরে বলিয়াছেন, যদিও উক্ত হাদিছটি বোখারি রেওয়াএত করিয়াছেন, তথাচ উহা ছহিহ নহে।

হাদিছটী এই ;—

"নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে কয়েকদল লোক হইবে, তাহারা রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রগুলি হালাল ধারণা করিবে।" "এবনে-হাজমের এই দাবী কয়েক কারণে ভ্রান্তিমূলক।"

পাঠক, এক্ষণে খাঁ ছাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা দেখুন, এমাম নাবাবি বলিতেছেন, এবনো-হাজমের মতে যাবতীয় ক্রীড়া হালাল, কিন্তু ইহা বাতীল মত। ছহিহ বোখারির হাদিছে বাদ্য সমূহ হারাম প্রমাণিত হইয়াছে।

এবনো-হাজম নিজের বাতীল মত সমর্থন কল্পে উক্ত ছহিহ বোখারির ছহিহ হাদিছকে মোনকাতা' (জইফ) বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এই দাবী কয়েক কারণে ভ্রান্তিমূলক।

খাঁ ছাহেব এমাম নাবাবির কথার অগ্র-পশ্চাতের অংশ বে-মালুম হজম করিয়া মধ্যকার একটুখানি উদ্ধৃত করিয়া দেশের অজ্ঞ লোকদিগের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। খাঁ ছাহেবের জীবন এইরূপ কার্য্যে অতিবাহিত হইল দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়!

খাঁ ছাহেব নাকি শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ছাহাবাগণের মত বিনা বিচারে মান্য করা অসঙ্গত মনে করেন, এক্ষণে তিনি শ্রেষ্ঠতম হাদিছগ্রন্থ ছহিহ বোখারির ছহিহ হাদিছটী এবনে-হাজমের কথায় ত্যাগ করিতে কোন বাদ-বিচার করিয়াছেন কি? খাঁ ছাহেব মোস্তফা-চরিত নামক পুস্তকে নিজের বাতীল মত সমর্থন করিতে কত ছহিহ ছহিহ হাদিছের মুণ্ডপাত করিয়াছেন, তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করিব। তিনি যে আমপারার তফছির ও মোস্তফা-চরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইছলামের উন্নতি করিবেন কি, ইছলামকে রসাতলে দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ ছাহেব এনছাফের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

لا ينبغي لمحدث ان يتعمق في القواعد التي احكموا اصحابه و ليست مما نص عليه الشارع فيرد به حديثا او قياسا صحيحا كرد ما فيه ادنى شائبة الارسال و الانقطاع كما فعله ابن حزم رد حديث تحريم المعازف لشائبة الانقطاع في البخاري على انه في نفسه متصل صحيح *

"হাদিছতত্ত্ববিদ্‌গণ যে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শরিয়ত-প্রবর্ত্তক উহা প্রকাশ করেন নাই, কোন মোহাদ্দেছের পক্ষে উক্ত নিয়মগুলির প্রতি দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া ছহিহ হাদিছ কিম্বা ছহিহ কেয়াছ রদ করা উচিত নহে, যেরূপ যে হাদিছে একটু

এরছাল ও এনকেতার গন্ধ থাকে, উহা রদ করা, যেরূপ এবনে হাজম বাদ্যযন্ত্রসমূহ হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদিছটী বোখারির মধ্যে 'এনকেতা' থাকার সন্দেহে রদ করিয়াছেন, অধিকন্তু উক্ত হাদিছটী মূলে ছহিহ মোত্তাছেল।”

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৬।৪৭০ পৃষ্ঠা ;—

فقد صح من طرق خلافا لما و هم فيه ابن حزم الضال المضل فقد علقه البخاري و وصله الاسماعيلى و احمد و ابن ماجه و ابو نعيم و ابو داؤد باسانيد صحيحة لا مطعن فيها و صححه جماعة آخرون من الائمة كما قاله بعض الحفاظ انه صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي قوم يستحلون الخز و الخمر و المعازف و هو صريح في تحريم جميع آلات اللهو المطربة *

“বাদ্য হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদিছ নিশ্চয় ছহিহ সাব্যস্ত হইয়াছে, কেবল ভ্রান্ত ও ভ্রান্তকারী এবনো হাজম ইহার বিপরীত ধারণা করিয়াছে, সত্যই বোখারি উক্ত হাদিছটী মোয়াল্লাক বর্ণনা করিয়াছেন এবং এছমাইলি, আহমদ, এবনো-মাজা, আবু নইম ও আবু-দাউদ ছহিহ ছহিহ ছনদে মোত্তাছেল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এই ছনদ গুলিতে কোন দোষ নাই। অন্য একদল এমাম উক্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, যেরূপ কোন হাফেজে-হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন,—“অবশ্য আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক হইবে—তাহারা রেশম, মদ ও বাদ্য-যন্ত্রসমূহ হালাল জানিবে।” এই হাদিছটি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র হারাম সপ্রমাণ করা সম্বন্ধে স্পষ্ট।

খাঁ ছাহেব দুনইয়ার সমস্ত এমাম মোজতাহেদ ও মোহাদ্দেছের মত ত্যাগ করতঃ যে এবনে-হাজমের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,

তাহার স্বরূপ প্রকাশ না করিলে, নাস্তিকদলের নিদ্রাভঙ্গ হইবে না, কাজেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই অপ্রীতিকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে ;—

মোকদ্দমায় এবনে খলদুন, ৩৭২।৩৭৩ পৃষ্ঠা ;—

"কেয়াছ অমান্যকারিদিগের মজহাব তাহাদের এমামগণের বিলুপ্ত হওয়ার ও অধিকাংশ বিদ্বান্‌গণের উক্ত মতাবলম্বীর উপর অবজ্ঞা করার জন্য বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জেল্‌দকৃত গ্রন্থাবলীতে ভিন্ন উহার অস্তিত্ব নাই। অনেক সময় 'জাহেরিয়া' নামধারী অনেক শিক্ষার্থী উক্ত গ্রন্থাবলী হইতে তাহাদের ফেক্‌হ ও মজহাব শিক্ষা করিতে মনোনিবেশ করে, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া থাকে এবং ইহা অধিকাংশ বিদ্বান্-গণের বিরুদ্ধাচরণ করার এবং ইহার উপর তাহাদের এনকার করার কারণ হইয়া পড়ে। শিক্ষকগণের সাহায্য ব্যতীত গ্রন্থাবলী হইতে এলম লাভ করা হেতু অনেক সময় এই মতাবলম্বীগণকে বেদয়াতি বলিয়া গণ্য করা হয়। এবনো হাজ্‌ম আন্দলুছিয়াতে হাদিছ স্মরণে উন্নতপদস্থ হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ করিয়াছিলেন, তিনি কেয়াছ অমান্যকারিদিগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিলেন, নিজের কল্পিত এজতেহাদ অনুযায়ী তাহাদের মজহাব সম্বন্ধে সুদক্ষ হইয়াছিলেন, তাহাদের এমাম দাউদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বন করিলেন, বহু মুছলমান এমামগণের প্রতিবাদ করিলেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহার উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিলেন, তাহার মজহাবের প্রতি দোষারোপ ও অবজ্ঞা করিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীকে অবহেলা ও পরিত্যাগ করিলেন, এমনকি উহার কাগজগুলি বাজারে বিক্রয় করার জন্য নীত হইত এবং কোন সময় উহা ছিন্ন করা হইত।"

এবনো খাল্লেকান, ১।৩৪১ পৃষ্ঠা।—

"এবনো হাজম প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের বহু নিন্দাবাদ করিতেন, এমন কি কেহই তাহার রসনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। এজন্য লোকের অন্তর তাহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। তিনি সেই কালের ফকিহগণের কুৎসা রটাইতে লাগিলেন, এজন্য তাঁহারা উক্ত এবনে হাজমের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মত রদ করিলেন ? একবাক্যে সকলে তাঁহাকে ভ্রান্ত স্থির করিলেন, তাহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, বাদশাহগণকে তাহার ফাছাদ হইতে সাবধান করিয়া দিলেন, সাধারণ লোকদিগকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে ও তাহার নিকট শিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, ইহাতে বাদশাহ্‌গণ তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন এবং নগর সমূহ হইতে বিতাড়িত করিলেন, এমন কি তিনি রাত্রি কালে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তথায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। আবুল আব্বাছ বলিয়াছেন, এবনো হাজমের রসনা ও হাজ্জাজ বেনে ইউছফের তরবারী তুল্য ছিল।"

এমামজাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ'এর ৩য় খণ্ডে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"কাজি আবুবকর এবনোল আরাবি বলিয়াছেন, জাহেরিয়া দল স্বল্প বুদ্ধিধারী শ্রেণী—তাহার এরূপ পদের উপর আরোহন করিয়াছেন যাহারা উপযুক্ত নহেন, এরূপ কথা বলিয়াছেন যাহা বুঝিতে সক্ষম নহেন, তাহারা উক্ত কথাটী তাহাদের খারেজি ভ্রাতাগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন, কেননা তাহারা বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কাহারও হুকুম হইতে পারে না। আমি বিদেশ ভ্রমণকালে প্রথমে এবাহি ফকিরদিগের বেদয়াত মত দেখিয়াছিলাম, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেয়াছ অমান্য করার মত দেখিতে পাইলাম; 'ইশবিলিয়া' অধিবাসী এবনো হাজ্‌ম নামক একজন স্বল্প বুদ্ধিধারী লোক উক্ত

মতে মগরেব (আন্দলুশিয়া) দেশটী পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ব্যক্তি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া (এমাম) শাফেয়ীর মজহাব অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপরে দাউদের মজহাবধারী বলিয়া প্রকাশ করিল, অবশেষে সমস্ত মত ত্যাগ করিয়া নিজে স্বাধীন হইল এবং ধারণা করিল যে, সে এমামগণের এমাম হইয়াছে, (যাহাকে ইচ্ছা হয়) নত করে, (যাহাকে ইচ্ছা হয়) উন্নত করে, (যাহা ইচ্ছা হয়) হুকুম করে, (যাহা ইচ্ছা হয়) শরিয়ত প্রস্তুত করে, আল্লাহতায়ালার দীনে এরূপ বিষয়ের আরোপ করে যাহা উহাতে নাই, বিদ্বান্‌গণের মত বলিয়া এরূপ কথা প্রকাশ করে যাহা তাহারা বলেন নাই, উদ্দেশ্য এই যে, লোকের মন যেন তাঁহাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, আল্লাহতায়ালার 'জাত' সম্বন্ধে মোশাব্বেহা (ভ্রান্ত) শ্রেণীর মতানুযায়ী মহলা প্রকাশ করিতে লাগিল, তৎপরে মহা ধ্বংসকারী মত সমূহ আনয়ন করিল।

আবুমারওয়ান বলিয়াছেন, এবনো হাজমের বহু গ্রন্থ ছিল, তৎসমুদয় ভ্রমশূন্য নহে!

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী এক উষ্ট্রবহনোপযোগী হইয়াছিল, কিন্তু উহার অধিকাংশ তাহার পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্যস্থানে পৌঁছিতে পরে নাই, যে হেতু ফকিহগণ উক্ত গ্রন্থাবলী স্পর্শ করেন নাই, এমন কি উহার কতকাংশ ইশবিলিয়াতে দগ্ধীভূত হইয়াছিল ও প্রকাশ্য-ভাবে ছিন্ন করা হইয়াছিল।

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, তিনি কটুভাষী ছিলেন, মহা মহা ব্যক্তিগণের অবজ্ঞা করিতেন, অশ্লীল কথা, কটু ভাষা ও কঠোর প্রতিবাদ দ্বারা মোজতাহেদ এমামগণের নিন্দাবাদ করিতেন।"

এমাম এবনোহাজার আস্কালনি লেছানোল মিজান গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৯৮-২০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এবনো-হাজম কেয়াছ অমান্যকারিদের মত গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তাঁহার স্মৃতিশক্তি অধিক ছিল, কিন্তু তিনি স্মৃতিশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া রাবিদের দোষগুণ বর্ণনা ও নাম প্রকাশে হঠাৎ কিছু বলিয়া ফেলিতেন, তজ্জন্য তাঁহার কঠিন কঠিন ভ্রম হইয়া পড়িত, হাফেজ হালাবি তাঁহার অধিকাংশ ভ্রমের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হোমায়দী বলিয়াছেন, এবনো-হাজ্‌ম দলীল পেশ করিতে যে সমস্ত ভ্রম করিয়াছেন, আবদুল হক আনসারি তৎসমস্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আবু মারওয়ান বলিয়াছেন, এবনো-হাজম স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন না।"

এমাম জাহাবী 'ছিয়ারোন্নোবালা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

'এবনো-হাজম প্রথমে শাফেয়ি মজহাব অনুযায়ী ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে নিজে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত প্রকার কেয়াছ অগ্রাহ্য, কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ও সাধারণ (আ'ম) মর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে, যে বিষয় সম্বন্ধে কোর-আন ও হাদিছে কোন হুকুম নাই, উহা হালাল বা পাক হইবে।

তিনি এ সম্বন্ধে বহু কেতাব রচনা করিয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে তিনি বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, রসনা ও লেখনী দ্বারা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি সমালোচনা কালে এমাম-গণের সহিত ভদ্রতা লক্ষ্য রাখিতেন না, বরং কটুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমন কি একদল এমাম তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের উপর

অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক সময় তৎসমস্ত দগ্ধ করা হইয়াছিল।

অন্যদল উক্ত গ্রন্থাবলীতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করা, ফললাভ করা, শিক্ষা গ্রহণ করা ও প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রন্থাবলীর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, প্রস্তরময় স্থানে মূল্যবান মুক্তারাজি সহ কদর্য্য কপর্দ্দক রাশি মিলিত রহিয়াছে। এজন্য তাঁহারা একবার আনন্দ প্রকাশ করিতেন, দ্বিতীয়বার আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, অন্যবার তাঁহার বিপরীত মতগুলির উপর বিদ্রূপ করিতেন।

"এবনো-হাজম রাবিদের, হাদিছের গুপ্তদোষ, আকায়েদ, কুৎসিত মছলা-মাছায়েল সম্বন্ধে যাহা যাহা মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহার বহু বিষয়ে তাঁহার সমর্থন করিতে পারি না এবং একাধিক মছলায় তাঁহার ভ্রান্ত হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি।"

শায়খোল-ইছলাম তকিউদ্দিন এবনে-দকিকোন-ইদ 'এলমাম' গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন ;—

"কেয়াছ অমান্যকারিগণ এস্থলে এরূপ একটী মজহাব অবলম্বন করিয়াছেন যে, তজ্জন্য বিদ্বানগণ তাহাদিগের নিন্দাবাদ করিয়াছেন ও তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি কতক লোক তাহাদিগকে এজতেহাদের অনুপযুক্ত ধারণা করিয়াছেন এবং কোন মছলায় তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও এজমা ছহিহ্ হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

তাহাদের দলভুক্ত এবনো-হাজম বলিয়াছেন, অল্প-বিস্তর বদ্ধ পানিতে কোন ব্যক্তি প্রস্রাব করিলে, খাস তাহার পক্ষে উক্ত পানিতে ওজু ও গোছল হালাল হইবে না।

যদি কেহ বদ্ধ পানিতে মল ত্যাগ করে বা মৃত্তিকায় প্রস্রাব করে, তৎপরে উক্ত প্রস্রাব পানিতে গড়াইয়া পড়ে, কিম্বা কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করে, তবে তাহার পক্ষে উহা দ্বারা ওজু ও গোছল জায়েজ হইবে।

হাফেজ আবুবকর, এবনো-হাজমের নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি এইরূপ অজ্ঞতা-পূর্ণ ও কুৎসিত কথা সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা আল্লাহতায়ালার ও তাঁহার প্রেরিত রাছুলের শরিয়ত ধারণা করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার উক্ত মত হইতে পবিত্র এবং তাঁহার ধর্ম্ম এইরূপ অমুলক কথা হইতে উচ্চতর।"

খাঁ ছাহেব সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি, এমাম ও মোহাদ্দেছগণের সঙ্গীত বাদ্য হারাম হওয়ার মত ত্যাগ করতঃ যে এবনো-হাজমের মত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, তাঁহার কুমত, ভ্রান্তি, খামখেয়ালি, অস্থিরমতি ও অজ্ঞানতার কথা শুনিলেন ত? খাঁ ছাহেব স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এইরূপ ভ্রান্ত ও বাতীল মতাবলম্বীর মত গ্রহণ করিতে পারেন, তাই বলিয়া দুন্‌ইয়ার সত্যপরায়ণ সম্প্রদায় কখনও এবম্বিধ বাতীল মতের অনুসরণ করিতে পারেন না।

খাঁ ছাহেবের নিকট এই কেয়াছ অমান্যকারী এবনো-হাজম স্বনাম-খ্যাত মোহাদ্দেছ হইলেন, কিন্তু এমাম বোখারি, আহমদ, আবুদাউদ, এবনো-মাজা, এছমাইলি, আবুনইম, উক্ত বিষয় হারাম হওয়ার হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা কি স্বনাম-খ্যাত মোহাদ্দেছ ছিলেন না।

খাঁ ছাহেবের উক্ত মাসিক, ২ পৃষ্ঠা;—

"কামুছ নামক বিখ্যাত অভিধান রচয়িতা, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী ছেফরুছ-ছাআদাত" পুস্তকে

বলিতেছেন :—'সঙ্গীতের নিন্দাবাদ সম্বন্ধে একটীও ছহি হাদিছ ওয়ারেদ হয় নাই।"—৫৬১ পৃষ্ঠা।

ধোকা ভঞ্জন ;—

মাওলানা আবছুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী উক্ত কেতাবের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"মজছুদ্দিন ফিরোজাবাদী জাহেরিয়া মোহাদ্দেছগণের মতের উপর চলিয়াছেন, অনেক স্থলে মোজতাহেদগণের মজহাবের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন, নিজের মতের বিপরীত মতকে বাতীল ও ফাছেদ হওয়ার দাবি করিযাছেন এবং তৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদিছ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ছহিহ না হওয়ার দাবি করিয়াছেন ; আর কতিপয় স্থলে এত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন যে, ন্যায়ের সীমা ও বিচারের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তিনি উক্ত কেতাবের পরিশিষ্টে একটী অধ্যায় লিখিয়াছেন, উহাতে কতক হাদিছ পরীক্ষা ও তদন্ত কল্পে এবং তৎসমুদয়ের জাল ও বাতীল বলা সম্বন্ধে কতক ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী ও জলদিবাজ মোহাদ্দেছের অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, মজছুদ্দিন ফিরোজাবাদী জাহেরিয়া অর্থাৎ কেয়াছ অমান্যকারী দলভুক্ত ছিলেন, দ্বিতীয় হাদিছ সম্বন্ধে ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী ছিলেন, কাজেই এইরূপ লোকের কথা মোছলেম-জগত স্বীকার করিবেন কেন ?

মাওলানা আবছুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী উক্ত কেতাবের ৫৬১—৫৬৫ পৃষ্ঠায় মজছুদ্দিন ফিরোজাবাদীর উপরোক্ত মতের প্রতিবাদে লিখিয়াছেন ;—

"সঙ্গীত ও বাদ্য প্রত্যেকের নিন্দাবাদে কতকগুলি হাদিছ উত্তীর্ণ হইয়াছে ;—

ছাইউতি 'জাময়োল-জাওয়ামে' কেতাবে ক্রীড়া ও সঙ্গীতের অধ্যায় তেবরাণির মোয়াজ্জমে-কবিরের ও খতিবের তারিখের বরাত দিয়া এবনো-ওমার (রাঃ)র রেওয়াএতে এই হাদিছটী লিখিয়াছেন ;—তিনি সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা নিষেধ করিয়াছেন। পরনিন্দা করা এবং উহা শ্রবণ করা নিষেধ করিয়াছেন, চোগলখুরি এবং উহা শ্রবণ করা নিষেধ করিয়াছেন।

আরও তারিখে-খতিবের বরাতে লিখিয়াছেন, আমিরোল-মো'মেনিন আলি (রাঃ) দফ, শানাই ও বাঁশি বাজান নিষেধ করিয়াছেন। তিনি এবনো-আবিদ্দুনইয়ার বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীত অন্তরে মোনাফেকি উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি তৃণ উৎপাদন করে।

তিনি মছনদে-ফেরদাওছে-দয়লমির বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীত ও ক্রীড়া অন্তরে মোনাফেকি উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি ঘাষ উৎপন্ন করে। যে খোদার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাহার শপথ, নিশ্চয় কোর-আন ও জেকর অন্তরে ইমান আনিয়ন করে, যেরূপ পানি ঘাষ উৎপন্ন করে।

ছাখাবি মাকাছেদে-হাছানা কেতাবে লিখিয়াছেন, নাবাবি আনাছের রেওয়াএত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা ছহিহ নহে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীতের প্রেম অন্তরে মোনাফেকী উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি তৃণ উৎপন্ন করে।

তিনি আমালিয়ে-এবনে-ছায়রাবার বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন ;—

তোমরা সঙ্গীত ও বাদ্য হইতে বিরত থাক, কেননা উভয়ে অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে, যেরূপ পানি তৃণ সৃষ্টি করে।

মেশকাত প্রণেতা বয়হকির শোয়াবোল-ইমানের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীত অন্তরে কপটতা উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি শষ্য উৎপন্ন করে।

ছাইউতি এবনো-মারদাওয়ায়হে ও বাজ্জাজের বরাতে, জিজায়ে-মোকাদ্দছির 'মোখতার' কেতাবের ও ছইদ এবনে মনছুরের 'ছোনান' কেতাবের বরাতে আনাছের রেওয়াএতে ও বয়হকীর বরাতে আএশার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

صوتان ملعونان فى الدنيا و الاخرة مزمار عند نغمة و رنة عند مصيبة ٭

"দুইটি শব্দ দুন্‌ইয়া এবং আখেরাতে লা'নতগ্রস্ত—সঙ্গীতের সময়ের ঝঙ্কার ও বিপদকালীন ঝঙ্কার।"

তিনি হাকিম-তেরমেজির নওয়াদেরোল-অছুলের বরাতে লিখিয়াছেন :—

যে ব্যক্তি সঙ্গীতের শব্দ শ্রবণ করে, তাহাকে বেহেশতের মধ্যে রুহানিদিগের শব্দ শ্রবণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না। কেহ বলিল, রুহানিইন কাহারা হইবে? হজরত বলিলেন, বেহেশতীকারিগণ। এই হাদিছটী জইফ।

তিনি হাকেমের তারিখে-দয়লমির বরাতে (হজরত) আলির রেওয়াএতে লিখিয়াছেন :—

"যে ব্যক্তি মরিয়া যায় এবং তাহার গায়িকা স্ত্রীলোক থাকে, তোমরা তাহার জানাজা পড়িও না। তিনি এই হাদিছটি অতিশয় জইফ বলিয়াছেন।

তিনি আবুদাউদ তায়ালাছি, আহমদ ও এবনো-মনি'এর বরাত দিয়া আবু ওমামার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

ان الله عز و جل بعثنى هدى و رحمة للعالمين و امرنى بمحق المعازف و المزامير و الاوثان و الصليب و امر الجاهلية الحديث ٭

নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে জগদ্বাসিদিগের পথ-প্রদর্শক ও দয়া রূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বাদ্যযন্ত্র সমূহ, সঙ্গীত যন্ত্রসমূহ, প্রতিমা সমূহ, ক্রুশ ও জাহেলিএতের কার্য্য লোপ করার আদেশ করিয়াছেন। তিনি বাজ্জাজের বরাত দিয়া এবনো-আব্বাছের রেওয়াএতে হজরতের এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন ;—

খোদা মৃতপশু, জুয়া ও ঢোলবাদ্য হারাম করিয়াছেন। তিনি দয়লমির বরাতে এবনো-আব্বাছের রেওয়াএতে হজরতের এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন ;—

امرت بهدم الطبل و المزمار

"আমি ঢোল ও সঙ্গীতযন্ত্র ধ্বংস করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

তিনি এবনো-ছায়ছারার আমালি ও তারিখে-এবনো আছা-কেরের বরাত দিয়া এই হাদিছটী লিখিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি কোন গায়িকার নিকট তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে উপবেশন করে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহার কর্ণদ্বয়ে শিশা ঢালিয়া দিবেন।

জাবেরের রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

اول من تغنى ابليس

"ইবলিছ প্রথমেই সঙ্গীত করিয়াছিল।"

এবনো-মাজা ও তেবরাণি ছাফওয়ান বেনে ওমাইয়ার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনা শরিফে ওমার বেনে কোর্‌রা নামক এরূপ একজন লোক ছিল যে, দফবাদ্য তাহার জীবিকার অবলম্বন ছিল, যে সময় (ছুরা লোকমানের) ومن الناس من يشتري আয়ত নাজেল হয়, সেই সময় সে হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, তাহার ভাগ্য মন্দ হইয়াছে, দফ বাজান তাহার ব্যবসায় ছিল, আর উহা হারাম হইয়া গিয়াছে,

এক্ষণে তাহার জীবিকা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? সে এই কার্য্য ব্যতীত কিছুই জানে না। ইয়া রাছুলাল্লাহ, যদি অনুমতি দেন, তবে অল্প পরিমাণ দফ বাজাইব। হজরত বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি না এবং উহা গৌরবজনক বিষয় নহে। হে খোদার শত্রু, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, খোদাতায়ালা তোমাকে পাক হালাল জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তুমি তৎ-পরিবর্ত্তে হারাম অবলম্বন করিয়াছ। যদি তুমি ইহার পরে এই কার্য্য কর, তবে তোমাকে এই শাস্তি প্রদান করিব। তুমি আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও এবং তওবা কর।

অধিকাংশ তফছির-তত্ত্ববিদগণ 'লাহয়োল-হাদিছ' এর ব্যাখ্যা সঙ্গীত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এবনো-আব্বাছ ও এবনে--মছউদ শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ সঙ্গীত।

ফোজাএল-বেনে-এয়াজ বলিয়াছেন, الغناء رقية الزنا "সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র।"

দারকুৎনি ও দয়লমি জাবেরের রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, খোদাতায়ালা বলিবেন, কোথায় আছে উক্ত ব্যক্তিগণ—যাহারা নিজেদের চক্ষু ও কর্ণকে শয়তানের ঝঙ্কার হইতে পবিত্র রাখিত? ইহাদিগকে মৃগনাভি ও আম্বরের ঢেরির উপর পৃথক কর এবং ফেরেশতাগণকে বল যে, তাহাদিগকে আমার তছবিহ ও 'তমজিদ' শুনাইয়া দেন। ইহাতে তাহারা (উহা) এরূপ মধুর শব্দে শুনিবেন যে, কেহ কখনও উহার তুল্য মধুর শব্দ শুনে নাই। জামেয়োল-অছুলে এই হাদিছের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

জামেয়োল-অছুলে আবুদাউদের বরাতে ও মেশকাতে আহমদের বরাতে লিখিত হইয়াছে যে, এবনো-ওমারের মুক্ত গোলাম না'ফে বলেন, আমি কোন পথে এবনো-ওমারের সহিত ছিলাম, হঠাৎ

তিনি একটী বাঁশির শব্দ শুনিতে পাইলেন, ইহাতে তিনি নিজের দুইটী অঙ্গুলী কর্ণদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিলেন। তিনি সেই পথ ত্যাগ করতঃ অন্যদিকে গেলেন, তৎপরে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে বলিলেন, তুমি কি উক্ত শব্দ শুনিতে পাইতেছ? আমি সেই সময় নাবালেগ ছিলাম।

আবুদাউদ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, এবনো-ওমার বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি যেরূপ বাঁশির শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনিও শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং আমি যেরূপ করিলাম, তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন।

এই হাদিছগুলি, সঙ্গীত, বাদ্য ও ক্রীড়া সমূহের নিন্দাবাদে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এইরূপ অন্যান্য হাদিছ আছে যে সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় উল্লেখ করিলাম না।

পাঠক, এস্থলে মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) সঙ্গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার সমস্ত হাদিছ উল্লেখ করেন নাই। যদি আপনি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে "এগাছাতোল-লাহফান' কেতাব পাঠ করুন।

তৎপরে মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেব বলিয়াছেন, উল্লিখিত হাদিছগুলির মধ্যে কতিপয় জইফ হাদিছ আছে বটে, কিন্তু জইফ হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে, 'হাছান' হইয়া যায়, আর 'হাছান' হাদিছ ছহিহ হাদিছের তুল্য।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

"যে হাদিছে সঙ্গীত কালীন ও বিপদকালীন শব্দদ্বয়কে দুন্‌ইয়া ও আখেরাতে লা'নতগ্রস্ত বলা হইয়াছে, ইহা এমাম ছাইউতির মতে ছহিহ, কেননা তিনি বলিয়াছেন, আমি এই কেতাবে জিয়ায়ে-মোখতারের বরাত দিয়া যে কোন হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা

ছহিহ। ছহিহ বোখারিতে উল্লিখিত হইয়াছে, (জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক দল লোক পয়দা হইবে—তাহারা ব্যভিচার, রেশম ও বাদ্য ও সঙ্গীত যন্ত্র হালাল জানিবে। যদি বাঁশি ও বাদ্য হারাম না হইত, তবে হালাল ধারণা করার কথা ব্যভিচার ও রেশমের সহিত উল্লেখ করা কেন হইয়াছে ?

এই হাদিছটী মোত্তাছেল ছহিহ, এবনো-হাজম ব্যতীত সমস্ত বিদ্বান্ ও মোহাদ্দেছ ইহা মোত্তাছেল ছহিহ বলিয়াছেন। এবনো-হাজম এই মছলায় এবং অন্যান্য বহু মছলায় বহু সংখ্যক বিদ্বানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এবনো-হাজম সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়ার মত পোষণ করিতেন, এই পক্ষপাতিত্বের জন্য এতৎ সংক্রান্ত সমস্ত হাদিছ জাল বলিয়াছেন, ইনি মজহুদ্দিন ফিরুজাবাদী অপেক্ষা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন, কেননা ফিরুজাবাদী ছাহেব দাবী করিয়াছিলেন যে, এতৎ সংক্রান্ত হাদিছ ছহিহ নহে, আর এবনো-হাজম তৎসমস্ত হাদিছ জাল হওয়ার দাবি করিয়াছেন। মোহাদ্দেছগণ এ সম্বন্ধে তাঁহার মহাভ্রান্ত হওয়া স্থির করিয়াছেন। এবনো হাব্বান প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এই হাদিছটী ছহিহ স্থির করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, মোহাদ্দেছ দেহলবী মজদদ্দীন ফিরুজাবাদীর দাবি রদ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সঙ্গীত ও বাদ্য হারাম হওয়ার হাদিছ ছহিহ। বরং তিনি কোর-আনের আয়ত দ্বারা সঙ্গীত হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

উক্ত মাসিক, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী এই উক্তি উপলক্ষে একটু বিচলিত ভাবে আলোচনা করিয়া অবশেষে ন্যায়ের খাতিরে

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মোটের উপর এখানে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণ ভাবে সমস্ত সঙ্গীত হারাম হওয়ার কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধোকা ভঞ্জন ;—

আপনারা উল্লিখিত বিবরণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মোহাদ্দেছ দেহলবী বলিয়াছেন যে, কোর-আনের ছুরা লোকমানের আয়ত দ্বারা ছহিহ ও হাছান হাদিছ দ্বারা সঙ্গীতের হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আরও তিনি উহার ৫৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

هر کہ تتبع احادیث و اقوال فقہا و سلف کند بداند کہ متعارف و مشہور میان ایشان حرمت و کراہت آن بود ٭

"যে ব্যক্তি হাদিছ সমূহ এবং ফকিহ ও প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত অনুসন্ধান করে, সে জানিতে পারিবে যে, তাঁহাদের মধ্যে উহার হারাম ও মকরুহ হওয়ার মত প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনবিদিত।"

আরও তিনি মেশকাতের টীকা আশেয়া-তোল্লামাৎ কেতাবের ৩।৩০৫।৩০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و این حدیث دلالت بر حرمت آن دارد

"এই হাদিছে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি সঙ্গীত হারাম হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু শরিয়তে হালাল ও হারাম হওয়ার দুই প্রকার দলীল আছে—এক কাৎয়ি قطعی, দ্বিতীয় জান্নি ظني, কোর-আন ও মোতাওয়াতের হাদিছ দ্বারা যে বিষয় হালাল কিম্বা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, উহাকে হালাল কিম্বা হারাম কাৎয়ি বলা হইয়া থাকে।

মোতাওয়াতের ব্যতীত অন্য প্রকার হাদিছ দ্বারা যে বিষয় হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, উহাকে জান্নি হারাম বলা হয়।

এক্ষণে সঙ্গীতের হারাম হওয়া কোন্ প্রকার দলীল হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

বৃহদ্দল বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত হারাম-কাৎয়ি, উহা হালাল জানিলে কাফের হইবে, কেননা কোর আন শরিফের একাধিক আয়ত হইতে উহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) ফাতাওয়ায়-আজিজির ১ম খণ্ডে ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

در مغنی گفته که لهو الحدیث غناء است و آن حرام است باین نص و مستحل آن کافر است *

মোগনি কেতাবে আছে, লাহয়োল-হাদিছ সঙ্গীত, উহা এই আয়ত দ্বারা হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল জানিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

در تفسیر ثعلبی آورده که لهو الحدیث غنا و ضرب بربط و دف و اوتار و طنبور است و آنهمه باین نص حرام اند من استحله فقد کفر *

তফছিরে-ছায়ালাবিতে বর্ণিত আছে, লাহয়োল-হাদিছ সঙ্গীত, সারেঙ্গি, দফ, ছেতার ও তানপুরা বাদ্য, তৎসমুদয় উক্ত আয়তে হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, নিশ্চয়ই কাফের হইবে।

উক্ত কেতাব, ৬৬ পৃষ্ঠা ;—

فی المحیط و المغنی و التصفیق و استماعهما کل ذلك حرام و مستحلهما کافر *

মুহিত কেতাবে আছে—সঙ্গীত করা, করতালি দেওয়া, এবং উহা শ্রবণ করা হারাম, যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, সে কাফের হইবে।

فی الفتاوی البیهقی التغنی و استماعه و ضرب الدف و جمیع انواع الملاهی حرام و مستحلها کافر ❋

ফাতাওয়ায়-বয়হকিতে আছে, সঙ্গীত করা, উহা শ্রবণ করা এবং দফ বাদ্য ও সমস্ত প্রকার ক্রীড়া হারাম, তৎসমস্ত হালাল ধারণা করিলে কাফের হইতে হয়।

فی جامع الفتاوی استماع الملاهی و الجلوس علیها و ضرب المزامیر و الرقص کلها حرام و مستحلها کافر ❋

জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে,—সঙ্গীত বাদ্য শ্রবণ করা, উহার নিকট উপবেশন করা, বাঁশি বাজান, ও নর্ত্তন কুর্দ্দন করা সমস্তই হারাম, যে ব্যক্তি তৎসমুদয় হালাল ধারণা করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এমাম আহমদ ছারহান্দি (রঃ) মকতুবাতের ১৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

حکی عن امام الهدی ابی منصور الماتریدی من قال لمقری زماننا احسنت عند قرأته یکفر و بانت منه امرأته واحبط الله تعالی کل حسناته وحکی عن ابی نصیر الدبوسی عن القاضی ظهیر الدین الخوارزمی من سمع الغناء من المغنی وغیره اویری فعلا من الحرام فحسن ذلک باعتقاد او بغیر اعتقاد یصیر مرتدا فی الحال بناء علی انه ابطل حکم الشریعة و من ابطل حکم الشریعة فلا یکون مؤمنا عند کل مجتهد ولا یقبل الله تعالی طاعته واحبط الله کل حسناته ❋

এমামোল-হোদা আবুমনছুর মাতুরিদি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আমাদের জামানার 'কারী'কে তাহার কোর-আন পাঠের সময় বলে যে, তুমি ভাল করিয়াছ, সে ব্যক্তি কাফের হইবে এবং তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার সমস্ত সৎকার্য্য নষ্ট করিয়া দিবেন। আবুনছির দাব্ব্‌ছি, কাজি জহিরদ্দিন খারেজামি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গায়কের কিম্বা অন্য কোন লোকের নিকট সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কিম্বা কোন হারাম কার্য্য করিয়া ভক্তি সহকারে হউক, আর নাই হউক উহা ভাল বলে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে, যেহেতু সে শরিয়তের হুকুম বাতীল করিল, আর যে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম বাতীল করে, সে কোন মোজতাহেদের নিকট ইমানদার থাকিতে পারে না, আল্লাহ তাহার এবাদত কবুল করিবেন না এবং তাহার সমস্ত নেকী বরবাদ করিয়া দিবেন। এইরূপ অন্যান্য কেতাবেও আছে।

আর যে অল্প সংখ্যক বিদ্বান কোর-আন শরিফের সঙ্গীত হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়তগুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল হাদিছের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ধারণা করিয়াছেন যে, উক্ত হাদিছগুলি ছহিহ ও হাছান হইলেও 'মোতাওয়াতের' নহে, এই হেতু তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ দলীল জান্নি, কাজেই সঙ্গীত দলীলে-জান্নি হইতে হারাম হইয়াছে।

আমরা খাঁ ছাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি, দুন্‌ইয়ার হাদিছ গ্রন্থে সামান্য সংখ্যক হাদিছ মোতাওয়াতের আছে, তদ্ব্যতীত সমস্তই মশহুর, আজিজ বা গরীব।

খাঁ ছাহেবের মজহাব অমান্যকারী দল অথবা দুনইয়ার সমস্ত সত্যপরায়ণ ছুন্নত-অল-জামায়াতের আলেমগণ যে সমস্ত বিষয় হারাম স্থির করিয়াছেন, এইরূপ গর-মোতাওয়াতের হাদিছগুলির

দ্বারা হারাম স্থির করিয়াছেন। কাজেই তৎসমস্ত কাৎয়ি হারাম নহে, বরং জান্নি হারাম। যদি তিনি ইহা অস্বীকার করেন, তবে দুন্‌ইয়ার আলেম সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া এই দাবির সত্যাসত্য বুঝিয়া লউন।

যদি কোন হারাম, কাৎয়ি দলীল হইতে প্রমাণিত না হইলে, উহা হারাম বলিয়া গণ্য হইতে না পারে, তবে খাঁ ছাহেবের অভিনব মজহাবে ইছলামে কোন বিষয় হারাম বলিয়া আখ্যাত হইবে না।

খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি শরিয়তের যে সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় যে সমস্ত হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, উক্ত হাদিছগুলি কি কাৎয়ি ছহিহ না জান্নি ছহিহ ?

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের উপক্রমণিকার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এবনো-ছালাহ বলিয়াছেন, এমাম বোখারি ও মোছলেম যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন. উহা নিশ্চয় (হজরত) নবি করিম (ছাঃ)এর হাদিছ, কিন্তু ইহা বহু সংখ্যক বিচক্ষণ বিদ্বানের মতের বিপরীত। উক্ত হাদিছগুলি 'মোতাওয়াতের' নহে, কাজেই উহা অকাট্য ছহিহ হইতে পারে না। যদিও বিদ্বান্‌গণ একমতে উক্ত কেতাব দ্বয়ের হাদিছ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাচ তৎসমুদয়ের অকাট্য ছহিহ হাদিছ হওয়ার প্রমাণ নাই। এমাম এবনো-বোরহান, এবনো-ছালাহের মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তজনিব, ৯ পৃষ্ঠা ;—

"এবনো-ছালাহ ও এবনো-হাজার ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছগুলি অকাট্য ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক মত।"

আল্লামা-বাহরুল-উলুম 'মেছাল্লাম' এর টীকার ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এবনো-ছালাহ ও একদল বিদ্বান্ ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছগুলিকে অকাট্য ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক মত, কেননা উক্ত কেতাবদ্বয়ে অনেক বিপরীত বিপরীত হাদিছ ও অনেক বেদয়াতি লোকের বর্ণিত হাদিছ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজেই উক্ত হাদিছগুলি কিরূপে অকাট্য ছহিহ হইবে ?"

যখন ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের অধিক সংখ্যক হাদিছ কাৎয়ি (অকাট্য) ছহিহ নহে, বরং জান্নি ছহিহ, তখন অন্যান্য হাদিছ গ্রন্থগুলির কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই অনুমান করুন।

এক্ষণে খাঁ ছাহেব যদি জান্নি ছহিহ হাদিছগুলির উপর আমল করা ওয়াজেব বলিয়া দাবি করেন, তবে অকাট্য দলীলে হারাম না হইলেও জান্নি দলীলে যে সঙ্গীত হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হারাম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, মোহাদ্দেছ দেহলবী সঙ্গীতের হারাম হওয়া কাৎয়ি হওয়া স্বীকার না করিলেও উহা জান্নি দলীলে হারাম হওয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যখন তিনি কোর-আন হইতে ইহার নাজায়েজ হওয়ার মত স্বীকার করিয়াছেন, তখন উহার কাৎয়ি হারাম হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত মত।

তৎপরে মোহাদ্দেছ দেহলবী বলিয়াছেন, সঙ্গীতের হারাম হওয়া দীনের জরুরিয়াত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

আকায়েদে-নাফাছি, ১৭।১৮ পৃষ্ঠা ;—

و ما ثبت منه بالبداهة اي باول التوجه من غير احتياج الى تفكر فهو ضروري و قد يقال فى مقابلة الاستدلالى و يفسر بما يحصل بدون فكر و نظر فى الدليل ✻

মূল মর্ম্ম,—যে বিষয় চিন্তা-সাপেক্ষ না হয় দলীল প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতীত প্রথম মনোনিবেশে বুঝা যায়, উহাকে জরুরি বলা হয়। আর যাহা দলীল প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝা যায়, উহাকে 'এছতেদলালি' বলা হয়।

মোহাদ্দেছ ছাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, দলীল প্রমাণ অনুসন্ধান করার পরে সঙ্গীতের হারাম হওয়া বুঝা যায়, কাজেই উহা জরুরি নহে, বরং 'এছতেদলালি' হারাম।

ইহাতে খাঁ ছাহেবের মতের পোষকতা হয় না, আমাদের মতের প্রতিকুল হয় না, কাজেই তিনি মোহাদ্দেছ ছাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষতি ব্যতীত লাভ কি করিলেন ?

তৎপরে বলি, মোহাদ্দেছ ছাহেব উক্ত এবারতের পরে ইহা লিখিয়াছেন ;—

وعمل و اعتیاد آن خلاف طریقۂ اتباع است

"সঙ্গীত করা এবং উহাতে অভ্যস্ত হওয়া অনুসরণীয় (শরিয়তের) তরিকার খেলাফ।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি উহা হারাম হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।

উক্ত মাসিক, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

"মোছলেম-ভারতের নব-জাগরণের সর্ব্বপ্রধান প্রতীক এবং সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারক মাওলানা শাহ এছমাইল শহীদ বলিতেছেন, জানা আবশ্যক যে, গান শ্রবণ করা শরিয়তের দলিল প্রমাণ অনুসারে নিষিদ্ধ নহে।"

ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব যেরূপ চারি মজহাবের মধ্যে কোন মজহাবের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, মওলানা এছমাইল শহীদ ছাহেবও সেইরূপ কোন মজহাবের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেন না, এই জন্যই তিনি

তাঁহাকে নবজাগরণের সর্ব্বপ্রধান প্রতীক ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মজহাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রধান প্রতীক ও সংস্কারক হইলেন, না সঙ্গীত হালাল করিয়া ?

মূল কথা, খাঁ ছাহেব যে এবনো-হাজম, মজদদ্দিন ফিরুজাবাদী ও মাওলানা এছমাইল ছাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সকলেই মজহাব অমান্যকারী কেয়াছ অমান্যকারী দলের লোক, জগতের প্রধান প্রধান বিদ্বান তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য করেন না, কাজেই তাঁহাদের কথা জগতের মুছলমানগণের সমক্ষে পেশ করা খাঁ ছাহেবের পক্ষে কতদূর সমিচীন হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন।

এমাম নাবাবী 'তহজিবোল-আছমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

قال امام الحرمين الذي ذهب اليه اهل التحقيق ان منكري القياس لا يعدون من علماء الامة و حملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة و تواترا ولان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها و هؤلاء ملتحقون بالعوام *

এমামোল-হারামাএন বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের মত এই যে, নিশ্চয় কেয়াছ অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত-বাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কেননা তাহারা বহু সংখ্যক প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াছ অমান্য ও অস্বীকার করিয়া থাকেন, আরও শরিয়তের অধিকাংশ মছলা এজতেহাদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং শরিয়তের একদশমাংশ স্পষ্ট দলীলে নাই; এই কেয়াছ অমান্যকারিগণ সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য।"

পাঠক, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের বিচারে যাহারা বিদ্বান নামের অধিকারী নহেন, তাঁহাদের কথা দলীলরূপে পেশ করা যাইতে পারে কি ?

এক্ষণে আসুন, মাওলানা এছমাইল ছাহেবের শিক্ষাগুরু মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন।

তিনি ফাতাওয়ায়-আজিজির ১।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اما غنا پس کلام خدا و احادیث سرور انبیا علیه التحیة و الثنا بحرمت آن ناطق است *

"খোদার কোর-আন ও নবি (ছাঃ) এর হাদিছ সকল সঙ্গীতের হারাম হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মাওলানা এছমাইল ছাহেব ভ্রান্তিমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মাওলানা এছমাইল শহীদ 'ছেরাতোল-মোস্তাকিম' কেতাবের ৯৪ পৃষ্ঠা হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজদ্দেদিয়া তরিকার জেক্‌র, মোরাকাবার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার সংস্কার-মূলক কার্য্য হইবে কি ?

খাঁ ছাহেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পীরগণের এই তরিকতের কার্য্যগুলিকে বেদয়াত শরিয়তের খেলাফ ইত্যাদি বলিয়া মোহম্মদী পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন, এত সত্বর তিনি ইহা ভুলিয়া গিয়া সেই তরিকতপন্থী মাওলানা শহিদ ছাহেবকে মোছলেম ভারতের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক বলিয়া ফেলিলেন, বোধ হয় খাঁ ছাহেব নিজের মত পরিবর্ত্তন করিয়া কোন তরিকতপন্থী দরবেশের নিকট গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

মাওলানা এছমাইল ছাহেব 'ছেরাতোল-মোস্তাকিম' কেতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"নামাজের মধ্যে খোদার হুজুর ব্যতীত যাহা কিছু মনে উদয় হয়, উহা গরু গাধার তুল্য হইবে।"

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, নামাজে কোর-আন পাঠ কালে ফেরেশতাগণ ও নবিগণের চিন্তা উদয় হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ আত্তাহিয়াতো পাঠ কালে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও হজরত এবরাহিম (আঃ) এর কথা মনে পড়া জরুরী, ইহাতে আপনার সংস্কারক শহিদ ছাহেব হজরত নবি (ছাঃ) ও অন্যান্য নবিগণকে গরু গাধার সহিত তুলনা দিয়াছেন কিনা ?

তিনি ছেরাতোল-মোস্তাকিমের ১০৩।১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তরিকতপন্থীরা কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে, আছমান সমূহের অবস্থা জানিতে পারেন, রুহদের ও ফেরেশতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, বেহেশত ও দোজখের ভ্রমণ ও অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারেন, লওহো-মহফুজের অবস্থা জানিতে পারেন এবং গোরবাসিদের অবস্থা অবগত হইতে পারেন।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন তরিকত-পন্থীগণ স্বপ্নযোগে খোদার, ফেরেশতাগণের নবি ও ওলিগণের পক্ষ হইতে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, কিম্বা ফেরেশতা অথবা নবিগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, অথবা কাশ্‌ফ ভাবে একটী কার্য্যের সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন বা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন।"

খাঁ ছাহেব সর্ব্বপ্রধান সংস্কারকের এই কথাগুলি মানিয়া থাকেন কি ?

তিনি উক্ত কেতাবের ১১৫—১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"কামালাতে-নবুয়তের মর্ম্ম-এলমে-হেদাএত এরূপ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হওয়া যে, উহাতে কোন প্রকারে ভ্রম আসিতে পারে

না, নবিগণের পক্ষে সর্ব্বক্ষণে এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় এইরূপ ভাব বর্ত্তমান থাকিত, কেননা তাঁহারা সশরীরে সত্যপথ প্রদর্শনের জ্যোতির আধার ছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতাবস্থায় জগদ্বাসিদিগের উপকার সাধিত হইত, তাঁহারা প্রদীপের তুল্য ছিলেন, প্রদীপ অনবগত থাকিলেও লোকে তাহার আলোক দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে।

পয়গম্বরগণ সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্যে থাকিতেন, কাজেই তাজাল্লিয়ে-জাতি ধারাবাহিক রূপে তাঁহাদের উপর পতিত হইত।

পয়গম্বরগণের এই কামালাতে-নবুয়তের মর্ম্মের বিকাশ কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া মোরাক্কাবা করাকে কামালাতে-নবুয়তের মোরাকাবা বলা হয়।”

হজরত মা'ছুম (রঃ) 'ছবয়ে-ছাইয়ার' কেতাবে লিখিয়াছেন, “এই উম্মতের কতক সংখ্যক লোক কামালাতে-নবুয়তের ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া নবি হইতে পারেন না, কিম্বা কোন নবির তুল্য হইতে পারেন না, কেননা কামালাতে-নবুয়তের ফয়েজ লাভ করিলে, নবুয়তের পদ লাভ হইতে পারে না।”

হজরত মোজাদ্দেদ এমাম আহমদ ছারহান্দি ছাহেব মকতুবাত শরিফের প্রথম খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

این فقیر را تا زمانیکه بکمالات مقام نبوت بمتابعت پیغمبر خود نرسانیدند و ازان کمالات بهرهٔ تام ندادند بر فضائل شیخین بطریق کشف اطلاع نه بخشیدند ❋

“যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ পয়গম্বরের অনুসরণের জন্য আমাকে দরজায়-নবুয়তের কামালাত পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়াছিলেন এবং উক্ত কামালাতের পূর্ণ অংশ প্রদান না করিয়াছিলেন, ততক্ষণ (আমাকে) কাশফের দ্বারা হজরতের প্রথম দুই খলিফার শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান প্রদান করেন নাই।”

আরও তিনি উক্ত মকতুবাতের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

بايد دانست كه كمل تابعان نبى علية و عليهم الصلوات و التسليمات چون به تبعيت كمالات مقام نبوت را تمام كنند بعضى ايشان را بمنصب امامت سرفراز ميسازند ٭

জানা উচিত যে, নবি (ছাঃ) এর পূর্ণ তাবেদারগণ (অনুসরণ-কারিগণ) যখন আনুসঙ্গিক ভাবে মকামে-নবুয়তের কামালাত পূর্ণ আয়ত্ত্ব করেন, তখম তাঁহাদের কতককে এমামের পদ দ্বারা গৌরবান্বিত করেন।”

আরও তিনি উহার ১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و سيرى كه فوق آن سير واقع شود شروع در كمالات نبوة خواهد بود - حصول اين كمالات مخصوص بانبيا است عليهم الصلوات و التحيات و ناشي از مقام نبوت است كمل تابعان انبيا را نيز به تبعيت ازان كمالات نصيب است ٭

“উক্ত ‘ছয়রের’ উপরে যে ‘ছয়ের’ আরম্ভ হয়, উহা কামালাতের নবুয়তের প্রারম্ভ, এই কামালাতে (নবুয়ত) পয়গম্বরগণের জন্য খাস এবং মকামে-নবুয়ত হইতে উৎপন্ন। নবিগণের পূর্ণ তাবেদার-গণও আনুসঙ্গিক ভাবে উক্ত কামালাতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

আওর তিনি উহার ২৯৯।৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

بايد دانست كه منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شده است علية وعلى آلة الصلوات و التسليمات اما از كمالات آن منصب بطريق تبعيت متابعان او را نصيب كامل است اين كمالات در طبقة صحابة بيشتر است و در

تابعین و تبع تابعین نیز این دولت بر سبیل قلت سرایت کرده است بعد ازان رو باستتار آورده است و غلبهٔ کمالات ولایت ظلی جلوه گر گشته است اما امید ست که بعد از مضی الف این دولت از سر تازه گردد و غلبه و شیوع پیدا کند و کمالات اصلی رو بظهور آرند و ظلی استتار پیدا کنند و حضرت مهدي علیه الرضوان بظاهر و باطن مروج این نسبت علیه باشند - ای فرزند تابع کامل نبي علیه و علی آله الصلوة و السلام چون بتبعیت کمالات مقام نبوت را تمام کند اگر از اهل مناصب است بمنصب امامتش سر فراز میسازند ❋

জানা উচিত যে, নবুয়তের দরজা খাতেমোল-আম্বিয়া (ছাঃ)এর উপর শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উক্ত দরজার কামালাতের পূর্ণ অংশ আনুসঙ্গিক ভাবে তাঁহার তাবেদারগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কামালাত ছাহাবা সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ ছিল, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প পরিমাণ এই সম্পদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে উহা অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং বেলাএতেজেল্লির কামালাত প্রবল ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আশা করি, এক সহস্র বৎসর পরে এই সম্পদ নূতন ভাবে সঞ্জিবিত হইবে এবং প্রবল ভাবে প্রকাশিত হইবে। কামালাতে-আছলি প্রকাশিত হওয়ায় কামালাতে-জেল্লি অপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। হজরত মাহদী (রাঃ) স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে এই উন্নত নেছবত প্রচার করিবেন।

হে পুত্র, যখন নবি (ছাঃ)এর পূর্ণ অনুসরণকারী আনুসঙ্গিক ভাবে মকামে-নবুয়তের কামালাত শেষ করেন, যদি তিনি পদ প্রাপ্তির

উপযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে এমামতের পদ দ্বারা গৌরবান্বিত করেন।”

এইরূপ তিনি উহার ৪৩৩।৪৩৪ পৃষ্ঠায় উক্ত মর্ম্ম লিখিয়াছেন।

তৎপরে তিনি উহার ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

کمل تابعان آن سرور علیه الصلوة و السلام اگرچه بواسطهٔ اتباع آنحضرت علیه الصلوة و السلام و التحیهٔ از تجلی ذات که بالاصالهٔ خاصهٔ آنحضرت علیه الصلوة و السلام نصیب است و سائر انبیاء را علی نبینا و علیهم الصلوات و التسلیمات تجلیات صفات است و تجلی ذات اشرف است از تجلی صفات لیکن باید دانست که انبیا را علی نبینا و علیهم الصلوات و التحیات در تجلیات صفات مراتب قرب حاصل است که کمل تابعان این امت را نیست باوجود تجلی ذات بطریق تبعیت مثلا شخصی بمحبت جمال آفتاب مدارج عروج را طی کرده بآفتاب برسد درمیان آفتاب و او غیر از حائل دقیقی نماند و شخص دیگر باوجود محبت ذات آفتاب در عروج بآن مراتب عاجز است - هرچند میان او و آفتاب حائل درمیان نیست که شک نیست که شخص اول نزدیک تراست بآفتاب و عالم تراست بکمالات دقیقهٔ او - پس در هر که قرب بیشتر است و معرفت زیاده تر فاضل تراست - پس هیچ ولی از اولیاء این امت که خیر الامم است باوجود افضلیت پیغمبر خویش بمرتبهٔ هیچ نبی از انبیا نرسد اگرچه بواسطه متابعت پیغمبر خویش از

مقام مابه الافضلية نصيبى حاصل شود فضل كلى انبيا راست اوليا طفيلى اند *

তাজল্লিয়ে-জাত প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের নবি (ছাঃ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনুসরণ করার জন্য তাঁহার কামেল তাবেদারগণ উহার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য নবিগণকে তাজাল্লিয়ে-ছেফাতি প্রদান করা হইয়াছে। তাজাল্লিয়ে-জাতি তাজাল্লিয়ে-ছেফাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা জানা উচিত, অন্যান্য পয়গম্বরগণ তাজাল্লিয়ে-ছেফাতি দ্বারা যেরূপ নৈকট্যের দরজা লাভ করিয়াছিলেন, এই উম্মতের কামেল তাবেদারগণ পরোক্ষ ভাবে তাজাল্লিয়ে-জাতি লাভ করিয়াও উক্ত দরজায় পৌঁছিতে পারেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, একটী লোক সূর্য্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী পথ সকল অতিক্রম পূর্ব্বক সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিল না। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি সূর্য্যের প্রেমলাভ সত্ত্বেও সূর্য্য পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম থাকিল। যদিও এই ব্যক্তির ও সূর্য্যের মধ্যে কোন অন্তরাল নাই, তথাচ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রথম ব্যক্তি (দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা) সূর্য্যের অধিকতর সন্নিকট এবং উহার স্বরূপের কামালাতের বিষয় সমধিক অভিজ্ঞ হয়।

কাজেই যে ব্যক্তি নৈকট্য লাভে ও তত্ত্বজ্ঞানে সমধিক অগ্রগণ্য, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর। এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের কোন ওলি নিজের পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার অনুসরণের জন্য শ্রেষ্ঠতর দরজার অংশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও কোন নবীর দরজায় পৌঁছিতে পারেন না। পয়গম্বরগণ সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অলিগণ তাঁহাদের তোফায়লি।"

খাঁ ছাহেবের সংস্কারক মাওলানা ছাহেব ছেরাতোল-মোস্তাকিমের ৬।৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اکابر این امت یعنی ائمۂ طریقت و پیشوایان حقیقت
اگرچہ بکمالات طریقت نبوت متصف ٭

"এই উম্মতের বোজর্গগণ অর্থাৎ তরিকতের এমামগণ ও হকিকতের নেতাগণ তরিকে-নবুয়তের কামালাতের গুণে গুনান্বিত ছিলেন।"

আরও তিনি উহার ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حضرت ایشان را بجناب ایشان در طریقۂ نقشبندیہ
شرف بیعت حاصل شد و ازیمن حصول بیعت و برکت
توجہات آنجناب معاملاتی بس شگرف رو نمود کہ بسبب
ہمان وقائع عجیبہ کمالات طریق نبوت کہ مجملا در بدو
فطرت مندرج بود بہ تفصیل و شرح انجامید ٭

"হজরত ছৈয়দ আহমদ রহমতুল্লাহে আলায়হের নকশবন্দীয়া তরিকাতে হজরত শাহ আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলায়হের নিকট মুরিদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল, উক্ত জনাবের তাঁওয়াজ্জোহ ও বয়রত লাভের বরকতে বহু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, উক্ত বিস্ময়কর ব্যাপারগুলির জন্য তরিকে-নবুয়তের কামালাত যাহা অস্পষ্টভাবে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ছিল, বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।"

যশোহর খড়কি নিবাসি মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব মরহুম এরশাদে-খালেফিয়া কেতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তরিকতপন্থীর উপর কামালাতে-নবুয়তের ফয়েজ পতিত হয়।

ইহাতে বুঝা গেল যে, পীরেরা কামালাতে-নবুয়তের মোরাকাবা করিলে, উহার ফয়েজ (আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ) লাভ করিয়া

থাকেন, ইহাতে পীরেরা নবি হইতে পারেন না বা নবুয়তের দরজায় পৌঁছিতে পারেন না।

হজরত এমাম রব্বানি, হজরত শাহ আবদুর রহিম, হজরত শাহ অলি-উল্লাহ, হজরত শাহ আবদুল আজিজ, হজরত মোজাদ্দেদে বেরেলি, এমন কি খাঁ ছাহেবের মানিত মাওলানা শহীদ এই মত ধারণ করিতেন।

খড়কি নিবাসী মরহুম মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব এরশাদোত্তালেবিনে এই মত ধারণ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি তরিকত, মা'রেফাত ও হকিকতের এক অক্ষর জানে না, সেই কেবল দাবি করিয়া থাকে যে, কামালাতে-নবুয়তের মোরাকাবা সিদ্ধ হইলে, নবুয়তের দাবি করা হয়।

এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, হজরত এমাম রাব্বানি, শাহ অলি-উল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ, মোজাদ্দেদে বেরিলি হজরত ছৈয়দ আহমদ (রাঃ) কি পয়গম্বরী দাবি করিয়াছিলেন। ১৩৩৬ সালের মোহাম্মদী পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় প্রথম কলমে ইহাতে নবুয়তের দাবি করার অপবাদ করা হইয়াছে, বলি যদি ইহাতে নবুয়তের দাবি করা হয়, তবে খাঁ ছাহেবের ভাষায় যিনি মোছলেম ভারতের নব-জাগরণের সর্ব্বপ্রধান প্রতীক ও সংস্কারক, সেই হজরত শহীদ এইরূপ মত ধারণ করিলেন কেন?

যশোহর জেলার একজন দদ্রু পাউডার বিক্রেতা যাহার পেটে ডুবুরি নামাইয়া দিলে, আরবি কোর-আন, হাদিছ, ফেকহ, তরিকত, হকিকত ও মা'রেফাত কিছু পাওয়া যাইবে না, তিনিই হঠাৎ মাওলানা সাজিয়া এইরূপ উদ্ভট মত আবিষ্কার করিয়াছেন।

আবার সেই ভুইফোড় মাওলানা হঠাৎ খাদেম, আহলে-হাদিছ ও মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় উদয় হইয়াছেন।

কোর-আনে আছে ;— ان جاء فاسق بنبأ فتبينوا

"যদি কোন ফাছেক কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তদন্ত করিয়া লও।"

খোদার এই কালাম অনুসারে সংবাদপত্র লেখকগণের বুঝা উচিত ছিল, ভুইফোড় পরনিন্দুকের কথা বিনা তদন্তে পত্রস্থ করা উচিত নহে, যে কাগজগুলি এইরূপ মিথ্যা অপবাদমূলক সংবাদ প্রচার করে, প্রকৃত ইমানদারগণ উহা স্পর্শ করিবেন কি? তাঁহাদের উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কি? হঠাৎ মাওলানা একথা বুঝিলেন না যে, من حفر بئرا لاخيه خر بنفسه "যে ব্যক্তি নিজের ভাইর জন্য কুণ্ডা খনন করে, সে নিজে উহাতে পতিত হয়।"

তাহার কথায় ত খড়কির মৌলবী আবদুল করিম মরহুম নবুয়তের দাবিদার ছিলেন, এইরূপ নিরক্ষর লোকের হস্তে কালি-কলম থাকিলে, ইছলাম দুনইয়া হইতে অদৃশ্য হইতে আর বেশী সময় লাগিবে না।

খাঁ ছাহেবের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারের কথা এই পর্য্যন্ত সাঙ্গ করিলাম। এক্ষণে আসুন, বর্ত্তমান জামানার বিশিষ্ট হানাফি ও মোহাম্মদী আলেমগণ সঙ্গীত সম্বন্ধে কি কি ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা হউক।

বাঙ্গালা আহলে-হাদিছ হইতে উদ্ধৃত ;—

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছাহেবের সম্পাদিত উর্দ্দু "আহলে-হাদিছ" পত্রিকায় ১৯২৮ সালের ২রা নবেম্বর তারিখে জয়পুরের মাওলানা আবদুল জাব্বার ছাহেব লিখিয়াছেন ;—

"সমস্ত বাজনা নিষিদ্ধ ও হারাম, সুফী, গয়ের সুফী কাহারও জন্য ইহা হালাল নহে। হজরত ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন গানেওয়ালী (গায়িকা) নারী ও বাজনা (বাদ্যযন্ত্র) সমূহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের আধিক্য হইবে ও (অধিক সংখ্যায়) লোকে মদ খাইবে, সেই সময় তোমরা

লালবর্ণ ঝড়, ভূমিকম্প, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, মানুষের আকৃতির পরিবর্ত্তন (যেমন পশুর আকার) এই সমুদয়ের এন্তেজারী কর।" তেরমেজি এই হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন—আল্লাহতায়ালা আমাকে রহমত ও হেদাএত (পথ প্রদর্শক) স্বরূপ দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন এবং আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন বাজনা (বাদ্যযন্ত্র) সমূহকে ধ্বংস করিয়া দেই এবং মূর্খতার যুগে যে ঠাকুর পূজা হইত, তাহাও ধ্বংস করিয়া দেই।" মছনদে-আহমদ।

বেনারাছের আহলে-হাদিছ মাওলানা আবুল কাছেম ছাহেবের ফৎওয়া।

سوال

حرمت غنا قرآن پاک و احادیث طیبہ و شرع اسلام سے ثابت ہے یا نہیں ؟

الجواب

ثابت ہے قرآن مجید سورۂ لقمان میں ارشاد ہے - ومن الناس من يشتری لهو الحديث ليضل عن سبيل الله - حضرت ابن عباس رض و ابن مسعود رض قسم کھاکر فرمایا ہے کہ لهو الحديث سے یہی، گانا بجانا مراد ہے (تفسیر مدارک) تفسیر معالم میں ہے کہ ابن مسعود و ابن عباس و حسن و عکرمہ و سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ لهو الحديث سے مراد گانا بجانا ہے - اسیطرح تفسیر کشاف و درمعانی و تفسیر ثعالبي وغیرہ میں ہے -

حدیثیں بھی بہت سی آئی ہیں بیہقی میں ہے رسول الله صلعم نے فرمایا لعن الله المغنی و المغنی له یعنی گانے والا اور گوانے والا ملعون ہے - طبرانی میں ابن عمر سے مروي ہے نہی النبی صلعم عن الغناء و الاستماع الی المغنی یعنی گانا اور سننا منع ہے - مشکوة میں بیہقی کی شعب الایمان سے یہ روایت جابر رض حدیث ہے قال النبی صلعم الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع یعنی گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے کھیتی ❋

امام غزالی نے احیاء میں معاذبن جبل سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا اذهب الاسلام اللهو و الباطل و الغناء اسلام نے لہو اور باطل اور غنا کو مٹایا - فقہاء احناف میں ۷۷ شخصوں نے گانے کو حرام لکھا ہے ملاحظہ ہو فتاوي عالمگیري و جواهر الفتاوی و محیط سرخسی و تاتارخانیه و مضمرات و حقائق و اختیار الفتاوی و جامع الفتاوی و فتاوی بیہقی و حمادیه و نہایه وغیره تفصیل کے لئے ملاحظه ہو شاه عبد العزیز دهلی کا رسالہ غنا مندرجه فتاوی عزیزي جلد اول از صفحه ۶۸ تا صفحه ۷۰ ❋

محمد ابو القاسم المحمدي البنارسی

۲ جمادی الاخری جمعه سنه ۱۳۴۷ھ

سعید منزل - محله دارا نگر - بنارس سبتی

অনুবাদ।

প্রশ্ন ;—

কোর-আন পাক, হাদিছ পাক ও শরিয়তে-ইছলামে সঙ্গীত হারাম প্রমাণিত হয় কিনা ?

উত্তর ;

হাঁ, প্রমাণিত হইয়াছে।

কোর-আন শরিফের ছুরা লোকমানে আছে,—"কতক লোক লাহয়োল-হাদিছ অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোকদিগকে), খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে।"

(হজরত) এবনো-আব্বাছ ও এবনো-মছউদ (রাঃ) কছম করিয়া বলিয়াছেন যে, লাহয়োল-হাদিছের অর্থ সঙ্গীত ও বাদ্য। (তফছিরে-মাদারেক)। তফছিরে-মায়ালেমে আছে, এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ, হাছান, একরামা ও ছইদ বেনে জোবাএর (রাঃ) বলিয়াছেন, লাহয়োল-হাদিছের অর্থ গান বাজনা। এইরূপ তফছিরে-কাশ্যাফ, দোরের্‌ল-মায়ানি ও তফছিরে-ছায়ালাবিতে আছে।

এ সম্বন্ধে অনেক হাদিছ আছে, বয়হকিতে আছে, রাছুলুল্লাহে (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—

"আল্লাহতায়ালা সঙ্গীতকারী এবং যাহার জন্য সঙ্গীত করা হয়, উভয়ের উপর লা'নত করিয়াছেন। তেবরাণিতে এবনো-ওমার হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে,—নবি (ছাঃ) সঙ্গীত ও উহা শ্রবণ করা নিষেধ করিয়াছেন।"

মেশকাতে বয়হকির শোয়াবোল-ইমানের বরাতে জাবেরের রেওয়াএতে লিখিত হইয়াছে, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীত মোনাফেকি উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি শস্য উৎপন্ন করে।

এমাম গাজালি এহইয়াওল-উলুমে মোয়াজ বেনে-জাবালের রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, ইছলাম ক্রীড়া, বাতিল বিষয় ও সঙ্গীত লোপ করিয়াছেন।

৭৭ জন হানাফী ফকিহ্ সঙ্গীত হারাম লিখিয়াছেন। ফাতাওয়ায়-আলমগিরি, জওয়াহেরোল-ফাতাওয়া, মহিতে-ছারাখছি, তাতারখানিয়া, মোজমারাত, হাকায়েক, এখতিয়ারোল-ফাতাওয়া, জামেয়োল-ফাতাওয়া, বয়হকি, হাম্মাদিয়া, নেহায়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে, মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের 'রেছালায়-গেনা'—যাহা ফাতাওয়ায়-আজিজির ১ম খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা হইতে ৭০ পৃষ্ঠায় আছে, পাঠ করুন।

মোহম্মদ আবুল কাছেম মোহম্মদী বেনারাছি
ছইদ মঞ্জেল, মহাল্লা দারানগর, বেনারছ ছিটি,
২রা জামাদিওল-ওখরা, ৪৭ হিঃ।

দিল্লীর মুফ্‌তি মাওলানা কেফাইয়াতুল্লাহ ছাহেবের ফৎওয়া।

سوال

جناب مولانا صاحب بنگال کے بعض مولوي صاحب فتوی دیتے هیں کہ قرآن و صحیح حدیث و فقہ میں حرمت غنا ثابت نہیں هے آیا یہ فتوی صحیح هے یا نہیں تحریر فرماکر ممنون فرماوے *

جواب

غنا کی حرمت کے عدم ثبوت کا فتوی دینا قرآن وحدیث و فقہ سے غلط هے کیونکہ تینون سے غنا کي حرمت

ثابت ہے فتاوی شامی میں ہے قوله قال ابن مسعود الخ
رواہ فی السنن مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیه وسلم
بلفظ ان الغناء ینبت النفاق فی القلب کما فی غایۃ
البیان و ذکر شیخ الاسلام ان کل ذلك مکروہ عند علمائنا
واحتج بقوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث
الآیة تینوں سے حرمت ثابت ہوگئی ٭

(مولانا) کفایت اللہ (مفتی مدرسہ امینیه دهلی)

প্রশ্ন ঃ

জনাব মাওলানা ছাহেব, বঙ্গদেশের কোন মৌলবি ছাহেব ফৎওয়া দিতেছেন যে, কোর-আন, হাদিছ ও ফেকহের কেতাবে সঙ্গীতের হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না। এই ফৎওয়াটী ছহিহ কিনা, লিখিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর ঃ

কোর-আন, হাদিছ ও ফেকহ হইতে সঙ্গীতের হারাম না হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া ভ্রান্তিমূলক, কেননা উক্ত তিন দলীল হইতে উহা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ফাতাওয়ায়-শামিতে আছে, ছোনান গ্রন্থে নবি (ছাঃ)এর এই হাদিছটী (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় সঙ্গীত অন্তরে মোনাফেকি উৎপন্ন করে, ইহা গায়াতোল-বায়ানে আছে। শায়খোল-ইছলাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত আমাদের নিকট ছুষিত বিষয়। কি লোকমানে و من الناس من یشتری لهو الحدیث এই আয়ত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কোর-আন, হাদিছ ও ফেকহ হইতে ইহা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হইল।

(মাওলানা) কেফাএতুল্লাহ (মাদ্রাছা আমিনিয়া, দেহলী।)

মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেবের ফৎওয়া।

جناب مولانا صاحب' ایک مولوی صاحب فتوی دیتے هیں که حرمت غنا قرآن و حدیث صحیح میں نہیں هے آیا یه فتوی صحیح هے یا نہیں؟

الجواب

یه فتوی غلط هے مشکوة باب بیان الخمر میں حدیث هے که حضور صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالی نے مجکو عالم کے رحمت بناکر بهیجا هے اور مجکو میرے رب نے معازف و مزامیر کے متانے کا حکم دیا هے رواه احمد اور بهت احادیث اسکی مذمت میں آئی هیں - فقط *

اشرف علی

প্রশ্ন ঃ

জনাব মাওলানা ছাহেব, একজন মৌলবী ছাহেব ফৎওয়া দিতেছেন যে, কোর-আন ও ছহিহ হাদিছে সঙ্গীতের হারাম হওয়ার প্রমাণ নাই, এই ফৎওয়াটী ছহিহ কিনা ?

উত্তর ঃ

এই ফৎওয়াটী ভ্রান্তি-মুলক।

মেশকাতের 'বায়ানোল-খমরে'র অধ্যায়ে এই হাদিছটী আছে ;—

হজরত (ছাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে জগতের রহমত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আর আমার প্রতিপালক আমাকে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতযন্ত্র ধ্বংস করার আদেশ দিয়াছেন। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আরও বহু হাদিছ এই সঙ্গীতের নিন্দাবাদে আসিয়াছে। ইতি

(আশরাফ আলি)

ছাহারাণপুরের মাদ্রাছা মাজাহেরে ওলুমের মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া।

جناب مولانا صاحب ' ایک مولوي صاحب فتوی دیتے
هیں که حرمت غنا قرآن و حدیث صحیح میں نہیں هے -
آیا یه فتوی صحیح هے یا نہیں؟

الجواب

حرمت غنا کے بارے میں متعدد احادیث وارد هیں
ابو داؤد شریف میں خود ایک حدیث نقل کی هے اور
بعضی نسخوں میں ابو داؤد کے اور بہت سے احادیث
درج هیں چنانچه ایک روایت میں ابو وائل کا قول نقل
کیا هے که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے
هیں که غنا نفاق پیدا کرتی هے اور خود قرآن شریف میں
موجود هے و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن
سبیل الله الخ اور پھر امت کا اجماع اسکے حرمت میں
هے علامه شامی نے نقل کی هے اسلئے کسی کا یه کہنا که غنا
کی حرمت ثابت نہیں هے غلط هے شامی میں هے و قد نقل
فی البزازیة عن القرطبی اجماع الائمة علی حرمة هذا
الغناء و ضرب القصب و الرقص *

الجواب صحیح

عبد اللطیف عفا الله عنه

مدرس مدرسه مظاهر علوم سہارنپور

رقمه ضیاء احمد عفی عنه

۱۲ جمادی الثانی سنه ۴۷ھ یوم دوشنبه

"সঙ্গীতের হারাম হওয়া সম্বন্ধে বহু হাদিছ আসিয়াছে। আবুদাউদ শরিফে একটী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। আবুদাউদের কোন নোছখাতে অনেকগুলি হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়াএতে আবু ওয়াএলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিতেছেন, সঙ্গীত মোনাফেকি উৎপন্ন করে।

আরও কোর-আন শরিফে আছে ;—

"লোকের মধ্যে কেহ কেহ 'লাহয়োল-হাদিছ' (সঙ্গীত বাদ্য) অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোকদিগকে) খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে।"

আরও সঙ্গীতের হারাম হওয়ার প্রতি উম্মতের এজমা হইয়াছে, আল্লামা শামি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সঙ্গীতের হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় নাই, তিনি ভ্রান্তিমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শামি কেতাবে আছে ;—

বাজ্জাজিয়া কেতাবে কোরতবি হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সঙ্গীত, বাঁশি বাজান ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন হ[illegible] হওয়ার প্রতি এমামগণ এজমা করিয়াছেন।

জিয়া আহমদ,

আবদুল লতিফ

ছাহারাণপুরের মাদ্রাছা মাজাহেরে-উলুমের মোদাররেছ।

বোম্বাই ছুরাতের জামেয়ায়-ইছলামিয়ার মাওলানা আতিকোর রহমান ছাহেবের ফৎওয়া।

الجواب

رواج متعارف کے مطابق جو گانا بجانا ہوتا ہے اسکی حرمت کی، قرآن و سنت اور فقہ میں تصریح ہے در مختار میں ہے ودلت المسئلة على ان الملاهي كلها حرام قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات وقال تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث الاية (جاء في التفسير ان المراد الغناء *

كتبه عتيق الرحمن

جامعة اسلامية (سورت بمبئى)

"প্রচলিত নিয়মে যে সঙ্গীত বাদ্য হইয়া থাকে, উহার হারাম হওয়ার প্রমাণ স্পষ্টভাবে কোর-আন, হাদিছ ও ফেকহে বর্ত্তমান আছে। দোরে'ল-মোখতারে আছে, এই মছলা দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্ত ক্রীড়া হারাম।

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন ;—ক্রীড়াজনক শব্দ ও সঙ্গীত অন্তরে মোনাফেকী উৎপন্ন করে, যেরূপ পানি ঘাস উৎপন্ন করে।

আল্লাহ বলিয়াছেন, লোকদের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, লাহয়োল-হাদিছ অবলম্বন করে. উদ্দেশ্য এই যে, (লোকদিগকে) আল্লাহতায়ালার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। তফছিরে আছে যে, লাহয়োল-হাদিছের মর্ম্ম সঙ্গীত।"

আতিকর রহমান

জামেয়ায়-ইছলামিয়া, ছুরত (বোম্বাই)।

পাঠক, হানাফী ও মোহাম্মদী প্রবীণ প্রবীণ আলেমদিগের ফৎওয়া দ্বারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, খাঁ ছাহেবের সঙ্গীত হালাল হওয়ার ফৎওয়ার একেবারে বাতীল।

উক্ত মাসিক, ২।৩ পৃষ্ঠা ;—

হজরত রছুলে-করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমতি—এমন কি স্থান বিশেষে আদেশ পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

প্রথম দাবীর প্রমাণ ;—

(ক) খালেদ নামক একজন তাবেয়ী বলিতেছেন—আশুরার দিন আমরা মদিনায় ছিলাম, সেখানে স্ত্রীলোকেরা দফ বাজাইতেছিল, আর গান গাহিতেছিল। ......আমরা এ সম্বন্ধে মোআউজের কন্যা রবীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—আমরা বাসর কালে হজরত আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তুমি যেমন ভাবে বসিয়া আছ, অমনি করিয়া আমার বিছানার উপর উপবেশন করিলেন। আমাদের দাসীরা তখন দফ বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। (বোখারি, আবুদাউদ, এবনে-মাজা প্রভৃতি)।

আমাদের উত্তর।

খাঁ ছাহেব এস্থলে ছহিহ বোখারি হইতে হজরতের সাক্ষাতে গান গাওয়ার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহার বাতীল দাবি, কেননা ছহিহ বোখারির এই হাদিছে সঙ্গীত করার কথা নাই।

আমি এস্থলে ছহিহ বোখারির ২।৭৭৩ পৃষ্ঠা হইতে হাদিছটী উদ্ধৃত করিতেছি ;—

قال قالت الربيع بنت معوذبن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين *

"খালেদ বলিয়াছেন, আফরার পুত্র মোয়াওয়েজের কন্যা রোবাই বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) আমার বাসর কালে আগমন পূর্ব্বক (আমার নিকট) উপস্থিত হইলেন, তুমি যেরূপ আমার নিকট বসিয়া আছ, সেইরূপ তিনি আমার বিছানায় বসিলেন, তখন আমাদের বালিকাগণ দফ বাজাইতে লাগিল এবং আমাদের যে পিতৃগণ বদরের দিবস হত হইয়াছিল, তাহাদের চরিত্রাবলী ও গুণাবলী বর্ণনা করিতে লাগিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা জানেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি এই কথা পরিত্যাগ কর এবং যাহা বলিতেছিলে, তাহাই বল।"

পাঠক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কতকগুলি শিশু-বয়স্কা কন্যা দফ বাজাইতেছিল এবং পিতৃগণের সুখ্যাতিসূচক শ্লোক পড়িতেছিল।

খাঁ ছাহেব 'বালিকাগণ' অনুবাদ না করিয়া 'দাসিরা' অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি লোকদিগকে ধোকায় ফেলিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন, শিশুরা দফ বাজাইলে, বয়স্ক লোকদিগের দফ বাজান হালাল হইতে পারে না, এই সত্য কথা গোপন করার জন্য তিনি এইরূপ ধাঁধাঁজনক অনুবাদ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব এই হাদিছে কি সঙ্গীত করার কোন কথা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন?

তৎপরে খাঁ ছাহেব উক্ত হাদিছটী আবুদাউদ ও এবনো-মাজায় থাকার দাবি করিয়াছেন, আবুদাউদে উহার সন্ধান পাওয়া গেল না, খাঁ ছাহেব উহার সন্ধান প্রকাশ করিতে বাধ্য।

হাঁ, এবনো-মাজার ১৩৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে ;—

قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء و الجواري يضربن بالدف و يتغنين ندخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي، وعندي جاريتان تغنيان و تندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر و تقولان فيما تقولان و فينا نبي يعلم مافي غد فقال اما هذا فلا تقولوه ما يعلم مافي غد الا الله ❋

"খালেদ বলেন, আমরা আশুরার দিবস মদিনাতে ছিলাম, এমতাবস্থায় কয়েকটী বালিকা দফ বাজাইতে লাগিল এবং কবিতা পাঠ করিতে লাগিল। ইহাতে আমরা মোয়াওয়েজের কন্যা রোবাইএর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা তাহার নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার বাসরের প্রত্যুষে (আমার নিকট) উপস্থিত হইলেন, আমার নিকট দুইটী বালিকা ছিল—তাহারা কবিতা পড়িতেছিল, আমাদের যে পিতৃগণ বদরের দিবস হত হইয়াছিল, তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিতেছিল এবং তাহাদের কথা প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছিল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন—যিনি কল্য কি হইবে, তাহাও জানেন। হজরত বলিলেন, তোমরা ইহা বলিও না, কল্য কি হইবে, তাহা আল্লাহ ব্যতীত কেহ জানে না।"

খাঁ ছাহেব যে ভাবে হাদিছটীর অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ছহিহ বোখারি হাদিছের অনুবাদ নহে এবং এবনো-মাজার হাদিছের অনুবাদ নহে।

তিনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের দাসীরা তখন দফ বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল, ইহা বোখারির হাদিছে নাই, এবনো-মাজার হাদিছে নাই।

ছহিহ বোখারিতে আছে. جويرات ইহার অর্থ অল্পবয়স্ক কন্যাগণ। এবনো-মাজাতে আছে, جاريتان দুইটী বালিকা। খাঁ ছাহেব আমাদের দাসিগণ বলিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক অনুবাদ। তিনি تغنيان , يتغنين শব্দদ্বয়ের অর্থ যে 'গান করিতে-ছিল,' বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে, বরং ইহার অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'তাহারা কবিতা পাঠ করিতেছিল', ইহার প্রমাণ পরে লিখিত হইবে।

মূলকথা ছহিহ বোখারি ও এবনো-মাজার হাদিছে সঙ্গীত করা প্রমাণিত হয় না।

তৎপরে খাঁ ছাহেব লিখিতেছেন ;—

মোছলেম কুল-জননী বিবি আয়েশা বলিতেছেন ;—আনছার গোত্রের একটী বালিকা আমার প্রতিপালনাধীনে ছিল। তাহার বিবাহের পর হজরত শুভাগমন করিয়া বলিলেন—আয়েশা, একি রকম! গানের ব্যবস্থা কর নাই কেন? নববধুর সঙ্গে একজন গায়িকা তাহার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দাও—আনছার বংশ খুবই সঙ্গীত-প্রিয়। বোখারি, এবনো-মাজা ও এবনো-হাব্বান।

আমাদের উত্তর।

ছহিহ বোখারির ২।৭৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে ;—

عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو *

"আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক একজন আনছারি পুরুষের বাসরে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তোমাদের সঙ্গে কি কোন তামাশা ছিল না, কেননা আনসারেরা তামাশা পছন্দ করিয়া থাকেন।"

এই বোখারির হাদিছে তামাশাজনক বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই।

এবনো-মাজার ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

عن ابن عباس قال انكحت عايشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهديتم الفتاة قالوا نعم قال ارسلتم معها من يغني قالت لا فقال رسول الله عليه وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم *

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, (হজরত) আএশা তাঁহার একজন আনছারি আত্মীয়া স্ত্রীলোকের বিবাহ দিয়াছিলেন, তৎপরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা কি যুবতীকে পাঠাইয়া দিয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, তোমরা কি তাহার সহিত কবিতা-পাঠকারীকে পাঠাইয়াছ? (হজরত) আএশা বলিলেন, না। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, আনছার গোত্রের মধ্যে গজল (কবিতা পাঠ) আছে। যদি তোমরা তাহাদের সহিত এরূপ ব্যক্তিকে পাঠাইতে যে বলিত, اتيناكم اتيناكم আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, فحيانا وحياكم অনন্তর খোদা আমাদিগকে জীবিত রাখুন এবং তোমাদিগকে জীবিত রাখুন।"

ইহাতে স্বয়ং নবি (ছাঃ) غنا 'গেনা' শব্দের অর্থ কবিতা পাঠ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবনো-হাব্বানের হাদিছটী মেশকাতের ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

عن عايشة قالت كانت عندي جارية من الانصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عايشة الاتغنين فان هذا الحي من الانصار يحبون الغناء *

আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট আনসারি একটী বালিকা ছিল, আমি তাহার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে আয়েশা, তুমি কি কবিতা পাঠের ব্যবস্থা কর নাই ? নিশ্চয় এই আনছারি গোত্র কবিতা পাঠ পছন্দ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত তিনটী হাদিছে সঙ্গীত করার প্রমাণ হয় না, বরং গজল পাঠ করার প্রমাণ হয়।

খাঁ ছাহেব উহার ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

বিবি আয়েশা বলিতেছেন—একদা ঈদের সময় হজরত সর্ব্বাঙ্গ কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, আর দুইজন জারিয়া সেখানে বসিয়া দফ বাজাইয়া বাজাইয়া বোআছের সঙ্গীত গান করিতেছে, এমন সময় আমার পিতা সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে ভং সনা করিয়া বলিলেন—একি ! হজরতের সমক্ষে শয়তানের ঝঙ্কার ! হজরত তখন মুখের কাপড় ফেলিয়া বলিলেন— আবুবকর, ক্ষান্ত হও, সকল জাতির একটা উৎসব আছে, ইহাদেরও আজ উৎসবের দিন। (বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি)।

আমাদের উত্তর।

খাঁ ছাহেব অনুবাদ করিতে ছহিহ বোখারির দুইটী হাদিছ একসঙ্গে যোগ করিয়াছেন; কিন্তু জরুরি একটি কথার অনুবাদ

করেন নাই এবং جاريتان শব্দের অর্থ দুইটী বালিকা, কিন্তু তিনি উহার অনুবাদ না করিয়া দুইটি জারিয়া লিখিয়াছেন।

تغنيان শব্দের অর্থ কবিতা পড়িতেছিল, খাঁ ছাহেব সেইস্থলে সঙ্গীত করিতেছিল, এই ভ্রমাত্মকরূপ অর্থ লিখিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি, ১।১৩০ পৃষ্ঠা ;—

عن عايشة قالت دخل على النبى صلى الله عليه و سلم و عندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش و حول وجهه و دخل ابوبكر فانتهرنى و قال مزمارة الشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما خرجتا *

আএশা বলিয়াছেন, আমার নিকট নবি (ছাঃ) এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলেন যে, আমার নিকট দুইটী বালিকা 'বোয়াছ' এর কবিতা পাঠ করিতেছিল, হজরত বিছানায় শয়ন করিলেন এবং নিজে চেহারা ফিরাইয়া লইলেন, আবুবকর (রাঃ) উপস্থিত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, নবি (ছাঃ)এর নিকট শয়তানের ঝঙ্কার? ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি বালিকাদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও। যে সময় তিনি অন্যমনস্ক হইলেন, আমি উভয়কে চক্ষের ইশারা করিলে, তাহারা বাহির হইয়া গেল।"

দ্বিতীয় হাদিছ ;—

عن عايشة قالت دخل ابو بكر و عندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت و ليستا بمغنيتين فقال ابو بكر امز امير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذلك في

يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا و هذا عيدنا ❋

আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবুবকর (রাঃ) এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলেন যে, আনসারি বালিকাগণের মধ্যে দুইটী বালিকা আমার নিকট 'বোয়াছ'এর দিবস—যাহা আনছারেরা পরস্পরে বলিয়াছিল, তৎসংক্রান্ত কবিতা পড়িতেছিল. হজরত আএশা বলিয়াছেন, বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না। ইহাতে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর গৃহে শয়তানের ঝঙ্কা'র? উহা ইদের দিবস ছিল। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুবকর, প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে, ইহা আমাদের ইদ।"

ছহিহ মোছলেম, ১।২৯১ পৃষ্ঠা :—

جاريتان تلعبان بدف تغنيان و تضربان

"দুইটী বালিকা দফ বাজাইতেছিল. কবিতা পাঠ করিতেছিল।"

এক্ষণে আসুন, تغنيان শব্দের অর্থ কি, তাহাই অনুধাবন করুন।

এবনোল-আছির 'নেহায়া'র ৪।১৮৭ লিখিয়াছেন :—

و عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث اى تنشدان الاشعار التى قيلت يوم بعاث وهى حرب كانت بين الانصار و لم ترد الغناء المعروف بين اهل اللهو و اللعب ❋

"আমার নিকট দুইটী বোয়াছের 'গেনা' করিতেছিল, ইহার অর্থ এই যে, উক্ত বালিকাদ্বয় বোয়াছের দিবস যে কবিতাগুলি পাঠ করা হইয়াছিল ; তৎসমুদয় পড়িতেছিল, আনছারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা 'বোয়াছ' নামে অভিহিত হইয়াছে, ক্রীড়া ও কৌতুককারিদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত অর্থে হজরত আএশা (রাঃ) 'গেনা শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।"

আল্লামা শেখ মোহাম্মদ তাহের 'মাজমায়োল-বেহার' কেতাবের ৩।৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فيه جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث اى تنشدان اشعارا قيلت يوم بعاث وهو حرب كان بين الانصار ولم ترد الغناء المعروف بين اهل اللهو و اللعب *

"দুইটী বালিকা বোয়াছের দিবসের 'গেনা' পাঠ করিতেছিল, অর্থাৎ আনছারদের প্রসিদ্ধ বোয়াছ যুদ্ধে যে কবিতাগুলি পাঠ করা হইয়াছিল, বালিকাদ্বয় তৎসমস্ত পাঠ করিতেছিল, তিনি এই অর্থে বলেন নাই যে, উভয়ে ক্রীড়া কৌতুককারিদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত করিতেছিল।"

আল্লামা এবনোল-হাজ্জ 'মদখল' কেতাবের ২।১৫৭।১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

واحتج بعضهم على اباحة الغناء بما روي عن عايشة رضى الله عنها انها قالت دخل علي ابو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث (الى) والجواب عنه ان تعرف اولا حقيقة الغناء وذلك ان للفظ الغناء معنين لغوي وعرفي، فيحمل الحديث على اللغوي تقولها تغنيان اى ترفعان اصواتها بانشاد الشعر ونحن لانذم انشاد الشعر ولا نحرمه وانما يصير الشعر غناء مذموما ان اللحن وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهى الشهوة الطبعية كل من رفع صوته بالغناء لحن والذ واطرب فالممنوع والمكروه انما هو اللذيذ المطرب ولم يعقل من هذا الحديث

ان صوتهما كان لذيذا مطربا وهذا هو سر المسئلة فافهمه وقد روي البخاري هذا الحديث عن عايشة رضي الله عنها قالت في آخره وليستا بمغنيتين فنفت الغناء عنهما والدليل على هذا انه ما نقل عنها بعد بلوغها الاذم الغناء و المعازف على ما بينا و قد كان ابن اخيها القاسم بن محمد يذم الغناء و قد اخذ العلم عنها و تادب بها ❋

"কতক লোক সঙ্গীত হালাল হওয়ার প্রতি (হজরত) আএশার রেওয়াএতটি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন—নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট আনসারী দুইটী বালিকা আনছারেরা বোয়াছের দিবস যাহা পাঠ করিয়াছিল, তাহা 'গেনা' করিয়াছিল, ... ইহার উত্তর এই যে, তুমি প্রথমে 'গেনা' শব্দের মর্ম্ম জান, উহা এই যে, গেনা শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত দুই প্রকার অর্থ আছে, এস্থলে উক্ত হাদিছটীর আভিধানিক অর্থ গৃহীত হইবে। হজরত আএশার এই কথা যে, تغنيان বালিকাদ্বয় 'গেনা' করিতেছিল—অর্থাৎ তাহারা কবিতা পাঠ করিতে উচ্চশব্দ করিতেছিল। আমরা কবিতা পাঠ নিষেধ করি না এবং হারাম বলি না। কবিতা ঐ সময় নিষিদ্ধ গেনা হয়—যখন কবিতা পাঠ-কারী উহার শব্দ মুখের মধ্যে ঘুরাইতে থাকে, রাগ-রাগিণী করিতে থাকে এবং এরূপ কার্য্য করিতে থাকে যে, আনন্দ উৎপাদন করে এবং অন্তর অর্থাৎ প্রকৃতি-নিহিত কামভাব উত্তেজিত করে। যে ব্যক্তি সঙ্গীত করিতে নিজের শব্দ উচ্চ করে, সে রাগরাগিণী করে, রিপুর শান্তি প্রদান করে এবং আনন্দ উৎপাদন করে। যে কবিতা অন্তরে স্ফূর্ত্তি প্রদাতা আনন্দদায়ক হয়, তাহাই নিষিদ্ধ ও দূষিত। উক্ত হাদিছ হইতে বুঝা যায় না যে, উক্ত

বালিকাদ্বয়ের স্বর স্ফুর্ত্তি প্রদাতা আনন্দদায়ক ছিল। ইহাই এই মছলার নিগূঢ়তত্ত্ব, তুমি ইহা বুঝিয়া রাখ।”

বোখারি এই হাদিছটী (হজরত) আএশার (রাঃ) ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি উহার শেষে বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না, ইহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গীত করা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, (হজরত) আএশার বালেগা হওয়ার পরে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সমূহের নিন্দাবাদ ব্যতীত উল্লিখিত হয় নাই, যেরূপ আমি বর্ণনা করিয়াছি।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাছেম বেনে মোহাম্মদ সঙ্গীতের নিন্দাবাদ করিতেন, ইনি তাহার নিকট এলম ও আদব শিক্ষা করিয়াছিলেন।”

আল্লামা কোস্তোলানি ‘এরশাদোছ-ছারি’ কেতাবের ২।১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

عندي جاريتان اى دون البلوغ من جواري الانصار (تغنيان) ترفعان اصواتهما بانشاد العرب و هو قريب من الحداء ✽

“আমার নিকট দুইটী ‘জারিয়া’ ছিল—অর্থাৎ আনছারিদিগের নাবালেগা দুইটী কন্যা ছিল। তাগান্নিয়ান শব্দের অর্থ—উভয়ে আরবদের কবিতা পাঠ করিতে উচ্চশব্দ করিতেছিল, ইহা ‘হেদা’ শব্দের নিকট নিকট মর্ম্মবাচক।”

আরও ২।১৭১ পৃষ্ঠা :—

ليستا بمغنيتين نفت عنهما من طريق المعنى ما اشتبه لهما باللفظ ان الغناء يطلق على رفع الصوت و على الترنم و على الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا و انما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط و تكسير و تهييج و تشوق بما فيه تعريض بالفواحش او تصريح بما يحرك الساكن و يبعث الكامن و هذا لا يختلف فى تحريمه ✽

(হজরত আএশার এই উক্তি)—"উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীত-কারিণী ছিল না" শব্দের দ্বারা উভয়ের পক্ষে যে, (সঙ্গীত করার) সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছিল, মর্ম্মের হিসাবে তিনি তাহাদের প্রতি (আরোপিত সন্দেহ) খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, কেননা (আরবি) গেনা غناء শব্দ উচ্চশব্দ করা, মিষ্ট স্বর করা এবং মিষ্ট স্বরে উষ্ট্র চালান অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, এইরূপ কার্য্যকারী সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত হয় না। যে ব্যক্তি স্বর লম্বা ছোট করিয়া উত্তেজনা-মুলক ও আনন্দ-বর্দ্ধক সুরে এইরূপ ভাবে কবিতা পাঠ করে যে, উহাতে কুৎসিত কার্য্যের ইঙ্গিত করা হয় কিম্বা এরূপ ভাব প্রকাশ করা হয় যে, স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, ইহা হারাম হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ নাই।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ১।২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال القاضي انما كان غناهما بما هو من اشعار الحرب و المفاخرة بالشجاعة و الظهور و الغلبة - (الى) انما هو رفع الصوت بالانشاد و لهذا قالت و ليستا بمغنيتين اى ليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التشويق و الهوى و التعريض بالفواحش و التشبيب باهل الجمال و ما يحرك النفوس و يبعث الهوى و الغزل كما قيل الغناء رقية الزنا و ليستا ممن اشتهر و عرف باحسان الغناء الذي فيه تمطيط و تكسير و عمل يحرك الساكن و يبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة و كسبا و العرب تسمي الانشاد غناء و ليس هو من الغناء المختلف بل هو

مباح وقد استجازت الصحابة غنا العرب الذي هو مجرد الانشاء و الترنم و اجازوا الحداء و فعلوه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ٭

কাজি বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় যুদ্ধ, বীরত্ব ও পরাক্রম সংক্রান্ত কবিতাবলী 'গেনা' করিয়াছিল, 'গেনা' শব্দের অর্থ কবিতা পাঠ করিতে উচ্চ শব্দ করা। এই হেতু হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না—অর্থাৎ সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ আগ্রহ বর্দ্ধন, কামনা-বাসনা উৎপাদন, কুৎসিত কার্য্যগুলির ইঙ্গিত, সুন্দরিদের রূপ বর্ণনা, রিপু উত্তেজিত, রিপুর কামনা, স্ত্রীলোকদের প্রেমবার্ত্তা জাগরিত করিয়া থাকে, উক্ত বালিকাদ্বয় সেইরূপ সঙ্গীতকারিণী ছিল না।

যেরূপ বলা হইয়া থাকে, সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। উক্ত বালিকদ্বয় যে সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী থাকে, যাহা স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, উহাতে দক্ষ ও প্রসিদ্ধ ছিল না এবং উহা পেশা ও ব্যবসায় করিয়া লইয়াছিল না। আরবেরা কবিতা পাঠ করাকে গেনা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, ইহা যে 'গেনা' লইয়া মতভেদ হইয়াছে, উহার অন্তর্গত নহে, বরং উহা মোবাহ। ছাহাবাগণ যে 'গেনা'র অর্থ কেবল কবিতা পাঠ ও মিষ্টস্বরে পাঠ করা, আরবদের সেই গেনা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, আরও তাঁহারা মিষ্ট আওয়াজে উট চালান জায়েজ রাখিয়াছেন এবং উহা নবি (ছাঃ)এর সাক্ষাতে করিয়াছিলেন।"

মেরকাত, ২।২৪৯ পৃষ্ঠা ;—

ترفعنا اصواتهما بانشاد الشعر قريبا من الحداء و فى رواية للبخاري و ليستا بمغنيتين اى لا تحسنان الغناء و لا اتخذتاه كسبا و صنعة و لا تعرفان به ٭

"উক্ত বালিকাদ্বয় কবিতা পাঠ করিতে নিজেদের শব্দ উচ্চ করিত—যেরূপ উট চালাইতে উচ্চ শব্দ করা হয়। বোখারির রেওয়াএতে আছে ليستا بمغنيتين তাহারা সঙ্গীত ভাল জানিত না, উহা পেশা ও ব্যবসায় করিয়া লইয়াছিল না এবং উহা বুঝিত না।"

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারি'র ২।৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على اباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويكفي في رد ذلك تصريح عايشة في الحديث في الباب بعده بقولها وليستا بمغنيتين فنفت عنهما من طريق المعنى ما اثبتته لهما باللفظ لان الغناء يطلق على رفع الصوت وعلي الترنم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وانما يسمي بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعرض بالفواحش او تصريح - قال القرطبي قولها ليستا بمغنيتين اى ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهذا الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن وهذا النوع اذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الامور المحرمة لا يختلف في تحريمه واما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فمن قبيل ما لا يختلف فى تحريمه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب

الى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين و الصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة و تقطيعات متلاحقة و انتهى لتواقع بقوم منهم الى ان جعلوها من باب القرب و صالح الاعمال و ان ذلك يثمر سنى الاحوال و هذا على التحقيق من اثار الزندقة و قول اهل المخرقة ٭

"একদন ছুফি এই অধ্যায়ের হাদিছ দ্বারা বাদ্যসহ কিম্বা বিনা বাদ্য সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা মোবাহ হওয়ার দলীল পেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রতিবাদে ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, (হজরত) আএশা (রাঃ) পরবর্ত্তী অধ্যায়ের হাদিছে প্রকাশ করিয়াছেন. "উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না।" ইহাতে শব্দের হিসাবে উক্ত বালিকাদ্বয়ের (সঙ্গীত করার) যে সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছিলেন, অর্থের হিসাবে তাহার খণ্ডন করিয়া দিলেন, কেননা 'গেনা' غناء উচ্চ শব্দ করা, মিষ্টস্বরে পাঠ করা—যাহাকে আরবেরা 'নছব' বলিয়া থাকেন এবং মিষ্টস্বরে উট চালান (এই তিন অর্থে) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ কার্য্যকারীকে গায়ক বলা হয় না। যে ব্যক্তি রাগরাগিনীসহ উত্তেজক ও মনাকর্ষণকারী স্বরে কবিতা পাঠ করে যাহাতে মন্দ কার্য্যের ইঙ্গিত বা স্পষ্টভাব থাকে, তাহাকেই গায়ক বলা হয়।

কোরতাবি বলিয়াছেন, (হজরত) আএশার এই বাক্য ليستا بمغنيتين "উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না। ইহার অর্থ এই যে, উভয়ে সঙ্গীত অবগত ছিল না—যেরূপ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীলোকেরা উহা অবগত থাকে, ইহাতে তিনি সঙ্গীতকারী লোকদের নিকট যে সঙ্গীত প্রসিদ্ধ ও প্রচালিত রহিয়াছে, তাহার খণ্ডন করিলেন, উক্ত প্রচলিত সঙ্গীত স্থিরচিত্তকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে। যে কবিতার

স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্যের ও মদ ইত্যাদি হারাম বিষয়ের বর্ণনা থাকে, এইরূপ কবিতার সঙ্গীত হইলে, উহা হারাম হওয়াতে কাহারও মতভেদ নাই। ছুফিগণ এ সম্বন্ধে যে বেদায়াত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, উহা হারাম হওয়াতে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা অনেক দরবেশের উপর কামশক্তি এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, তাহাদের অনেকের মধ্যে উন্মাদনা ও বালক সুলভ কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাহা তালে তাল মিশাইয়া এবং সুরে সুর ধরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের একদলের মধ্যে এতদূর নির্লজ্জ ভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, উহা নৈকট্যের অবলম্বন ও সৎকার্য্যের অন্তর্গত স্থির করিয়া লইয়াছে, আর উহা উন্নত পদের ফলোদায়ক ধারণা করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কাফেরির চিহ্ন ও বাতীল মতাবলম্বিদিগের মত।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, খাঁ ছাহেবের উল্লিখিত হাদিছে হজরতের সমক্ষে সঙ্গীত করা ও হজরতের উহা জায়েজ রাখার দাব একেবারে বাতীল। খাঁ ছাহেব নিজেই হাদিছের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ বাতীল দাবী করিতে সাহসী হইয়াছেন।

মাসিক মোহাম্মদী, ৩ পৃষ্ঠা প্রথম কলম ;—

হজরজ রছুলে-করিম কোন এক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে, জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হজরত! আমি নজর মানিয়াছি, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলে, আমি আপনার সম্মুখে দফ বাজাইব আর গান গাহিব। হজরত বলিলেন, বেশ কথা, নিজের নজর পুরা কর। তখন সেই স্ত্রীলোকটী গান করিতে লাগিল। (আবুদাউদ ও তেরমেজি)।

পাঠকগণ এখানে স্মরণ রাখিবেন যে, হারাম কাজে নজর মানিলে তাহা পূর্ণ করা শরিয়তে জায়েজ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং গান-বাজনা একদম হারাম হইলে হজরত বলিয়া দিতেন, তোমার নজর কার্য্যকরী নহে, সুতরাং আর তাহা তোমাকে পুরা করিতে হইবে না। "কোন পাপকার্য্যের নজর পূরা করা অসঙ্গত" ইহা হজরতের স্পষ্ট হাদিছ। নির্দ্দোষ গান বাজনাকে হজরত যে গোনাহ বলিয়া আদৌ মনে করিতেন না, এই হাদিছটী তাহার অকাট্য প্রমাণ।

ধোকা ভঞ্জন ;—

এই হাদিছটী "নামি" প্রেসে মুদ্রিত আবুদাউদের ৪৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মেশকাতের ২৯৮ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ ও রজিনের রেওয়াতে এই হাদিছটী লিখিত আছে।

হাদিছটীর শব্দগুলি এই ;—

ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب
علي رأسك بالدف قال اوفي بنذرك ٭

নিশ্চয় একটী স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, নিশ্চয় আমি মানসা করিয়াছি যে, আমি আপনার সম্মুখে দফ বাজাইব। হজরত বলিলেন, তুমি তোমার মানসা পূর্ণ কর।

পাঠক, এই হাদিছের ছনদ উল্লেখে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ٭

"আমর বেনে শোয়াএব তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আমর বেনে-শোয়াএব নিজে বিশ্বাসভাজন লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ও দাদা হইতে যে ছনদ উল্লেখ আছে,

তাহার সম্বন্ধে আল্লামা এবনো-হাজার আছকালানি 'তহজিবোত্ত-হজিব' কেতাবের ৮।৪৯—৫৪ পৃষ্ঠায় ও এমাম জাহাবী 'মিজ্জানোল-এ'তেদাল'এর ২।২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনুন ;—

قال ابو داؤد سمعت احمد بن حنبل يقول اهل الحديث اذا شاءوا احتجوا لعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و اذا شاءوا تركوه يعني التردد هم في شانه *

"আবুদাউদ বলিয়াছেন, আমি আহমদ বেনে হাম্বলকে বলিতে শুনিয়াছি, হাদিছ-তত্ত্ববিদগণ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমর বেনে শোয়াএবের উক্ত ছনদের হাদিছ গ্রহণ করেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহার সম্বন্ধে সন্ধাহান হওয়ায় উহা ত্যাগ করেন।"

قال ابو عبيد الاجري قيل لابي داؤد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حجة قال لا و لا نصف حجة *

"আবুওবাএদ আজরি বলিয়াছেন, আবুদাউদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আমর বেনে-শোয়াএবের উক্ত ছনদ প্রামাণ্য হইবে কি? তিনি বলিয়াছেন, না, বরং অর্দ্ধেক প্রমাণ হইবে না।"

قال علي بن المديني عن يحيى بن سعد حديثه عندنا واهي و قال علي عن ابن عيينة حديثه عند الناس فيه شيء و قال ابو عمرو بن العلاء كان يعاب علي قتادة و عمرو ابن شعيب انهما كانا لا يسمعان شيأ الاحدثا به و قال الميموني سمعت احمد بن حنبل يقول له اشياء مناكير و انما يكتب حديثه يعتبر به فاما ان يكون حجة فلا *

আলি বেনে-মদিনি, এহইয়া বেনে ছইদ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, আমর বেনে-শোয়াএবের হাদিছ আমাদের (মোহাদ্দেছ-গণের) নিকট নিতান্ত জইফ।

আলি, এবনো-ওয়ায়না প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার হাদিছ লোকদিগের (মোহাদ্দেছগণের) নিকট সন্দেহযুক্ত (জইফ)।

আবু আমর বেনে-আলা বলিয়াছেন, কাতাদা ও আমর বেনে-শোয়াএবের উপর দোষারোপ করা হইয়া থাকে যে, নিশ্চয় তাঁহারা উভয়ে যাহা কিছু শ্রবণ করেন, তাহাই রেওয়াএত করিয়া থাকেন।

মায়মুমি বলিয়াছেন, আমি আহমদ বেনে হাম্বলকে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহার হাদিছ পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়া থাকে, প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উদ্দেশ্যে লিখিত হয় না।

عن يحيى بن معين و اذا حدث عمر و بن شعيب عن
ابيه عن جده فهو كتاب و من هنا جاء ضعفه ٭

"এহ্‌ইয়া বেনে-মঈন বলিয়াছেন, আমর বেনে-শোয়াএব যখন তাঁহার পিতা দাদা হইতে রেওয়াএত করেন, উহা কেতাব, এই স্থান হইতে উহা জইফ হইয়াছে।

قال ابو زرعة انما انكروا عليه كثرة روايته عن ابيه
عن جده و قال انما سمع احاديث يسيرة واخذ صحيفة
كانت عنده فرواها و عامة المناكير تروى عنه و هو ثقة
في نفسه انما تكلم فيه بسبب كتاب عنده ◎

আবু জোরয়া বলিয়াছেন, আমর বেনে-শোয়াএব অধিক পরিমাণ রেওয়াএত তাঁহার পিতা ও দাদা হইতে করিয়া থাকেন, এই হেতু মোহাদ্দেছগণ তাহার উপর এনকার করিয়াছেন। তিনি অল্প হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট একখানা হস্তলিপি ছিল, তিনি উহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, অধিকাংশ জইফ হাদিছ উহা হইতে রেওয়াএত করা হইয়া থাকে। তিনি নিজে বিশ্বাসভাজন, কিন্তু তাঁহার নিকট যে কেতাব ছিল, তজ্জন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।

قال ابن ابي شيبة سألت ابن المديني عن عمرو بن شعيب فقال ما روى عمرو عن ابيه عن جده فانما هو كتاب وجده فهو ضعيف *

এবনো আবি-শায়বা বলিয়াছেন, আমি এবনোল মদিনীকে আমর বেনে-শোয়াএব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমর যাহা তাঁহার পিতা ও দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা একখানা কেতাব—যাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা জইফ।

عن معمر سمعت ايوب يقول لليث بن ابي سليم شد يدك بما سمعت من طاؤس و مجاهد و اياك وجو اليقك وهب بن منبه و عمرو بن شعيب فانهما صاحبا كتاب *

মোয়াম্মার বলেন, আমি শুনিয়াছি, আইউব লাএছ বেনে আবি ছোলাএমকে বলিতেছিলেন, তুমি যাহা তাউছ ও মোজাহেদের নিকট শ্রবণ করিয়াছ, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর। আর তুমি ওহাব বেনে মোনাব্বাহ ও আমর-বেনে শোয়াএবের হাদিছ হইতে পরহেজ কর, কেননা তাহারা কেতাবের রেওয়াএতকারী ছিলেন।

قال مغيرة ما يسرني ان صحيفة عبد الله بن عمرو عندى بتمرتين او بفلسين *

"মোগিরা বলিয়াছেন, আমি পছন্দ করি না যে, আবদুল্লাহ বেনে-আমরের হস্তলিপি আমার নিকট দুইটি খোর্ম্মা কিম্বা দুইটী পয়সা মূল্যের হয়।"

قال ابن عدى عمرو بن شعيب فى نفسه ثقة الا انه اذا روى عن ابيه عن جده يكون مرسلا و قال ابن حبان

فی الضعفاء و اذا روی عن ابیه عن جده ففیه مناکیر کثیرة فلا یجوز عندی الاحتجاج بذلك ●

এবনো-আদি বলিয়াছেন, আমর বেনে-শোয়াএব নিজে বিশ্বাসভাজন, কিন্তু যে সময় তিনি তাঁহার পিতা ও দাদা হইতে রেওয়াএত করেন, উহা মোরছাল হইবে।

এবনো-হাব্বান 'জোয়াফা' গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে সময় তিনি তাঁহার পিতা ও দাদা হইতে রেওয়াএত করেন, উহাতে বহু মোনকার (জইফ) রেওয়াএত আছে, আমার নিকট উহা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

قال ابن معین هو ثقة فی نفسه و ما روی عن ابیه عن جده لا حجة فیه و لیس بمتصل و هو ضعیف من قبیل انه مرسل ●

এবনো-মঈন বলেন, আমর নিজে বিশ্বাসভাজন ছিলেন, আর তিনি যাহা তাঁহার পিতা ও দাদার রেওয়াএত অনুসারে বর্ণনা করেন, উহা প্রামাণ্য হইবে না, উহা ছনদে মোত্তাছেল নহে, মোরছাল হওয়ার কারণে জইফ হইবে।

মূলকথা, এইরূপ ছনদকে আবুদাউদ, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, এবনো-ওয়ায়না, আবু আমর বেনে আলা, এহইয়া বেনে মঈন, আবু জোরয়া, এবনো-আবি শায়বা আলি বেনে-মদিনী, আইউব, মোগিরা, এবনো-আদি, এবনো-হাব্বান জইফ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম বোখারি, আহমদ বেনে ছালেহ মিছরি, দারকুৎনি ও এছহাক ছহিহ বলিয়াছেন, এই মতভেদের কারণ এই যে, আমরের পিতার নাম শোয়াএব, তাঁহার প্রথম দাদার নাম মোহাম্মদ, দ্বিতীয় দাদার নাম আবদুল্লাহ ও তৃতীয় দাদার নাম আমর বেনেল-আছ।

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

এই ছনদের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, আমর বেনে-শোয়ায়েব তাঁহার পিতা হইতে, শোয়ায়েব উক্ত আমরের দাদা মোহাম্মদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

এইরূপ অর্থ হইলে, হাদিছটী ছহিহ হইতে পারে না, কেননা শোওয়াএব তাঁহার পিতা মোহাম্মদ হইতে কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই এবং মোহাম্মদ হজরত নবি (ছাঃ)কে দর্শন করেন নাই।

আর যদি এইরূপ অর্থ হয়—আমর তাঁহার পিতা শোওয়াএব হইতে, উক্ত শোওয়াএব তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তবে হাদিছটীর ছনদ মোত্তাছেল হইতে পারে।

এমাম এবনো-হাজার ও জাহাবি কয়েকটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শোওয়াএব তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এবনো-হাজার লিখিয়াছেন,—

لكن هل سمع منه جميع ما روي عنه ام سمع بعضها و الباقي صحيفة الثاني اظهر *

কিন্তু ইহাতে সন্দেহ যে, তিনি তাঁহার দাদার নামীয় রেওয়াএত-গুলি সমস্তই কি তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, অথবা কতক শুনিয়াছিলেন, অবশিষ্টগুলি হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, শেষ মত সমধিক প্রকাশ্য।

এই কারণে অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এই ছনদটী ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده এই এবারতের যদি এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, আমরের পিতা শোওয়াএব হইতে, শোওয়াএব তাঁহার দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তবে ইহা আরবি রীতির বিপরীত, আর ইহার কোন প্রমাণ নাই।

আর যদি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, আমর তাঁহার পিতা শোয়াএব হইতে শোয়াএব প্রথমোক্ত ব্যক্তির দাদা হইতে, তবে বলি তাহার প্রথম দাদা মোহাম্মদ, তৎপর দাদা আবদুল্লাহ, তৎপর দাদা আমর বেনেল-আছ, কিন্তু এস্থলে প্রথম ও তৃতীয় দাদার অর্থ গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় দাদা আবদুল্লাহ অর্থ গ্রহণ করা দলীলহীন কথা।

এই কারণে অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এই ছনদটী জইফ বলিয়াছেন।

আরও এবনো-হাজার লিখিয়াছেন ;—

فاما روايته عن ابيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن ٭

আমর তাঁহার পিতা হইতে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, অনেক সময় হস্তলিপির রেওয়াএতে 'আন' শব্দ দ্বারা ছনদ গোপন করিয়াছেন।"

আর ছনদ গোপনকারীর রেওয়াএতে عن 'আন' শব্দ দ্বারা ছহিহ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণে বিশেষতঃ এমাম আবু দাউদের কথা অনুসারে আবুদাউদের উক্ত হাদিছ জইফ, কাজেই খাঁ ছাহেবের এইরূপ জইফ হাদিছ দ্বারা বাদ্য হালাল হওয়ার প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। খাঁ ছাহেব যে হাদিছগুলি সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়া সম্বন্ধে পেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের একটী দ্বারাও তাঁহার দাবি সপ্রমাণ হইল না, এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে,—উহা এই যে, যে বিষয়টী কোর-আন দ্বারা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, উহা হাদিছের প্রমাণে হালাল হইতে পারে না।

মেশকাতের ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه الي اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلعم قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رائي و لا آلو قال فضرب رسول الله صلعم على صدره و قال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله رواه الترمذى و ابو داؤد و الدرامى *

"মোয়াজ বেনে-জাবাল রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে সময় তাঁহাকে এমনের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন – যে সময় তোমার নিকট কোন ব্যবস্থা উপস্থিত হয়, তুমি কিরূপে তাহার ব্যবস্থা করিবে ? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহতায়ালার কেতাব (কোর-আন) অনুযায়ী হুকুম করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি আল্লাহতায়ালার কেতাবে (উহা) না পাও, (তবে কি করিবে ?) তিনি বলিলেন, তবে আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর ছুন্নত (হাদিছ) অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর ছুন্নতে (উহা) না পাও, (তবে কি করিবে ?) তিনি বলিলেন, আমি নিজের রায় অনুসারে কেয়াছ করিব এবং ইহাতে ত্রুটি করিব না। তখন হজরত তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া বলিলেন, যে আল্লাহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর প্রেরিত লোককে উক্ত রাছুলুল্লাহ যাহা পছন্দ করেন, উহার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রশংসা করিতেছি।"

জামেয়োল-এলম, ১২৭ পৃষ্ঠা ;—

عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسئل عنه احدا و ما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رايك ❋

"শা'বি বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত) ওমার (রাঃ) কুফার কাজিগিরির জন্য শোরাএহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন, তুমি পর্য্যবেক্ষণ কর—যাহা তোমার পক্ষে আল্লাহ-তায়ালার কেতাবে প্রকাশিত হয়, তুমি তৎসম্বন্ধে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না। আর যাহা তোমার পক্ষে আল্লাহতায়ালার কেতাবে প্রকাশিত না হয়, তৎসম্বন্ধে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর ছুন্নতের (হাদিছের) অনুসরণ কর, আর যাহা তোমার পক্ষে হাদিছে প্রকাশিত না হয়, নিজ রায়ে কেয়াছ কর।"

উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথমে কোর-আন হইতে ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে, কোর-আনে না থাকিলে, হাদিছ হইতে ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে, হাদিছে না থাকিলে, নেককার সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে, উহাতে দুষ্প্রাপ্য হইলে, নিজ রায়ে কেয়াছ করিতে হইবে। এইরূপ হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রথমে কোর-আনের দরজা, তৎপরে হাদিছের দরজা, কোর-আন দলীলে-কাৎয়ি, উহার খোদার কালাম হওয়ার প্রতি এক তিলবিন্দু সন্দেহ নাই। আর অধিকাংশ হাদিছ খবরে-আহদ, বিদ্বান-জগত উহাকে

দলিলে-জান্নি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদিও দলিলে-জান্নির উপর আমল করা ওয়াজেব, তথাচ উহা কোর-আনের কোন আয়তের বিপরীত হইলে, উহার এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে কোর-আনের সহিত বৈষম্য ভাব না থাকে, ইহাকে 'তা'বিল' বলা হয়। যখন দুনইয়ার বিদ্বানগণের বিচারে ছুরা লোকমান, ফোরকান, নজম, বনি-ইছরাইল ইত্যাদি আয়ত সমূহ দ্বারা সঙ্গীত-বাদ্য হারাম হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে তখন যে কোন হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে উহা হালাল হওয়া বুঝা যাইবে, হয় তাহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—যাহাতে কোর-আনের সহিত উহার বৈষম্য ভাব না থাকে, না হয় উহাকে বাতীল স্থির করিতে হইবে। এক্ষণে বেশ বুঝা গেল, যদি সঙ্গীত বাদ্য হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন ছহিহ হাদিছ না থাকে, তবু উহা হালাল হইতে পারে না।

এস্থলে কয়েকটী হাদিছ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

ছহিহ বোখারির ২।৮৩৭ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী লিখিত আছে ;—

ليكون من امتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف - (الى) و يمسخ آخرين قردة و خنازير الى يوم القيمة ●

"হজরত বলিয়াছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক শ্রেণী হইবে—তাহারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও 'মায়া'জেফ হালাল জানিবে, (তাহাদের) শেষ দল কেয়ামত অবধি বানর ও শূকর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।"

ফৎহোল-বারি, ১০।৪৪ পৃষ্ঠা ;—

المعازف جمع معزفة بفتح الزى و هى آلات الملاهى و نقل القرطبى عن الجوهرى ان المعازف الغناء و الذى

في صحاح انها الات اللهو و قيل اصوات الملاهي و في حواشي الدمياطي المعازف الدفوف و غير ها مما يضرب به و يطلق على الغناء عزف و على كل لعب عزف ❋

"মায়াজেফ, 'মা'জাফ' শব্দের বহুবচন, উহা বাদ্য সমূহের যন্ত্র-গুলি। কোরতোবি, জওহরি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'মায়াজেফ' শব্দের অর্থ সঙ্গীত। জওহরির 'ছেহাহ' নামক অভিধানে আছে, বাদ্যযন্ত্রগুলিকে 'মায়া'জেফ বলা হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাদ্য যন্ত্রগুলির শব্দকে 'মায়া'জেফ' বলা হয়। হাশিয়ায়-দেমইয়াতিতে আছে, দফ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলিকে মায়াজেফ বলা হয়। সঙ্গীত অর্থে আজাফ ও প্রত্যেক প্রকার ক্রীড়া অর্থে আজেফ বলা হয়।

কোস্তোলানি, ৮২৫৪ পৃষ্ঠা ;—

معازف جمع معزفة الات الملاهي او هي الغناء - في الصحاح هي الات اللهو و قيل اصوات الملاهي قال في القاموس و المعازف الملاهي كالعود و الطنبور الواحد عزف او معزف - و في حواشي الدمياطي انها الدفوف و غيرها مما يضرب به ❋

"মায়াজেফ, মা'জাফা শব্দের বহুবচন, উহার অর্থ বাদ্যযন্ত্রগুলি অথবা সঙ্গীত। ছেহাহ নামক অভিধানে আছে, উহার অর্থ বাদ্যযন্ত্রগুলি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাদ্য সমূহের শব্দগুলিকে মায়াজেফ বলা হয়। কামুছ নামক অভিধানে আছে, 'উদ' ও তানপুরার ন্যায় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে 'মায়া'জেফ' বলা হয়। উহার একবচন আজাফ ও মা'জাফ।

হাশিয়ায়-দেমইয়াতিতে আছে, দফ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলিকে 'মায়াজেফ' বলা হয়।"

আল্লামা আয়নি ছহিহ বোখারির টীকার ১০।৯২ পৃষ্ঠায় ঐরূপ লিখিয়াছেন।

পাঠক, ছহিহ বোখারির উক্ত হাদিছে বেশ বুঝা যায় যে, সঙ্গীত, বাদ্য, দফ ইত্যাদি হারাম।

মেশকাত, ৫।১০৯ পৃষ্ঠা ;—

و المعازف الات اللهو يضرب بها كالطنبور و العود و المزمار و نحو ها و المعنى يعدون هذه المحرمات حلالات بايرادات شبهات و ادلة واهية و هذا الحديث مؤيد بقوله تعالى و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل من سبيل الله بغير علم روى ابن الدنيا عن انس مرفوعا ليكونن فى هذه الامة خسف و قذف و مسخ و ذلك اذا شربوا الخمور و اتخذوا القينات و ضربوا بالمعروف ●

"তানপুরা, উদ, সঙ্গীতযন্ত্র, ইত্যাদির ন্যায় ক্রীড়া যন্ত্রগুলিকে মায়াজেফ বলা হয়। হাদিছের অর্থ এই যে, (উক্ত প্রকার শাস্তিগ্রস্ত) ঐ সম্প্রদায় হইবে—যাহারা সন্দেহ মূলক কথা ও বাতীল দলীল সমূহ পেশ করিয়া এই হারামগুলিকে হালাল গণ্য করিবে। এই হাদিছটী ছুরা লোকমানের নিম্নোক্ত আয়ত কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে—'লোকদের মধ্যে কতক এই উদ্দেশ্যে 'লাহয়াল-হাদিছ' অবলম্বন করিবে যে, (লোকদিগকে) বিনা এলমে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে।"

এবনো আবিদ্দুনিয়া আনাছ কর্ত্তৃক হজরতের এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

"নিশ্চয় এই উম্মতের মধ্যে ভূ-গর্ভে ধ্বংস হওয়া, প্রস্তর বর্ষণ ও রূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। উহা যে সময় তাহারা

মদসমূহ পান করিবে, গায়িকা সকল বানাইবে এবং বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইবে।"

এমাম এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারি' টীকার ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الاسماعيلي و اخرجه الطبراني في معجمه الكبير و اخرجه ابو داؤد في سننه و اخرجه ابو نعيم في مستخرجه على البخاري و اخرجه ابن حبان في صحيحه *

"নিশ্চয় হেশাম বেনে আম্মারের হাদিছটী মোত্তাছেল ভাবে মোস্তাখারজে-এছমায়িলিতে আসিয়াছে, তেরবাণি উহা নিজ 'মোয়াজ্জমে-কবিরে,' আবুদাউদ নিজ 'ছোনানে,' আবুনইম, 'মোস্তাখরাজ-আলাল বোখারিতে' এবং এবনো-হাব্বান নিজ ছহিহ গ্রন্থে উক্ত হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ফৎহোল-বারি, ১০।৪৪ পৃষ্ঠা, কোস্তোলানি, ৮।২৫৪ ও আয়নি, ১০।৯২ পৃষ্ঠা :—

و قد اخرجه احمد و ابن ابي شيبة و البخاري في التاريخ من طريق مالك بن ابي مريم عن رسول الله صلعم ليشرب ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان و تروح عليهم المعازف *

"আহমদ. এবনো-আবি শায়বা ও বোখারি 'তারিখে' উক্ত হাদিছটী মালেক বেনে-আবি মরয়েবের ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন—রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে কতকগুলি লোক মদ পান করিবে, উহাকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, প্রভাতে তাহাদের নিকট গায়িকা সকল উপস্থিত হইবে, সন্ধ্যায় তাহাদের নিকট বাদ্যসমূহ উপস্থিত হইবে।"

এমাম এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারি'র ১০।৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فزعم ابن حزم انه منقطع - (الى) واخطأ فى ذلك من وجوه و الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح - و قد اعله بذلك ابن حزم و هو مردود ✱

"এবনো-হাজম ধারণা করিয়াছেন যে, উক্ত বোখারির হাদিছটী মোনকাতা', তিনি ইহাতে কয়েক প্রকারে ভ্রম করিয়াছেন, হাদিছটি ছহিহ, ছহিহ হাদিছের শর্ত্ত অনুযায়ী প্রসিদ্ধ মোত্তাছেল।

এবনো-হাজম উহাকে 'মোয়াল্লাল' ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মরদুদ (বাতীল দাবি)।

আল্লামা বদরদ্দিন 'আয়নি'র ১০।৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قلت و هم ابن حزم فى هذا

"আমি বলি, এবনো-হাজম ইহাতে ভ্রম করিয়াছেন।"

পাঠক, ইতিপূর্ব্বে এমাম নাবাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক এবনো-হাজমের দাবির অসারতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

আয়নি, ১০।৯৪ পৃষ্ঠা ;—

فى كتاب سعيد بن منصور عن ابى هريرة يرفعه يمسخ قوم من امتى فى آخر الزمان قردة و خنازير قالوا يا رسول الله و يشهدون انك رسول الله و ان لا اله الا الله قال نعم و يصلون و يصومون و يحجون قالوا فما بالهم يا رسول الله قال اتخذوا المعازف و القينات و الدفوف و يشربون هذه الاشربة فباتوا على لهو هم وشرابهم فاصبحوا قردة وخنازير ✱

"ছইদ বেনে মনছুরের কেতাবে আবু হোরায়রার রেওয়াএতে আছে, র'ছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একদল লোকের রূপ বানর ও শূকররূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, তাহারা কি আপনার রেছালাত ও খোদাতায়ালার অহদানিয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করিবে? হজরত বলিলেন, বরং তাহারা নামাজ পড়িবে, রোজা করিবে এবং হজ্জ করিবে। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, তবে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে? হজরত বলিলেন, তাহারা বা'দ্যযন্ত্র সমূহ ও গায়িকা সকল, দফ সকল প্রস্তুত করিবে এবং এই মদগুলি পান করিবে, তাহারা তাহাদের ক্রীড়া ও মদপানে রাত্রি যাপন করিবে এবং প্রভাতে বানর ও শূকর রূপে পরিণত হইবে।"

এবনোল-কাইয়েম 'এগাছাতোল্লাহ-ফান" কেতাবের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قال ابن ماجة في سننه باسناده قال رسول الله صلعم ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤسهم بالمعازف و المغنيات يخسف الله بهم الارض و يجعل منهم قردة و خنازير و هذا اسناد صحيح ✱

"এবনো-মাজা নিজ 'ছোনান' গ্রন্থ এছনাদ সহ লিখিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্যই আমার উম্মতের মধ্যে কতকগুলি লোক মদ পান করিবে, উহাকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, তাহাদের মস্তকের নিকট বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজান ও গায়িকা সকল (আনয়ন করা) হইবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিবেন ও তাহাদের কতকগুলিকে বানর ও শূকররূপে পরিণত করিবেন। এই হাদিছটী ছহিহ।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, এইরূপ হাদিছ ছাহল বেনে ছা'দ, এমরাণ বেনে হোছাএন, আবদুল্লাহ বেনে আমর, এবনো-আব্বাছ, আবু হোরায়রা, আবু ওমামা, আএশা, আলি, আনাছ, আবদুর রহমান বেনে ছাবেত ও ফার বেনে রবিয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি হাদিছগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—

قد تظاهرت الاخبار بوقوع المسخ في هذه الامة و هو مقيد في اكثر الاحاديث باصحاب الغناء و شراب الخمر ✽

"এই উম্মতে রূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সংক্রান্ত হাদিছগুলি অতি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, উহার অধিকাংশ হাদিছে সঙ্গীতকারী ও মদপানকারিদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।"

পাঠক, আপনি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে, 'এগাছাতোল্লোফান' কেতাব পাঠ করুন।

উক্ত মাসিক, ৩ পৃষ্ঠা, ১ম ও ২য় কলম :—

আনছ বলিতেছেন—হজরতের একজন হুদী গায়ক ছিলেন, তাঁহার নাম আন্‌জাশ। (বোখারি ও মোছলেম)

অভিধানকারকেরা বলিতেছেন—স্বর ও সঙ্গীতের দ্বারা উট চালনা করাকে হুদী বলা হয়।—ছোরাহ।

মাওলানা শাহ আবদুল হক বলিতেছেন,—সঙ্গীতের মধ্যে হুদী গান মোবাহ—ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।—মেশকাতের ৪১০ পৃষ্ঠার টীকা।

ধোকা ভঞ্জন :—

حدا 'হেদা' শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

নেহায়া-লে-এবনেল-আছির, ১২৪৩ পৃষ্ঠা :—

تحدوني عليها خلة واحدة اي تبعثني و تسوقني عليها خصلة واحدة و هو من حدو الابل ✽

একই চরিত্র আমাকে উহার উপর উদ্বুদ্ধ ও চালিত করিয়াছে, ইহা حدو الابل 'উট চালান' হইতে গৃহীত হইয়াছে।"

তলাখছে-নেহায়া, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

الحدو قال الازهري هي لغة في الحدأ - حدانى على كذا بعثني و ساقني عليه ☀

"আজহারি বলিয়াছেন, الحدو ও الحدأ উভয় একই লোগাৎ (ভাষা), حداني على كذا ইহার অর্থ—সে আমাকে ইহার উপর উদ্বুদ্ধ ও চালিত করিয়াছে।"

কামুছ, ৪।৩১৭ পৃষ্ঠা ;—

حدا الابل و بها حدوا و حداء و حداء زجرها و ساقها

حدا الابل সে উট চালিত করিয়াছে, حدا ক্রিয়ার মছদর حدو, حداء ও حداء।

মেরকাৎ, ৪।৫১৯ পৃষ্ঠা ;—

في اساس البلاغة حدا بها اذا غني بها - قال صاحب القاموس واصل الحداء في دي دي و قال ابيه ما كان للناس حداء فضرب اعرابي غلامه و عض اصابعه تمشي وهو يقول دي دي دي اراد بايدى فسارت الابل على صوته فقال له الزمه و خلع عليه فهذا اصل الحداء ☀

আছাছোল-বালাগাতে আছে, حدا بها বলা হইয়া থাকে, যখন উটকে সজোরে চালাইয়া থাকে। কামুছ প্রণেতা বলিয়াছেন, হেদা শব্দ دي دي 'দী' 'দী' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, লোকদিগের মধ্যে 'হেদা' حدا ছিল না। একজন প্রান্তরবাসি নিজের দাসকে প্রহার করিয়াছিল এবং তাহার অঙ্গুলীগুলি কামড়াইয়া লইয়াছিল, ইহাতে সে 'দী' 'দী'

'দী' বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল, উহা বলিয়া ایدی হস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে তাহার শব্দ শুনিয়া উট সকল ধাবিত হইতে লাগিল। তখন সেই প্রান্তরবাসী উক্ত দাসকে বলিতে লাগিল, তুমি উক্ত প্রকার শব্দ বলিতে থাক এবং তাহাকে মূল্যবান কাপড় দান করিল, ইহাই 'হেদা' حدا করার মূল।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে, حادی 'হাদী' শব্দের আভিধানিক অর্থ উষ্ট্রচালক, আর আরবদের ব্যবহারে উক্ত ব্যক্তিকে 'হাদী' বলা হয়, যে মিষ্ট ভাষায় একটী শ্লোক, শ্লোকের অর্দ্ধেকাংশ কিম্বা কোন কথা বলিয়া উট চালাইয়া থাকে।

এক্ষণে মেশকাতের ৪১০ পৃষ্ঠায় লিখিত ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছের অর্থ শুনুন ;—

عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشة لا تكسر القوارير قال ضعفة النساء ●

"আনাছ বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর একজন উষ্ট্রচালক ছিল, তাহাকে আনজাশা বলা হইত, সে মিষ্টস্বর বিশিষ্ট ছিল, (হজরত) নবি (ছাঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে আনজাশা, তুমি থাম, শিশিগুলিকে চুর্ণ করিও না। কাতাদা বলিয়াছেন, হজরত দুর্ব্বলচেতা স্ত্রীলোকদিগকে শিশি বলিয়াছেন।"

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ৪।৬১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

امره ان يغض من صوته الحسن خشية ان يقع في قلوبهن موقعا لضعف عزائمهن وسرعة تاثيرهن - في النهاية وكان يحدو وينشد القريض والرجز فلم يامن من ان يصيبهن ●

"নবি (ছাঃ) এই আশঙ্কায় তাহার মিষ্টস্বরকে নত করিতে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তাহাদের অন্তঃকরণ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কেননা তাহারা দুর্ব্বলচেতা ও তাহাদের মধ্যে সত্বরেই আছর হইয়া পড়ে।

রেওয়ায়তে আছে, উক্ত আঞ্জাশা উষ্ট্র চালাইত এবং শ্লোক কিম্বা শ্লোকের অর্দ্ধেক কিম্বা তৃতীয়াংশ পড়িত। ইহাতে সে তাহাদের মন আকর্ষণ করিয়া ফেলিবে, হজরত এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, আঞ্জাশা মিষ্ট স্বরে শ্লোক পড়িয়া উট চালাইত, ইহা সঙ্গীত নহে।

কোস্তোলানি 'এরশাদোছ-ছারি' টীকার ২।১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لان الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وانما يسمى بذالك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش او تصريح بما يحرك الساكن ويبعث الكامن وهذا لا يختلف في تحريمه *

"গেনা' উচ্চ শব্দ করা, মিষ্টস্বরে পড়া এবং 'হেদা' করার উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এইরূপ কার্য্যকারীকে সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত করা হয় না। লম্ব ছোট (রাগ রাগিনী) করিয়া যে কথায় কুৎসিত কার্য্যগুলির ইঙ্গিত থাকে, ইহাতে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে এবং স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে ও গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি কবিতা পাঠ করে, উক্ত ব্যক্তি সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারী'র টীকার ২।৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لان الغناء يطلق على رفع الصوت و على الترنم و على الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وانما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط و تكسير و تهييج و تشويق بما فيه تعريض بالفواحش او تصريح *

"উচ্চ শব্দ করা, মিষ্ট স্বরে কবিতা পাঠ এবং মিষ্ট স্বরে শ্লোক বা শ্লোকের অংশ পড়িয়া উট চালানের প্রতি 'গেনা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়, এইরূপ কার্য্যকারীকে সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত করা হয় না। রাগ-রাগিণী করিয়া এবং যাহাতে মন্দ কার্য্যের আভাষ কিম্বা স্পষ্ট ভাব থাকে এইরূপ কার্য্য উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি কবিতা পাঠ করে, তাহাকে সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত করা হয়।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, খাঁ সাহেব হেদাকে সঙ্গীত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি।

পাঠক 'ছামা' سماع আরবি শব্দ, উহার ফার্সি ছরুদ মনে রাখিবেন।

এবনো-আমির-হাজ্জ মদখল কেতাবের ২।১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان السماع المعروف عند العرب هو رفع الصوت بالشعر ليس الا فاذا فعل احد ذلك قالوا اهل السماع وهو الذي اليوم على ما يعهد و يعلم والاجل هذا المعنى قال الامام الشيخ رزين رحمه الله ما اتى على بعض العلماء المتاخرين الا لوضعهم الاسماء على غير مسمياتها وهذه

ذايقن الاثرى ان السماع كان عندهم على ما تقدم ذكره
وهو اليوم على ما نعاينه وهما ضدان لا يجتمعان *

"নিশ্চয় আরবদিগের নিকট প্রসিদ্ধ 'যে ছামা', উহার অর্থ উচ্চ শব্দে কবিতা পাঠ করা ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যখন কেহ উহা করে, তখন তাহারা বলেন, সে উচ্চ শব্দে কবিতা পাঠ (ছামা) করিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা উক্ত সঙ্গীতকে বলা হইয়াছে—যাহা (সকলের নিকট) প্রসিদ্ধ ও বিদিত। এই হেতু এমাম শেখ রফিক (রঃ) বলিয়াছেন, শেষ জামানার কতক আলেমের উপর এই হেতু অনুকার করা হইয়াছে যে, তাহারা ছামা' শব্দের আসল অর্থ ত্যাগ করতঃ অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা অতি প্রকাশ্য কথা। তুমি কি দেখ না যে, তাঁহাদের নিকট ছামা' উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইত—যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আর বর্ত্তমানে উক্ত সঙ্গীতকে বলা হইতেছে যাহা—আমরা দেখিতেছি। উভয় বিষয় এরূপ বিপরীত—যাহা একত্রে সমাবেশ হয় না।"

পাঠক, খাঁ ছাহেব ছোরাহ নামক অভিধানে দেখিয়াছেন যে, 'হেদা' শব্দের অর্থ 'হুরুদ' ও শব্দ দ্বারা উট চালনা করা। ইহাতে তিনি 'হুরুদ' শব্দের অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাদিগকে দেখাইয়াছি, প্রাচীনগণের নিকট ছামা' ও হুরুদ উচ্চ শব্দে কবিতা পাঠ করাকে বলা হইত, কাজেই হুরুদ শব্দের অর্থ 'সঙ্গীত' লেখা ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে।

তৎপরে খাঁ ছাহেব লিখিয়াছেন ;—

"সঙ্গীতের মধ্যে হুদি গান মোবাহ—ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।" সমাপ্ত।

ধোকা ভঞ্জন ;—

এস্থলে তিনি ভ্রান্তিমূলক অনুবাদ করিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, যেদা 'গেনা' (কবিতা পাঠ)এর অন্তর্গত, ইহা মোবাহ, ইহাতে কাহারও মত ভেদ নাই।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

কাছওয়া এই মহামানবকে বহন করিয়া যখন নগরে প্রবেশ করিল, তখন মদিনার পুরমহিলাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর অভ্যর্থনা সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। নজ্জার গাত্রের বালিকারা দফ বাজাইয়া বাজাইয়া .... মধু ঝঙ্কারে গান গাহিয়া হজরতের খেদমতে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করিতেছিল।

ধোকা ভঞ্জন ;—

আরবি ১২৩ পৃষ্ঠা,—

في رواية الحاكم عن انس فخرجت جوار من نبي النجار يضربن بالدف وهن يقلن *

نحن جوار من نبي النجار يا حبذا محمد من جار

وفي شرف المصطفى لما دخل النبي صلعم جعل الولائد يقلن *

طلع البدر علينا　　من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا　　ما دعا لله داع

"হাকেমের রেওয়াএতে আনাছ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপরে বনু-নাজ্জার সম্প্রদায়ের বালিকাগণ দফ বাজাইতে লাগিল এবং তাহারা নিম্নে ও কবিতা পড়িতেছিল ;—

نحن جوار من نبي النجار　　يا حبذا محمد من جار

শরফোল-মোস্তাফাতে আছে, যখন নবি (ছাঃ) মদিন

শরিফে প্রবেশ করিলেন, বালিকাগণ নিম্নোক্ত কবিতা পড়িতেছিল ;—

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا وما دعى لله داع

পাঠক, এস্থলে কবিতা পাঠ করার আছে, সঙ্গীত করার কথা নাই, খাঁ ছাহেব মনগড়া মত হইতে সঙ্গীত শব্দ যোগ করিয়াছেন।

অবশ্য অল্প বয়স্কা বালিকাগণ দফ বাজাইতে ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে ইছলামের প্রথম অবস্থা, এখনও সঙ্গীত বাদ্য হারাম হইয়াছিল না, পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বালিকাগণের কার্য্য শরিয়তের দলীল হইতে পারে না, হজরতের সময় বালিকাগণ নামাজ পড়িত না, তাই বলিয়া কি বালেগ পুরুষদিগের পক্ষে নামাজ না পড়া জায়েজ হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

"হজরত রছুলে করিম যে নিজে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, অন্যকে তাহা গান ও শ্রবণ করার আদেশ করার অনুমতি—এমন কি আদেশ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন, এই হাদিছ হইতে তাহা স্পষ্ট ও অকাট্য রূপ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে, আমরা এখানে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—যাহারা সকল অবস্থায় সব সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, পরহেজগারীর অতি আগ্রহের ফলে তাহারা শরিয়তের স্পষ্ট বিধানকে অতি নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন—অমান্য করিয়াছেন।"

ধোকা ভঞ্জন ;—

আপনারা ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, খাঁ ছাহেব উহা একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা দাবি করিয়াছেন। হজরত (ছাঃ) কখনও ঐরূপ করেন নাই।

শরিফে প্রবেশ করিলেন, বালিকাগণ নিম্নোক্ত কবিতা পড়িতে-ছিল ;—'

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا وما دعى لله داع

পাঠক, এস্থলে কবিতা পাঠ করার আছে, সঙ্গীত করার কথা নাই, খাঁ ছাহেব মনগড়া মত হইতে সঙ্গীত শব্দ যোগ করিয়াছেন।

অবশ্য অল্প বয়স্কা বালিকাগণ দফ বাজাইতে ছিল, কিন্তু একেত ইছলামের প্রথম অবস্থা, এখনও সঙ্গীত বাদ্য হারাম হইয়াছিল না, পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বালিকা-গণের কার্য্য শরিয়তের দলীল হইতে পারে না, হজরতের সময় বালিকাগণ নামাজ পড়িত না, তাই বলিয়া কি বালেগ পুরুষ-দিগের পক্ষে নামাজ না পড়া জায়েজ হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

"হজরত রছুলে করিম যে নিজে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, অন্যকে তাহা গান ও শ্রবণ করার আদেশ করার অনুমতি—এমন কি আদেশ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন, এই হাদিছ হইতে তাহা স্পষ্ট ও অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে, আমরা এখানে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—যাহারা সকল অবস্থায় সব সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, পরহেজগারীর অতি আগ্রহের ফলে তাহারা শরিয়তের স্পষ্ট বিধানকে অতি নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন—অমান্য করিয়াছেন।"

ধোকা ভঞ্জন ;—

আপনারা ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, খাঁ ছাহেব উহা একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা দাবি করিয়াছেন। হজরত (ছাঃ) কখনও ঐরূপ করেন নাই।

মাসিক মোহম্মদী, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠা :—

আমের এবনে ছা-আদ বলিয়াছেন, আমি এক বিবাহে যোগদান করিয়া কারাজা-এবনে-কা'ব ও আবু মাছউদ নামক দুইজন আনছারী ছাহাবীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, জারিয়াগণ গান গাহিতেছে। নাছাই-মেশকাত।

আমাদের উত্তর।

খাঁ ছাহেব এস্থলে يغنين শব্দের অর্থ 'গান গাহিতেছে' লিখিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—'কবিতা পাঠ করিতেছে।'

"যখন শব্দের অন্য প্রকার অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন উহা দলীল স্বরূপ গ্রহণ করা বাতীল হইয়া যায়।" এই সূত্র অনুসারে খাঁ ছাহেবের দাবি সপ্রমাণ হইতে পারে না।

তৎপরে তিনি আইনোল-এলম, কুওয়াতোল-কুলুব, কেতাবোল-আগানি, আকদোল-ফরিদ, এস্তিয়াব হইতে কয়েকজন ছাহাবা ও তাবেয়ি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীত করিতেন, কিন্তু ইহা তাঁহার মিথ্যা দাবী।

তাঁহারা কবিতা পাঠ করিতেন, ইহাতে রাগরাগিণী কিছুই ছিল না, খাঁ ছাহেব আরবি غناء 'গেনা' শব্দের অর্থ কবিতা পাঠ না লইয়া সঙ্গীত অর্থ গ্রহণ করিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি উহার ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

চারি এমাম সঙ্গীত হালাল জানিতেন, উহা শ্রবণ করিতেন, ইহা শাহ অবদুল আজিজ, মোল্লা আলি কারি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

আল্লামা এবনো-আমির হাজ্জ 'মদখল' কেতাবের ২।১৫৮।১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فان قيل اليس قد روى عن جماعة من الصالحين انهم سمعوه قلنا ما بلغنا ان احدا من السلف الصالح سمعه ولا فعله و هذه مصنفات ائمة الدين و علماء المسلمين مثل مصنف مالك بن انس و صحيح البخاري ومسلم و سنن ابى داؤد و كتاب النسائى رضى الله عنهم الى غيرها خالية من ذلك و هذه تصانيف فقهاء المسلمين الذى تدور عليهم الفتوى قديما و حديثا فى شرق البلاد و غربها فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن انس تصانيف لا تحصى و كذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب ابى حنيفة و الشافعى و احمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين و كلها مشحونة بالذب عن الغناء و تفسيق اهله فان كان فعله احد من المتاخرين فقد اخطأ ولا يلزمنا الاقتداء بقوله و نترك الاقتداء بالائمة الراشدين ❋

যদি প্রশ্ন করা হয়—একদল নেককার হইতে ইহা কি রেওয়াএত করা হয় নাই যে, নিশ্চয় তাঁহারা উক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন ?

তদুত্তরে আমরা বলিব, আমাদের নিকট এরূপ কোন রেওয়াএত পৌঁছে নাই যে, নিশ্চয় প্রাচীন নেককারদিগের মধ্যে কেহ উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিম্বা উহার অনুষ্ঠান করিয়া-

ছিলেন, মালেক বেনে আনাছের কেতাব, ছহিহ বোখারি, মোছলেম, ছোনানে আবু দাউদ, কেতাবে নাছায়ি, প্রভৃতির ন্যায় এই দীনের এমামগণ ও মুছলমান আলেমগণের কেতাবগুলি তোমাদের দাবী হইতে শূন্য। এই মুছলমান ফকিহগণের কেতাবগুলি যে সমস্তের উপর প্রাচীন ও পরবর্ত্তী জামানায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শহরগুলিতে ফৎওয়া প্রদান নির্ভর করিতেছে, নিশ্চয় মুছলমানগণ মালেক বেনে আনাছের মজহাব অনুযায়ী অসংখ্য কেতাব রচনা করিয়াছেন, এইরূপ আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ বেনে হাম্বল প্রভৃতি মুছলমান ফকিহগণের মজহাব অনুযায়ী মুছলমান আলেমগণের কেতাবগুলি, তৎসমস্ত সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া ও উহার অনুষ্ঠানকারিকে ফাছেক বলা সংক্রান্ত রেওয়াএতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যদি শেষ জামানার কোন লোক উহা করিয়া থাকে, তবে ভ্রান্ত পথে ধাবিত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তাহার অনুসরণ করা ও সত্যপথ প্রাপ্ত এমামগণের অনুসরণ ত্যাগ করা লাজেম নহে।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

ومن هنا زل من لا بصيرة له فتحتج عليهم بالصحابة و التابعين و علماء المسلمين و يحتجون علينا بالمتاخرين سيما و كل من يرى هذا الراى الفاسد عار من الفقه عاطل من العلم لا يعرف ماخذ الاحكام ولا يفصل الحلال من الحرام ولا يدرس العلم ولا يصحب اهله ولا يقرأ مصنفاته و دوانيه *

"এই স্থলে অজ্ঞানেরা পদস্খলিত হইয়াছে, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে ছাহাবা, তাবেয়ি ও মুছলমান আলেমগণের কার্য্যাবলী প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি, পক্ষান্তরে তাহারা আমাদের

বিরুদ্ধে শেষ জামানার লোকদের কার্য্যকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করে, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই বাতীল মত ধারণ করে, সে ফেকহ্ ও এলম হইতে শূন্য, আহকামের দলীল জানে না, হালাল ও হারামে প্রভেদ করিতে জানে না, এলম শিক্ষা করে নাই, আলেমের সঙ্গলাভ করে নাই, তাঁহাদের কেতাব সকল পাঠ করে না।"

তফছিরে-আহমদী, ৬০৩ পৃষ্ঠা ;—

و ههنا قول الصحابة على حرمته مطلقا - و التابعون و تبعهم كانوا ايضا قائلين حرمته و الائمة الاربعة الكل كانوا ايضا ممن - ينكرونه - و هكذا اتفق على حرمته مطلقا كثير من المجتهدين حتى بلغ اعدادهم الى خمس اواثنين و سبعين مجتهدا - انتهى ملخصا ※

এইরূপ প্রত্যেক অবস্থায় সঙ্গীত হারাম হওয়া সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মত আছে, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণ উহা হারাম হওয়ার মতাবলম্বী ছিলেন। মহিমান্বিত চারি এমাম উহা এনকার করিতেন। এইরূপ অনেক মোজতাহেদ সর্ব্ববিধ সঙ্গীত হারাম হওয়ার প্রতি এক মতাবলম্বী হইয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের সংখ্যা ৭৫ কিম্বা ৭২ পৌঁছিয়াছে।

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৬।৭৬৩।৪৬৪ পৃষ্ঠা ;—

و قد تضافرت الآثار و كلمات كثير من العلماء الاخيار على ذمه مطلقا لافى مقام دون مقام - ذكر الامام ابوبكر الطرسوسى فى كتابه أن الامام ابا حنيفة يكره الغناء و يجعله من الذنوب و كذلك مذهب اهل الكوفة سفيان و حماد و ابراهيم و الشعبى و غيرهم لا اختلاف بينهم فى

ذلك ولا نعلم خلافا بين اهل البصرة في كراهة ذلك و المنع منه انتهى - و كان مراده بالكراهة الحرمة و المتقدمون كثيرا ما يريدون بالكراهة الحرام - و نقل عليه الرحمة عن الامام مالك انه نهى عن الغناء و عن استماعه - قال انما يفعله عندنا الفساق و نقل التحريم عن جمع من الحنفا بلة و ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان اكثرهم على التحريم عن عبد الله بن الامام احمد انه قال سالت ابي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني و نقل الطرطوسي ان الامام الشافعي قال ان الغناء لهو مكروه يشبه الباطل و صرح اصحابه العارفون بمذهبه تحريمه - التنوي ملخصا ❁

"ছাহাবাগণের মত ও বহু নেককার আলেমের কথা সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার সঙ্গীতের নিন্দনীয় হওয়ার সমর্থন করিয়াছে। এমাম আবুবকর তরতুশি নিজের কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় এমাম আবু হানিফা সঙ্গীতকে মকরুহ (হারাম) জানিতেন এবং উহা গোনাহ স্থির করিতেন।

এইরূপ কুফাবাসি ছুফইয়ান, হাম্মাদ, এবরাহিম, শা'বি প্রভৃতির মত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। আমি বাছরাবাসিদিগের মধ্যে ইহা মকরুহ ও নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ জানি না। তিনি মকরুহ বলিয়া হারাম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বানগণ অনেক সময় মকরুহ শব্দ হারাম অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত তরতুছি (রঃ) এমাম মালেক হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, তিনি সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে ফাছেকেরা উহা করিয়া থাকে। এমাম তরতুশি একদল হাম্বলা আলেম হইতে উহা হারাম হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শায়খোল-ইছলাম এবনো-তয়মিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাঁহাদের অধিকাংশ উহা হারাম হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। এমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, উহা অন্তরে মোনাফেকি উৎপন্ন করে, উহা আমি পছন্দ করি না। তরতুশি বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, নিশ্চয় সঙ্গীত মকরুহ বাতীল ভাবাপন্ন ক্রীড়া এবং তাঁহার যে শিষ্যগণ তাঁহার মজহাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা উহার হারাম হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, খাঁ ছাহেবের ২য় ও ৩য় দাবি একেবারে বাতীল। ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণ রাগরাগিনী বিহীন কবিতা পাঠ জায়েজ বলিয়াছেন, সঙ্গীতকে হালাল বলেন নাই।

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (রঃ) ফাতাওয়ায়-আজিজর ১।৬৫।৬৬ পৃষ্ঠায় কোর-আন, হাদিছ ও কালামীদের ফেকহ হইতে সঙ্গীতের হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছফ হইতে যে সঙ্গীত শ্রবণ করার দাবি করা হইয়াছে, ইহা বাতীল ব্যাখ্যা, তাঁহারা কবিতা শ্রবণ করিতেন।

এমাম আহমদ সঙ্গীত হারাম জানিতেন, তবে কেবল কবিতা শ্রবণ জায়েজ জানিতেন, ইহা তলবিছে-ইবলিছের ৩৩৫।৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

খাঁ ছাহেব উহার ৫।৬ পৃষ্ঠায় কতকগুলি কেতাবের নাম উল্লেখ করিয়া দাবি করিয়াছেন যে, তরিকতের পীরেরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

আমাদের উত্তর।

আল্লামা এবনো-আমিরে হাজ্জ 'মদখল' কেতাবের ১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان السماع المعروف عند العرب هو رفع صوت بالشعر ليس الا فاذا فعل احد ذلك قالوا اهمل السماع و هو اليوم على ما يعهد و يعلم و لاجل هذا المعنى قال الامام الشيخ زرين رحمه الله ما اتى على بعض العلماء المتاخرين الا لوضعهم السماع على غير مسمياته و هاهو ذا يبين الا ترى ان السماع كان عندهم على ما تقدم ذكره و هو اليوم على ما نعانيه و هما ضدان لا يجتمعان ●

"নিশ্চয় আরবদিগের নিকট প্রসিদ্ধ 'ছেমা' শব্দের অর্থ উচ্চ করা, ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই, যখন কেহ উহা করে, তাহারা বলেন, اهمل السماع বর্ত্তমানে 'ছেমা' শব্দ উক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—যাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও বিদিত আছে। এই হেতু এমাম শায়েখ রজিন (রঃ) বলিয়াছেন,— "কতক পরবর্ত্তী আলেমের উপর এই হেতু দোষারোপ করা হইয়াছে যে, তাহারা যাহা ছেমা নহে, তাহার উপর 'ছেমা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।"

ইহা অতি প্রকাশ্য কথা। তুমি কি দেখ না যে, আরবদের নিকট প্রথমোল্লিখিত বিষয়ের উপর ছেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হইত, বর্ত্তমানে আমরা যাহা দেখিতেছি উহার উপর—অর্থাৎ সঙ্গীতের উপর উক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এই দুটী বিষয় এরূপ বিপরীত যে, একটী অপরের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

ثم انهم لم يكتفوا بما ارتكبوه حتى وقعوا فى حق السلف الماضين رضى الله عنهم و نسبوا اليهم اللعب و اللهو في كونهم يعتقدون ان السماع الذي يفعلونه اليوم هو الذي كان السلف رضون الله عليهم يفعلونه ومعاذ الله ان يظن بهم هذا ومن وقع ذلك فيتعين عليه ان يتوب ويرجع الى الله تعالى والا فهو هالك الاترى ان الشيخ الامام السهروردي رحمة الله لما ان تكلم على السماع قال في اثناء كلامه و لا شك انك اذا خيلت بين عينيك جلوس هؤلاء للسماع و ما يفعلونه فيه فان نفسك تنزه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم عن ذلك المجلس ومن حضوره اه ولقد انصف فيما وصف هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده في حق السلف الماضين رضى الله عنهم اجمعين ●

"তৎপরে তাহারা যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেবল ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া প্রাচীন বিদ্বানদিগের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর ক্রীড়া কৌতুক করার অপবাদ প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, প্রাচীন বোজর্গ-গণ তাহাই করিতেন, মায়াজাল্লাহ, তাঁহাদের উপর এইরূপ ধারণা করা অন্যায়। যে ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহার পক্ষে তওবা করা এবং আল্লাহতায়ালার দিকে রুজু করা জরুরি, নচেৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

তুমি কি দেখ না যে, নিশ্চয় পীর এমাম হাজারওয়াদ্ধি (রঃ) যে সময় ছেমা' সম্বন্ধে সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নিশ্চয় তুমি যে সময় এই লোকদের ছেমা' করিতে বসিবার এবং তাহারা যাহা উহাতে করিয়া থাকে, তাহার স্বরূপ নিজের চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, তখন তোমার আত্মা নবি (ছাঃ) এর ছাহাবা ও তাঁহাদের অনুসরণকারিদিগকে এই প্রকার মজলিশ ও উহার উপস্থিতি হইতে পাক ধারণা করিবে।

তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়বিচার করিয়াছেন, ইহা এরূপ সত্য কথা—যাহা প্রাচীন বোজর্গগণের সম্বন্ধে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। আলমগিরি, ৫।৩৮৮ পৃষ্ঠা।—

السماع و القول و الرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد اليه و الجلوس عليه وهو و الغناء و المزامير سواء وجوزه اهل التصوف و احتجوا بفعل المشائخ من قبلهم قال وعندي ان ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء فان في زمانهم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق احوالهم فيوافقه و من كان له قلب رقيق اذا سمع كلمة توافقه على امر هو فيه ربما يغشى على عقله (الى) ولا يظن فى المشائخ انهم فعلوا مثل ما يفعل اهل زماننا من اهل الفسق والذين لاعلم لهم باحكام الشرع وانما يتمسك بافعال اهل الدين كذا في جواهر الفتاوى ●

"ছেমা', কাওয়ালি এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন যাহা বর্ত্তমান কালের ছুফি নামধারিগণ করিয়া থাকে, তাহা হারাম, তথায় গমন করা,

উহার নিকট উপবেশন করা জায়েজ নহে। ছেমা' সঙ্গীত ও বাদ্য একই তুল্য। ছুফি নামধারিগণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন এবং প্রাচীন পীরগণের কার্য্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে ইহারা যাহা করিয়া থাকে, প্রাচীন বোজর্গগণ তাহা করিতেন না, কেননা তাহাদের জামানায় অনেক ক্ষেত্রে কেহ তাঁহাদের অবস্থার অনুকূল মর্ম্মসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিত, ইহাতে সে উহার অনুকূল আচরণ করিত, আর কোমল হৃদয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার অনুকূল কোন কথা শ্রবণ করিলে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে।.........প্রাচীন পীরদিগের সম্বন্ধে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে না যে, নিশ্চয় আমাদের সমসাময়িক ফাছেক ও শরিয়তের আহকাম অনভিজ্ঞ লোকেরা যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সেই প্রকার কার্য্য করিতেন। কেবল দীনদারদিগের কার্য্য প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, খাঁ ছাহেবের সমস্ত দাবিই বাতিল এবং সঙ্গীত বাদ্য সমস্ত দলীলে হারাম।

সমাপ্ত।

সর্প দংশনের তদবীর।

নিম্নোক্ত চারিটি আয়ত কুড়ি কুড়িবার পানিতে পড়িয়া ফুক দিবে এবং সর্পগ্রস্ত ব্যক্তির জখমে কিছু পানি দিবে ও কিছু পানি তাহাকে পান করাইবে, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسٰى فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

"কালা আলকেহা ইয়া মুছা ফা-আলকাহা ফা-এজা হিয়া হাইয়া-তোন তাছয়া।" (সুরা তাহা)

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

"কালা খোজ্‌হা অলাতাখাফ, ছানোয়ি-দোহা ছিরা-তাহাল উলা।" (সুরা তাহা)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

আফাগায়রা দিনেল্লাহে ইয়াবগুনা অলাহু আছলামা মান ফিছ্ ছামাওয়াতে অল্ আরদে তাওয়াঁও অকারহাঁও অএলায়হে ইয়োর-জাউন। (ছুরা আল-এমরাণ)

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

ছালামোন আলানুহেন ফিল আলামিন

অন্য প্রকার তদবীর ;—

আলেফ, বে, তে হইতে আরম্ভ করিয়া লাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনবার উক্ত লাম পড়িয়া জখমে দম করিবে, এইরূপ ৩।৫।৭ বার করিলে, খোদার ফজলে বিষ পানি হইয়া যাইবে।

তাগা বাঁধার নিয়ম।

নিম্নোক্ত দুইটী আয়তের মধ্যে কোন একটী তিনবার পড়িবে, প্রত্যেক বার পড়া শেষ হইলে, একটু মাটি হাতে লইয়া উহাতে ফুঁক দিয়া যে স্থান অবধি বিষ উঠিয়াছে, তাহার উপরে বেষ্টন দিবে, খোদার ফজলে আর বিষ উপরে উঠিতে পারিবে না।

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

"আম্ আবরামু আমরান ফাইন্না মোবরেমুন।"

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ❋ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ❋

"লোএনাল্লাজিনা কাফারু মেম্ বানি এছরাইলা আ'লা লেছানে দাউদা অই'ছাবনে মারাইয়াম' জালেকা বেমা আছাঁও অকানু ইয়া' তাদুন।

সর্প বিষের দুইটী পরীক্ষিত ঔষধের ঠিকানা।

১। REV. G. H. LORBEAR, IZZATNAGAR, BERELY.

ঔষধের নাম—তিরইয়াক, TERYAQ.

২। ম্যানেজার, শেফাখানায় হামিদিয়া, পোঃ নওয়াপাড়া, জেলা যশোহর।

ঔষধের নাম—"আবে-রহমত।"

ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলার অনুমোদিত বঙ্গ-বিখ্যাত
আলেম ও লেখক জনাব মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল
আমিন সাহেব প্রণীত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী

১। ফুরফুরা হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী। মূল্য ১॥০

২। আমপারার তফসির, মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

৩। আলেফ-লাম-মিম পারার তফসির, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৪। ছাইয়াকুল পারার তফসির, মুল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। তরিকত দর্পন বা তাছাওযফ তত্ত্ব, চারি তরিকার নিয়মাবলি দাম ২৲

৬। ওয়াজ শিক্ষা ১ম ভাগ ॥৵০ আনা, ২য় ভাগ মূল্য ॥৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা, ৪র্থ ভাগ মূল্য ॥০ আনা, ৫ম ভাগ ॥০ আনা, ৬ষ্ঠ ভাগ ॥০ আনা সপ্তম ভাগ মূল্য ॥০ আনা।

৭। তাবিজাত প্রথম ভাগ—মূল্য ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ মূল্য ।৵০ আনা, ৪র্থ ভাগ মূল্য ।০ আনা, ৫ম ভাগ ।০ আনা, ৬ষ্ঠ ভাগ ।০ আনা

৮। সায়েকাতোল-মোছলেমিন, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৯। বোরহানোল-মোকাল্লেদীন বা মোজহাব মীমাংসা, মূল্য ১৲ টাকা।

১০। কামেয়োল মোবতাদেয়িন বা ছেয়ানতল মোমেনিনের দন্ত চূর্ণকারী প্রতিবাদ। প্রথম ভাগ মূল্য ৮০ আনা, ২য় ভাগ ॥০ আনা, ৩য় ভাগ ।০ আনা।

১১। হানাফী ফেকাহ তত্ত্ব, ১ম ভাগ ১॥০, ২য় ভাগ ॥০, ৩য় ভাগ ॥০ আনা।

১২। নবাব পুরে হানাফী মোহাম্মদী বাহাছ, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

১৩। জরুরি মাছায়েল প্রথম ভাগ মূল্য ।০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ।০ আনা, তৃতীয় ভাগ ।০ আনা মাত্র।

১৪। মাসায়েল খণ্ড, প্রথম ভাগ মূল্য ।৵০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ।৵০ আনা, তৃতীয় ভাগ দাম ।৵০ আনা মাত্র।

১৫। কেয়াছের অকাট্য দলীল, দাম ।৵০ আনা মাত্র।

১৬। সত্য ফেরকা নির্ব্বাচন, দাম ।০ আনা মাত্র।

১৭। লক্ষীপুরে হানাফী ও মোহাম্মদীদের বাহাছ:দাম ।০ আনা মাত্র।

১৮। বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন, ।০ আনা মাত্র।

১৯। হজ্জের মছলা ও দোওয়া দাম ৵০ আনা মাত্র।

২০। হাজিগঞ্জের সেজদা বাহাছ, দাম ।০ আনা।

২১। আখেরে-জোহর, দাম ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

২২। দাল্লীন ও জাল্লিনের মীমাংসা, দাম ।৵০ আনা মাত্র।

২৩। অপবাদ খণ্ডন দাম ।০ আনা মাত্র।

২৪। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব ও তরিকার পীরগণের সেজদা, দাম ।৵০আনা।

২৫ এহকাকোল-হক (সেজদা সংক্রান্ত মীমাংসা) দাম ।৵০ আনা

২৬। ইবতাতোল-বাতেল (কট বন্ধকের মছলা) দাম ।৵০ আনা।

২৭। মিলাদে-মোস্তফা মূল্য ।০ আনা।